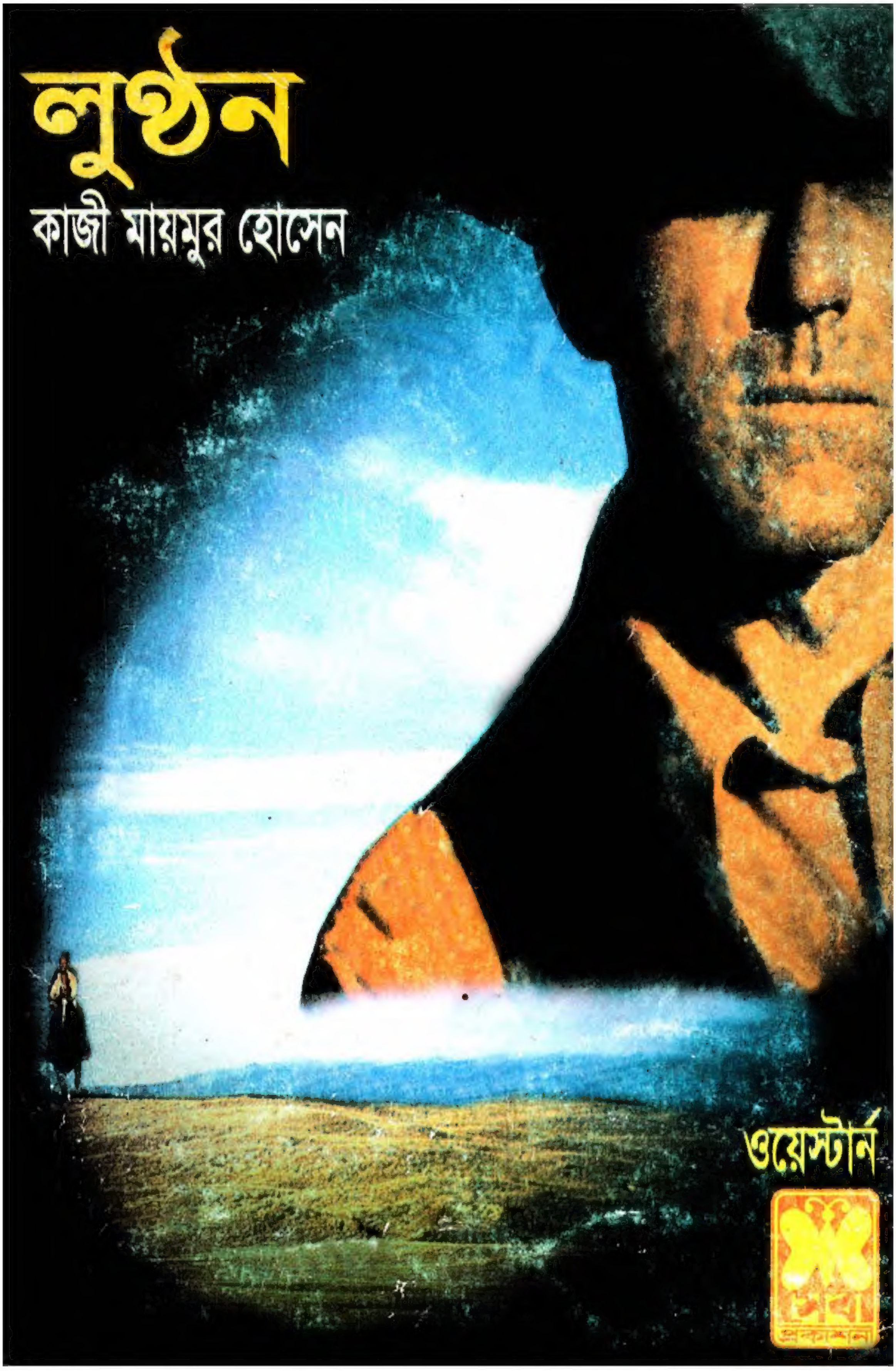

লুণ্ঠন
কাজী মায়মুর হোসেন
ওয়েস্টার্ন

ওয়েস্টার্ন

লুণ্ঠন

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ছত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-8221-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M–M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

LUNTHON
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

লুণ্ঠন

এক

ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল রাস্টি ফেরিস। বিশাল ঘোড়াটাকে হোঁচট খেতে দেখে বুঝতে দেরি হলো না ওকে আর বেশিদূর নিয়ে যেতে পারবে না সোরেলটা। পেছনে তাকাল একবার। ধুলো দেখা যাচ্ছে। এখনও পিছু লেগে রয়েছে লোকগুলো, হাল ছাড়েনি। তবে আপাতত ওকে দেখতে পাচ্ছে না তারা। গম্ভীর তিক্ত চেহারায় রাইফেল আর সিক্সগান দেখল রাস্টি। শুধু যদি গুলি থাকত অস্ত্রগুলোয়! কিন্তু নেই, শেষ হয়ে গেছে।

আহত হয়েছে রাস্টি, দেহের এক পাশে, কোমরে লেগে বেরিয়ে গেছে দুটো গুলি। রক্তক্ষরণে ক্লান্তি বোধ করছে ও। কিছুক্ষণের ভেতরে যদি লুকাবার একটা উপযুক্ত জায়গা না মেলে তাহলে মরতে হবে ওকে।

গত কয়েকদিন কেন যেন পুরোনো বন্ধু রক বেননের কথা বারবার মনে আসছে রাস্টির। বেনন থাকলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোন না কোন উপায় ঠিকই বের করে ফেলত। অস্ত্রে বেননের মতো হাত আর কারও দেখেনি রাস্টি। মাথাটাও ঠাণ্ডা, যেন বিচলিত হতে জানে না। এখন বেননকে পাশে পাবার বদলে যেকোন কিছু দিতে রাজি ও।

টিলা ধরে আড়াআড়ি এগোল রাস্টি। চেষ্টা করছে পেছনের লোকগুলোর সঙ্গে যতোটা সম্ভব দূরত্ব বাড়াতে রাখতে। এবারের ধাওয়াটা মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। লোকগুলো ওকে ধরতে পারলে শকুনের জন্য লাশটা ফেলে যাবে।

শুধু ওর জীবনই যে সুতোয় ঝুলছে তা নয়, ফোর স্কয়ার র‍্যাঞ্চে যারা ওর বন্ধু, তাদের জীবন আর আশা-ভরসাও ঝুলছে সরু একটা সুতোয়। গত কয়েক মাস ধরে হাইরকে লাগাতার গরুচুরি চলছে,

এভাবে চললে ফতুর হয়ে যেতে হবে। রাস্টি যা জেনেছে তাতে আশা করা যায় চিরতরে চুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে। সেজন্যই রাসলাররা ওর মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছে।

ওর সামনে পাহাড়ী এলাকা। শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য। গভীর খাদে ভরা অঞ্চল। জন্মেছে নানা জাতের নানা রঙের গাছ। উত্তরে আকাশে মাথা তুলেছে চোখা দাঁতের মতো চুড়োগুলো। যেপথে রাস্টি এখন এগোচ্ছে সেটা একটা প্রাচীন শিকারের ট্রেইল। পথ থেকে সরে গেল ও, পাথুরে একটা তাক ধরে এগোল। আশা করছে এতে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন গোপন করা যাবে। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল, নিচে একঝাড় অ্যাসপেন আর পাহাড়ী লরেলের জঙ্গল। আরও অনেক নিচে দেখতে পাচ্ছে ছোট্ট একটা লেক। লেকের নীল পানি ঝিকমিক করছে, যেন আকাশছোঁয়া চুড়োর রাজ্যে ছোট্ট একটা রত্ন।

ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে সোরেলটা। রাস্টি জানে, ক্রমেই এগিয়ে আসছে শত্রুর দল। তাদের ঘোড়া তাজা। আগে হোক পরে হোক ওকে তারা কোণঠাসা করবেই।

দরদর করে ঘাম নামছে রাস্টির মুখ বেয়ে। হ্যাট খুলল ও, হাতের তালুতে লালচে চুল মুছল। তখনই চোখে পড়ল ওটা। খাড়া একটা সরু তাক, ট্রেইলের ডানদিক দিয়ে নেমে গেছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। জুয়াটা না খেলে আসলে কোন উপায়ও নেই। পরিশ্রান্ত ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত হাতে স্যাডল-ব্রিডল খুলে ফেলল ও, কাঁধে চাপড় দিয়ে জন্তুটাকে ট্রেইলের দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। ভারমুক্ত হয়ে ছুটতে শুরু করল সোরেল।

টলমল পায়ে এগোল রাস্টি, স্যাডলের বোঝাটা মনে হচ্ছে কয়েক মন ভারী। পঞ্চাশ ফুট এগোল ও সরু ঢালু তাক ধরে, তারপর পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা চাতালের মতো পাথরের নিচে থামল। ওপর থেকে দেখা যাবে না ওকে। ও যেদিক থেকে এসেছে সেদিক থেকে এসেও কেউ সুবিধে করতে পারবে না। অবশ্য ও যদি সচেতন থাকতে পারে তবেই। তাক এতোই সরু যে একজনের বেশি একেকবারে আসতে পারবে না। ভারসাম্য বজায় রেখে এগোতে হলে থাকতে হবে পূর্ণ সতর্ক। সামান্য ধাক্কাই যে-কাউকে কয়েকশো ফুট নিচে পাথরের ওপরে ফেলে দিতে যথেষ্ট।

ওপরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল রাস্টি, তারপর মানুষের

গলার আওয়াজ। ঘোড়া থামাল লোকগুলো। নিজেদের ভেতরে আলাপ করছে।

'ফালতু কথা বাদ দাও, ঠিকই আমি লালচুলো লোকটাকে গেঁথেছি! খামোকা অনুসরণ করছি। ও ব্যাটার আয়ু শেষ।'

'এই যে ওর ট্রেইল,' নতুন একটা গলা বলল। 'এখানে এসে থেমেছিল ঘোড়াটা, তারপর আবার এগিয়েছে। বেশিদূর যেতে পারবে না। আঁধার নামতেও দেরি আছে। যেখানেই থাকুক, আমাদের হাতের নাগালেই থাকবে।'

'স্যাডলে ওঠো তাহলে,' তৃতীয় গলা পরামর্শ দিল। 'বুচ, তুমি আর মেক্স এখানেই থাকবে। আমরা ধোঁয়ার সিগন্যাল না দিলে নড়বে না। রাস্টি ফেরিস হয়তো পাহাড়ের ওপর দিয়ে এদিকে ফিরে আসার চেষ্টা করবে।'

'অসম্ভব। ও ব্যাটা মারা পড়েছে।' খুকখুক করে কাশল লোকটা। 'ভাগ্যিস মরেছে। ব্যাটা জানত কীভাবে গুলি করতে হয়!'

খুরের শব্দ এগিয়ে গেল সামনে, নীরবতা নামল। পাথরে ঘষা খেল একটা বুট। ম্যাচের কাঠি জ্বলে ওঠবার আওয়াজ হলো। 'অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই আমার,' বলল একজন। 'গত এক সপ্তাহে বহুত ঘোড়া দাবড়েছি। শালাকে ধাওয়া করা সহজ ছিল না।'

'সেনিয়র, ট্রেইলটা দেখেছ? কয়েকদিনের ভেতরে ব্যবহার করা হয়েছে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রাস্টি। পরিশ্রমে আধামরা অবস্থা ওর, তবু সতর্ক হয়ে উঠল। অধীর হয়ে বসে আছে, অপেক্ষা করছে।

টিটকারির সুরে বুচ বলল, 'পাহাড়ী ছাগলের কাজ। তুমি ওদিকে যেতে চাও? আমি চাই না।'

কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে যাওয়ার পরে স্বস্তির শ্বাস ফেলল রাস্টি। আসছে না কেউ। এতোক্ষণে সুযোগ হলো ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখার। গুলিটা মাংস চিরে বেরিয়ে গেছে। কাপড় রক্তে মাখামাখি, কিন্তু আঘাতটা আসলে ততোটা গুরুতর নয়। করুণ চোখে ক্যান্টিনের দিকে তাকাল ও। এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট নেই। পানি ভরে নেওয়ার সময়ও দেয়নি ধাওয়া করে আসা রাসলারের দল। বুনো জন্তুর মতো তাড়া করা হয়েছে। পানির ধারেকাছে যেতে পারেনি, কোন শহরের দিকে যেতে দেয়া হয়নি. প্রধান কোন ট্রেইলও নিরাপদ ছিল

না। যেদিকেই ও গেছে, আগেই সেখানে অপেক্ষা করছিল লোকগুলো, জান হাতে করে পালাতে হয়েছে।

তার চেয়েও যেটা খারাপ তা হচ্ছে, লোকগুলো জানত ওর কাছে কতগুলো গুলি আছে। গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধানো হয়। রাস্টি জানে দুটো ঘোড়া মারা পড়েছে ওর গুলিতে, আহত হয়েছে শত্রুদের অন্তত একজন। কিন্তু তারপরই ও টের পেল গুলি যা আছে তা আছে শুধু ওর বেল্টে। রাইফেল আর সিক্সগান খালি ছিল। অথচ এটা ওর স্বভাব নয়। তারমানে কেউ একজন নিশ্চিত করেছে অস্ত্রগুলো খালি থাকবে। ফোর স্কয়ারে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। ওখানে কেউ একজন চায় মারা যাক ও।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম পাবার চেষ্টা করল রাস্টি। চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে সচেতন থাকতে হচ্ছে। ব্যথা বাড়ছে আঘাতের। চারপাশ কেমন অন্ধকার লাগছে। অথচ পাহাড়ের ওপরে আগুন ঝরাচ্ছে সূর্যটা।

ধীর গতিতে কাটছে মুহূর্তগুলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। মাঝখানে কেটে গেল যেন অনন্ত সময়। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়তেই তাপমাত্রা কমতে শুরু করল। ঘিরে আসছে অন্ধকার। চোখ বুজে কাত হয়ে পড়ে থাকল রাস্টি ফেরিস।

*

বারো মাইল দক্ষিণে, স্পীডির পিঠে চেপে ক্যাটল টাউন টাসকোটাল আর ফোর স্কয়ার র‍্যাঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে রক বেনন। আজ সারাদিন ঘোড়া দাবড়ে ও ক্লান্ত। মনটাও খারাপ। আজ সকালে দাড়ি কাটতে গিয়ে দেখে গোটা কয়েক দাড়ি পেকে গেছে। যদিও দূর থেকে কালো দেখাত, কিন্তু চুলে হালকা-পাতলা পাক ধরেছিল কিশোর বয়সেই, এই আটাশে এসে বেশ আধপাকা হয়ে উঠেছে, এব্যাপারে মনে আঘাত পেলেও সে-দুঃখ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল ও, তার ওপর ঘোড়ার মতো চেহারা—এসবই কী যথেষ্ট দুঃখজনক নয়? কিন্তু হঠাৎ করে দাড়ি পাকায় বেচারা খানিকটা মুষড়েই পড়েছে। যুক্তি বলে চুলের অন্তত বারো-চোদ্দ বছর পরে জন্ম হয়েছে দাড়ির, তবুও পাকল কী করে! এ স্রেফ ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা। হয় তা, নয়তো দাড়ির নিজস্ব পাকামো। এ ঠিক নয়। একবার ভাবল গান গেয়ে মনের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করবে কিনা। গাইল না। স্পীডি খুব অস্বস্তি বোধ

করে।

হোয়াইট রক কুয়োর কাছে পৌঁছার আগে থামল না দুঃখিত বেনন। ওখানে ক্যান্টিন ভরে নিল। ওর অভিজ্ঞ চোখ এড়াচ্ছে না কোনকিছু। চিহ্ন দেখে বুঝতে পারল অন্তত ছয়জনের একটা দল এদিক দিয়ে গেছে। সশস্ত্র ছিল লোকগুলো। ভেজা বালিতে তাদের রাইফেলের কুঁদোর স্পষ্ট ছাপ আছে। তারমানে ঘোড়া থেকে রাইফেল হাতে নেমেছে লোকগুলো। ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়। ভ্রূ কুঁচকে উঠল বেননের। বুঝতে পারছে শহরে ঢোকবার সময় সাবধান থাকতে হবে।

বেশ কয়েকজন এখানে সিগারেট ধরিয়েছে। আগুনও জ্বেলেছিল কফি তৈরির জন্য। তারপর চারজন চলে যায়, কুয়োর ধারে অপেক্ষায় থাকে দু'জন। *সে দু'জন এখন কোথায়?*

হালকা একটা শব্দ ভেসে এলো ওর কানে। সময় মতো স্পীডিকে ঘুরিয়ে আওয়াজ লক্ষ করে তাকাল। দু'জন লোক বেরিয়ে এসেছে বনের ভেতর থেকে। একপলকেই বোঝা যায় কঠোর লোক। বেননের দিকে কড়া চোখে তাকাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অস্ত্রের দিকে।

বরফের মতো জমে গেল লোকগুলো। বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। দুটো ·৪৫ কোল্টের কালো নলের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। বেনন এতো দ্রুত অস্ত্র বের করেছে যে মুহূর্তের জন্য কথা যোগাল না কারও মুখে। চেহারায় খেলে গেল নানা অনুভূতির ছাপ। পেটের ভেতরে গুলিয়ে উঠছে যেন। টের পেয়ে গেল সারাজীবনের অপকর্মের সময়গুলোয় কখনও তারা মৃত্যুর এতো কাছাকাছি হাজির হয়নি।

দু'জনের একজন হালকা-পাতলা, দীর্ঘ আকৃতির লোক। অন্যজন মোটাসোটা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গল। দু'জনই নোংরা। চেহারায় চতুরতা আর নীচতার ছাপ।

'কী মনে করেছিলে,' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল বেনন। 'আমি কে?'

'এ তো ও নয়!' মোটা লোকটা বিড়বিড় করল। 'আমরা যাকে খুঁজছি তার বয়স বেশি। চুলও লাল।'

'হ্যাঁ, কালেন,' লম্বা লোকটা ঢোক গিলে তাকাল বেননের দিকে। 'দুঃখিত, মিস্টার। প্রথমে তোমাকে দেখে মনে করেছিলাম যাকে খুঁজছি তুমি সে-ই। লোকটাকে শেষ করতে হবে। বিষাক্ত একটা সাপ বলতে পারো শয়তানটাকে।'

'কাকে খুঁজছ?' লোক দু'জনকে কয়েক মুহূর্ত দেখে জিজ্ঞেস করল বেনন।

'এক লালচুলো শয়তানকে। আস্ত একটা খুনি পিশাচ। উত্তরে এক কাউবয়কে গুলি করে পালাচ্ছে। তবে চিন্তা কোরো না, ঠিকই ধরে ফেলব আমরা। সবকয়টা ওয়াটার হোলে পাহারা বসানো হয়েছে। ট্রেইল আর রাস্তার ওপরও নজর রাখা হচ্ছে।'

সঙ্গীকে কনুইয়ের গুঁতো দিল কালেন। 'চুপ করো, রেট! বড় বেশি কথা বলো তুমি!'

স্যাডল হর্নে ক্যান্টিন ঝোলাল বেনন, স্পীডির পেছনে দাঁড়িয়েছে, লোকগুলোর দিকে চোখ রেখেই উঠে বসল স্যাডলে। দু'জনের ঘোড়ার মার্কিং নজর এড়ায়নি ওর। বক্স এইট। তবে লোকগুলোকে ওর কাউবয় মনে হলো না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, ধাওয়া করা লোকটাকেই বরং বেশি বিশ্বাস করবে ও দরকার পড়লে।

'দেখা হবে,' অলস গলায় বলল ও, স্পীডির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। স্যাডলের এক পাশে বসেছে, চোখের কোণে লোকগুলোকে নজরে রাখতে ভোলেনি।

রেট ঢোক গিলে কালেনের দিকে তাকাল। অবিশ্বাস ঝরল তার কণ্ঠে। 'দেখেছ লোকটা কতো দ্রুত ড্র করল!'

'এদিকে নতুন। বস্ চেনে কিনা কে জানে!'

'কঠোর লোক বলে মনে হলো। কেন যেন চেনা চেনা লাগল।'

ট্রেইল ধরে কিছুদূর সামনে বাড়ল তারা, কিন্তু আগেই চোখের আড়ালে চলে গেছে আগন্তুক। তবে চোখের আড়ালে গেলেও রেট আর কালেনের কথা ভুলল না বেনন। লোকগুলো যা বলেছে মনের ভেতরে নেড়েচেড়ে দেখছে ও।

একাকী নিঃসঙ্গ এক লোক। তার জন্য পানির উৎস নিষিদ্ধ। এই গরমে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ার কথা। সমস্ত ট্রেইলে চোখ রাখছে শত্রুপক্ষ। ক্রমেই ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাবে। ধরা পড়বেই একসময়। ভাবনাটা সুখকর নয়। মাথা থেকে চিন্তাগুলো দূর করে দিল বেনন।

সামনে কোথাও আছে টাসকোটাল শহরটা। ওটা পেরিয়ে যেতে হবে ফোর স্কয়ার র‍্যাঞ্চে। জাড ক্রুস অবাক হবে ওকে দেখলে। আর রাস্টি ফেরিস? মৃদু হাসল বেনন। এতোদিন পরে ওকে দেখে

বোতলকে বোতল মদ গিলে কান্নাকাটি করবে রাস্টি।

রাস্টি?

ওই লোকগুলো লালচুলের কাউকে খুঁজছিল। বেননের চেয়ে তার বয়স বেশি।

এমনও তো হতে পারে রাস্টি ফেরিসকেই শিকার করতে চাইছে লোকগুলো? শহরের দিকে এগিয়ে চলল বেনন। চোখ-কান খোলা। সতর্ক হয়ে আছে স্নায়ু। খোঁজখবর করতে হবে শহরে পৌঁছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে শহরের বাতি নজরে এলো ওর। লিভারি স্টেবলে পৌঁছে স্পীডির পিঠ থেকে নামল বেনন। সরু চেহারার এক লোক এগিয়ে এলো ওর দিকে। লোকটার চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। একনজরেই বেননকে মেপে নিল যেন। বেননের নিচু করে ঝোলানো অস্ত্রের ওপর এক মুহূর্ত স্থির হলো দৃষ্টি।

স্পীডিকে স্টলের দিকে নিয়ে চলল লোকটা। বেনন বলল, 'ভুট্টা দিয়ো ওকে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বলো তো কী চলছে এদিকে? আসার পথে দু'জন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। ভাব দেখে মনে হয়েছে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে তাদের।'

স্যাডলটা খুলে দীর্ঘদেহী আগন্তুকের দিকে তাকাল লোকটা। নিচু গলায় বলল, 'কপাল ভাল যে গুলি করেনি তোমাকে। শক্ত লোকের পেছনে লেগেছে ওরা।'

'কে সে? কী করেছে?'

থোক করে একদলা থুতু ফেলল স্টেবলহ্যান্ড। শুকনো গলায় বলল, 'মিস্টার, অনেক বেশি প্রশ্ন করছ তুমি। এদিকে এতো কৌতূহল দেখানোটা স্বাস্থ্যকর না।'

'বললে ক্ষতি কী? কৌতূহল হচ্ছে।'

একটু দ্বিধা করল লোকটা, তারপর কী ভেবে কাঁধ ঝাঁকাল। 'ক্ষতি নেই আমার। লোকটা এদিকে নতুন, কাজ নিয়েছিল জাড ব্রুসের র‍্যাঞ্চে। কী ঘটেছিল কেউ জানে না, কিন্তু সমতলে স্প্রিঙ্গার আউটফিটের হিউ মরস্টনের মুখোমুখি হয় সে। গোলাগুলি হয়েছিল। লোকটা হিউ মরস্টনকে খতম করে দিয়ে ফোর স্কয়ারের দিকে রওনা হয়। স্প্রিঙ্গারের কাউবয়রা তাকে ধাওয়া করে। পাহাড়ের দিকে পালায় সে। অস্ত্রে লোকটার হাত ভাল। অনুসরণকারীদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। উইনচেস্টার দিয়ে সাতশো গজ দূর থেকে ম্যাকেঞ্জিকে

ফেলে দেয়। কাউবয়দের ধারণা এখন লোকটার কাছে গুলি নেই। কাউবয়রা লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ধরতে পারলে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দেবে।...আমি আর কিছু জানি না, মিস্টার।'

জাড ব্রুস...ফোর স্কয়ার...লালচুলের দক্ষ বন্দুকবাজ, যে সাতশো গজ দূর থেকে চলন্ত টার্গেটে গুলি লাগাতে পারে!

ওই কালো পাহাড়ের কোথাও রাস্টি ফেরিসকে বুনো জন্তুর মতো ধাওয়া করা হচ্ছে। ধরতে পারলে মেরে ফেলা হবে!

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেনন। 'ধার নেওয়ার মতো তাজা ঘোড়া আছে? আমারটার কাছাকাছি পরিশ্রমী হলেই চলবে।'

কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল স্টেবলহ্যান্ড, বলল, 'তোমারটা ধারেকাছে লাগে এমন ঘোড়া নেই আমার কাছে। তাছাড়া,' থামল এক মুহূর্ত, 'এই এলাকায় ঘোরাফেরা কল্লাটা স্বাস্থ্যকর না।'

'ঘোড়া কিনব আমি। বিক্রির মতো ঘোড়া আছে?'

বেননের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল লোকটা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টলের দিকে পা বাড়াল। বার্নের শেষে এক বক্স স্টলের সামনে থামল সে। ওটায় চমৎকার একটা কালো ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার পরে বেনন লক্ষ করল ঘোড়াটার ঊরুতে সাদা আর বাদামী ছোপ আছে। অ্যাপালুসা।

'ও এই এলাকার সেরা ঘোড়া,' জানাল স্টেবলহ্যান্ড। 'যার ঘোড়া সে-লোক মারা গেছে কয়েকদিন আগে। খাবারের দাম পেতাম আমি, কাজেই এটার ওপর অধিকার আছে আমার। বিক্রি করতে পারব না, কিন্তু ধার দিতে পারি। পাহাড়ে চড়তে অভ্যস্ত ঘোড়া, এলাকার যেকোন ঘোড়াকে দৌড়ে হারাতে পারে। দিতে পারি তোমাকে, তবে শর্ত একটাই, কোথায় যাচ্ছ এবং কেন যাচ্ছ তা আমাকে বলতে পারবে না। জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার।'

'স্যাডল চাপাও,' দরজার দিকে এগোল বেনন। 'খেয়ে আসছি। গুলিও কিনতে হবে। আশা করি ততোক্ষণে ব্ল্যাকিকে তুমি রওনা হওয়ার জন্য তৈরি করতে পারবে।'

বেননের পিছু নিয়ে স্যাডলটা তুলে নিল স্টেবলহ্যান্ড, পেছন থেকে বলে উঠল, 'রুক্ষ এলাকা এটা। যারা মানুষ শিকার করছে তারা হাতের তালুর মতো চেনে প্রতিটা পাথর। ফাঁদে পড়ে যদি আশ্রয় নিতে হয় তাহলে আমি জানি ঠিক কোথায় যাব।'

আস্তে করে ঘুরল বেনন। 'কোথায়?'

'কপার মাউন্টিনের কাঁধে একটা গুহা আছে, গাছের সারির কাছাকাছি। ভেতরে পানির উৎস আছে। ভবিষ্যতের জন্য কাঠ কেটে রাখা হয়েছে। কেউ লুকিয়ে ওটার ধারেকাছে যেতে পারবে না। লোন পাইন পাস ধরে এগোতে হবে, তারপর বামদিকে মোড় নিয়ে পাহাড়ী পথে যেতে হবে, পাইনের বনের কাছে পাওয়া যাবে বুনো জানোয়ারের তৈরি সরু ট্রেইল। ওটা ধরে এগোলে একটা ন্যাড়া বোল্ডার দেখতে পাবে। ওখানে বামদিকে মোড় নিতে হবে আবার। পাথুরে এলাকাটা পার হলেই পাঁচশো ফুট ওপরে দেখতে পাবে গাছের সারি। বিরাট একটা তাক মনে হবে জায়গাটাকে। ওখানেই আছে সেই গুহা।'

সতর্ক দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল বেনন। একটু পরে আস্তে করে নড করল। 'ধন্যবাদ, বন্ধু। উপকারটা মনে থাকবে আমার।'

'নামটা প্রেস্টন স্টোন।' গম্ভীর লোকটার চেহারা। 'ডোন্স ক্রসিঙে একবার বিপদে পড়েছিলাম, তখন তোমার মতো দেখতে এক লোক সাহায্য করে আমাকে। তার চুল অবশ্য লাল ছিল। আমার ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রেখেছিল সে। আমার বউ আর বাচ্চাকে রক্ষা করেছিল। উপকারটা আমি ভুলিনি।'

'আমি তার মতো দেখতে বলে সাহায্য পেয়েছি, কপালকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না,' বলল বেনন। 'তবে আর কেউ আমাকে ওই লোক মনে না করলে বাঁচি।'

'মনে করবে না বোধহয়,' বলল স্টোন। 'তবে রাস্টি ফেরিসের সঙ্গে চেহারায় সত্যি মিল আছে তোমার।'

দুই

কূন রিভার সামিট ধরে এগিয়ে চলেছে বেনন। বুঝতে পারছে আন্দাজে পথ চলছে ও, অনেকখানি নির্ভর করতে হচ্ছে ভাগ্যের ওপরে। তবে

অন্ধের মতো পথ চলছে না ও। রাস্টি ফেরিসের স্বভাব যেমন জানা আছে, তেমনি আস্থা আছে নিজের চিহ্ন চেনার ক্ষমতার ওপর।

দুই মাস আগে ফোর স্কয়ারের মালিক পুরোনো বন্ধু জাড ক্রুসের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হয়েছে ও। খবর পেয়েছে রাস্টি ফেরিসও এসেছে। বেননের সঙ্গে দেখা করবার জন্য রাস্টি ফেরিস অস্থির হবেই। স্বাভাবিক। অনেকদিনের বন্ধুত্ব ওদের। ফোর স্কয়ারে ওর অপেক্ষায় থাকবার কথা রাস্টির । তারপর এই ঘটনা।

বেনন পৌঁছে দেখল খুন করবার জন্য ধাওয়া করা হয়েছে রাস্টি ফেরিসকে। হয়তো সে আহত। হয়তো ধরা পড়ে গেছে। এদিকে জাড ক্রুস, তার মেয়ে বা ফোর স্কয়ারেরও কোন খবর নেই। বেননের শুধু জানা আছে আরও পশ্চিমে পাহাড়ী এলাকার কোথাও আছে ফোর স্কয়ার র‍্যাঞ্চ, এবং সম্ভবত ঝামেলা চলছে ওখানে। ভাবনাগুলো বেননের ভ্রূ কুঁচকে দিল। সামনে এগিয়ে চলল ও।

রাতের আঁধারে পথ চলছে। দিনের আলো ফোটার আগে পর্যন্ত রাস্টির অভ্যেস বা ওর নিজের ট্র্যাকিঙের দক্ষতা কোন কাজে আসবে না।

সামিটের ওপরে পৌঁছে নামতে শুরু করল বেনন, ঝোঁপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে প্রেস্টন স্টোনের বলা সেই পাইন বনের ভেতর দিয়ে যাওয়া ট্রেইলটা চোখে পড়ল।

সামনে কপার মাউন্টিন রেঞ্জ। অব্যবহৃত ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ও, পাহাড়ের কাঁধে জন্মানো পাইন বনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল একসময়। কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে ঘোড়া থামাল ও, ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত ওখানেই অপেক্ষা করল।

যা ভেবেছিল তার আগেই ধূসর আলো বুকে নিয়ে এলো শীতল ভোর। আড়াল থেকে বের হলো বেনন, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চিহ্ন খুঁজতে শুরু করল। একটু পরেই দু'জন ঘোড়সওয়ারের ছাপ চোখে পড়ল ওর। ব্যাকট্র্যাক করল ও, তৃতীয় আরেকজনের চিহ্ন দেখতে পেল। থেমে দাঁড়িয়ে ট্রেইলে ভাল মতো নজর বোলাল। আধমাইল অনুসরণ করবার পরে বুঝতে পারল এই ঘোড়াটায় চেপেছিল রাস্টি ফেরিস। ক্লান্ত ছিল ঘোড়াটা। বারবার থেমেছে।

এক ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে এলো, প্রথমে যেখানে রাস্টির চিহ্ন দেখেছিল তখন ঘোড়ার পিঠে ছিল না রাস্টি। ঘোড়াটা ইচ্ছে

মতো পথ চলেছে, থেমেছে যেখানে খুশি। মানুষ ওটাকে পরিচালিত করেনি। ট্রেইল ধরে আবার ফিরতি পথে রওনা হলো বেনন, আরও সাবধানে চারপাশে নজর বুলাচ্ছে। রাস্টি যেখানে স্যাডল খুলে নিয়েছিল সেখানে স্টিরাপের হালকা দাগ ওর চোখ এড়াল না। পাঁচ মিনিট খুঁজতেই সরু ঢালু পথটা দেখতে পেল।

একঝাড় অ্যাসপেনের পেছনে ঘোড়াটাকে বাঁধল বেনন, রাইফেল হাতে নিয়ে সরু পথটা ধরে নামতে শুরু করল। রাস্টি যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিল সেখানে পৌঁছে থামল ও, ভাল করে চারপাশ দেখে নিল। বোঝা যাচ্ছে প্রচুর রক্ত হারিয়েছে রাস্টি। চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল বেননের। স্যাডলটা খুঁজে পেয়ে পাথরের আড়ালে রাখল, তারপর সরু পথটা ধরে এগোল আরও। পড়ে আছে খালি ক্যান্টিন। ওটা তুলে নিয়ে ক্লিফে চোখ বুলাল।

পানির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল রাস্টি। নিশ্চয়ই তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল। রাস্টি সফল হয়েছে কী ব্যর্থ সেটা পরের ব্যাপার, তবে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। যাই করে থাকুক, পাহাড়ের ওপরে থাকবার চেয়ে নিচের দিকে তার থাকবার সম্ভাবনাই বেশি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরতি পথ ধরল বেনন, ঘোড়ায় চেপে ক্লিফ থেকে নামার অন্য কোন পথ খুঁজে বের করতে হবে।

ট্রেইলের কাছে এসে পায়ের আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়াল ও, সরে গেল বোল্ডারের আড়ালে। উঁকি দিয়ে দেখল এক লোক অ্যাসপেনের ভেতর থেকে বের করে আনছে ওর অ্যাপালুসাটাকে। তার নিজের ঘোড়াটা কাছেই বেঁধে রেখেছে।

সিক্সগান বের করে অপেক্ষায় থাকল বেনন। কালচে সরু চেহারার লোক। দেখে মনে হয় হাফব্রীড। শক্ত করে ধরে আছে বেননের ঘোড়াটার দড়ি। রাশ ধরে নিজের ঘোড়ায় উঠতে যাচ্ছে, এমন সময়ে বোল্ডারের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো বেনন, নিঃশব্দে পৌঁছে গেল লোকটার পেছনে, তারপর কানের ওপর ঠেসে ধরল অস্ত্রের নল।

এতো চমকে গেছে যে পিছলে পড়ে গেল লোকটা। ঝটপট তার অস্ত্র আর গোলাগুলি কেড়ে নিল বেনন। এবার লোকটাকে বেশ করে বেঁধে স্যাডলে তুলে পেছনে চাপড় দিয়ে ঘোড়াটাকে ভাগিয়ে দিল। ট্রেইল ধরে ছুটল তস্করের ঘোড়া। নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের স্যাডলে উঠল বেনন, এগিয়ে চলল উল্টোদিকে।

সূর্য তাপ ছড়াতে শুরু করবার পরে শেষ পর্যন্ত ক্লিফ থেকে নামার একটা পথ খুঁজে পেল ও, এগিয়ে চলল সে-পথে। ডানদিকে কুলকুল ধ্বনি তুলে পাথরের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝর্না। বনের পাশ ঘেঁষে নামতে শুরু করল বেনন, গতি অত্যন্ত মন্থর।

দীর্ঘ পাইন গাছের একটা ঝাড় পার হয়ে থামল ও। ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। রাইফেল হাতে নিয়ে চারপাশে সতর্ক নজর বুলাল।

যদি ওর ভুল না হয়ে থাকে তাহলে ওপর থেকে নামা ট্রেইল এখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু রাস্টি ঝর্নার পাড়ে আসতে পেরেছিল কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। ভাল করে দেখার জন্য একটা পাথরের ওপরে উঠে দাঁড়াল ও। ওই তো পড়ে আছে রাস্টি! পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত এগোল বেনন।

রাস্টির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও, বুকের ওপরে হাত রেখে দেখল, খুব দুর্বল হলেও হৃৎস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা করল কোন হাড় ভেঙেছে কিনা। ভাঙেনি। দু'হাতের ভাঁজে তুলে অচেতন দেহটা নিয়ে গেল ঝর্নার পাড়ে, আস্তে করে শুইয়ে রেখে ফিরে এলো ঘোড়ার কাছে, ক্যান্টিনটা নিয়ে গিয়ে রাস্টির ঠোঁটে ধরল। আরেকহাতে ঝর্না থেকে পানি তুলে ছিটাল রাস্টির মুখে আর মাথায়।

নড়ে উঠল পাঞ্চার, চোখ মেলল। ওপর দিকে তাকিয়ে বেননকে দেখে চোখ পিটপিট করল।

'মনে হয়,' বলল ফিসফিস করে, 'আসতে দেরি করে ফেলেছ তুমি!'

যতোটা সম্ভব আরামের ব্যবস্থা করল বেনন রাস্টির জন্য, তারপর ক্ষতগুলো দেখল। একটা সিরিয়াস। মাংস চিরে বেরিয়ে যাওয়া গুলির ক্ষতটা ফুলে উঠেছে। তবে রক্তক্ষরণ আর তৃষ্ণাতেই রাস্টি কাবু হয়েছে বেশি। ক্ষতটার পরিচর্যা দরকার। স্যাডল ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল এনে ক্ষতে লাগাল বেনন, শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করল।

এবার রাস্টির রাইফেল আর সিক্সগান লোড করল ও, কার্ট্রিজ বেল্টে গুলি ভরার ফাঁকে সাবধানে চারপাশে নজর রাখল। এদিকে কেউ এসেছে বলে মনে হলো না। ওই সরু পথ ধরে কারও না আসার সম্ভাবনাই বেশি। ট্রেইলটা উত্তরে গেছে কিনা জানে না ও। আর ক্যানিয়নের দেয়াল অন্যসব দিক বন্ধ করে রেখেছে। কেউ আসতেও

পারবে না, যেতেও পারবে না।

চারপাশটা সতর্ক চোখে দেখে এলো ও। ফিরে এসে দেখল গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে রাস্টি। আড়াল থেকে ক্যানিয়নের প্রবেশপথের দিকে চোখ রাখল। কোন নড়াচড়া নেই, কারও আগমনের চিহ্ন নেই। দূরে দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল আর তারও দূরের নীলচে পাহাড়শ্রেণী। গাছের পাতার ফাঁকে বাতাস বয়ে যাওয়ার ঝিরঝির আওয়াজ আর ঝর্নার মৃদু কুলকুল ছাড়া চারপাশে আর কোন শব্দ নেই।

আপাতত এখানে ওরা নিরাপদ। ওর ট্র্যাক না দেখলে কেউ বুঝবে না আশেপাশে রাস্টি ছাড়া আর কেউ আছে। আর রাস্টি যে মারাত্মক আহত অথবা এরই মধ্যে মারা গেছে সেব্যাপারে লোকগুলো বোধহয় প্রায় নিশ্চিত। বার কয়েক একটা বিরাট সিংহের পায়ের ছাপ চোখে পড়েছে ওর। এদিকেই কোথাও আস্তানা গেড়েছে সিংহটা। অন্যান্য ট্র্যাকও আছে। বেশিরভাগই মিউল হরিণের। কিছু আছে সেজ মুরগির। ঝর্নার পানি ছলকে লাফিয়ে উঠল একটা ট্রাউট। বেননের নজর এড়ায়নি। সুতোয় বড়শি বেঁধে একটা মাংসের টুকরো টোপ হিসেবে দিয়ে পানিতে ফেলল ও। আধঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ল তিনটে ট্রাউট। পাইনের নিচ থেকে সংগ্রহ করা শুকনো কাঠ দিয়ে ধোঁয়াহীন আগুন জ্বালল ও, মাছ ভাজতে শুরু করল। পরেরবার যখন তাকাল তখন চোখ মেলেছে রাস্টি, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। গম্ভীর চেহারায় বন্ধুকে দেখল বেনন।

'খুব বেশি দুর্বল লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আসায় নিশ্চিন্তে সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে ভেবেছ, না?' ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে বেননের। 'জানতাম আজীবনই তুমি একটা অপদার্থ।'

'আমি? অপদার্থ?' প্রায় গর্জে উঠল রাস্টি। 'নীচ মনের কয়োট কোথাকার! ভাল করেই জানো তোমার তিনগুণ কাজ করতে পারি আমি। বারবার প্রমাণ করে দিয়েছি।'

'তাই?' টিটকারির হাসি হাসল বেনন। 'জীবনে কখনও সত্যিকারের খাটুনি দিয়েছ যে হালাল রোজগার করবে?' কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল রাস্টি, হাত তুলে থামিয়ে দিল বেনন, 'থাক্, এসব আপাতত বাদ দাও। ব্যাপারটা কী আসলে? টাসকোটাসে ঢুকেই

শুনলাম গুলি খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। পিছে লেগেছে কে?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল রাস্টি। বেননের হাত থেকে ধোঁয়া ওঠা কালো কফির মগটা নিয়ে চুমুক দিল। 'লেনি আর্থার নামের এক লোক। বক্স ফোর র‍্যাঞ্চটা তার।'

'অবাক হচ্ছি না,' বলল বেনন। 'ব্র্যান্ডটা আগেও দেখেছি। কালো একটা চারকোনা ব্র্যান্ড। যেকেউ ইচ্ছে করলেই রানিং আয়রন দিয়ে ফোর স্কয়ারকে বক্স ফোরে পরিণত করতে পারবে।'

'ব্যাপারটা এতো সহজ নয়,' বলল রাস্টি। 'বক্স ফোরের গরু মেরে কেউ চামড়ার পেছনটা পরীক্ষা করে দেখেনি। আর কাজটা এতোই দক্ষ হাতে করা হয় যে আমার ধারণা রানিং আয়রন দিয়ে সম্ভব নয়।'

'কিন্তু গরু চুরি করছে তারা?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে। আমি ওদের টালিবুক দেখতে চেয়েছিলাম। দেখিয়েছে ওরা। বাড়তি একটা গরুর উল্লেখও নেই খাতায়। রেঞ্জেও বাড়তি গরু চোখে পড়েনি আমার। অন্তত আমি খুঁজে পাইনি।'

'তারপর নজর রাখতে শুরু করলে তুমি?'

'স্বাভাবিক ভাবেই। পাহাড়ে লুকিয়ে থাকলাম, নজর রাখলাম গরুর বিরাট একটা পালের ওপর। একবারও দেখিনি ব্র্যান্ড বদলাচ্ছে বা গরু সরাচ্ছে ওরা। তারপর এক সকালে হতাশ হয়ে চলে আসব ভাবছি, লক্ষ করলাম গরুর পাল অর্ধেক হয়ে গেছে।

'পাহাড়ের আশেপাশে বহুত খুঁজলাম, সরিয়ে নিয়ে যাওয়া গরুর কোন চিহ্নই দেখলাম না। বুঝলাম কিছু গরু গায়েব হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় তা বের করতে পারলাম না। খুঁজে দেখলাম, লেনি আর্থারের সবকয়জন লোক নিজেদের কাজে ব্যস্ত।

'কয়েকদিন পরে পাহাড়ে গরুর চিহ্ন চোখে পড়ল আমার। অনুসরণ করলাম। তখনই আমার পেছনে লাগল লোকগুলো।'

'জাড ক্রুসের খবর কী! সে কী করছিল সেসময়ে? র‍্যাঞ্চে বসে মাছি মারছিল?'

'নোপ। ভাঙা ঠ্যাং নিয়ে বিছানায় পড়ে আছে ও। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া উপযুক্ত লোক নেই ওর সঙ্গে। ক্রুস আমাকে বলেছিল গরু চুরি যাচ্ছে। এভাবে চললে ফতুর হয়ে যাবে ও। আমি

ওর কাজ করে দিতে গিয়ে ফেঁসে গেছি।'

'গরুগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দেখেছ?'

'নোপ। ট্র্যাক দেখেছি শুধু এটুকু জানি। আমার ধারণা আমি যখন নজর রাখছি তখন আমাকে ফাঁকি দিয়ে ওগুলো পাহাড়ী উপত্যকা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে তা জানি না।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল বেনন। সন্দেহ নেই কিছু একটা জানার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল রাস্টি, নাহলে লোকগুলো ওকে মেরে ফেলার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত না। তারা কী ভেবেছে অনুসরণ করে গন্তব্য জেনে ফেলেছে রাস্টি? সেজন্যই কী চিন্তিত হয়ে পড়ে? নাকী রাস্টি একমাত্র লোক যে তাদের অপরাধ প্রমাণের মতো সূত্র পাবার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল?

ছোট উপত্যকায় অস্থির হয়ে পায়চারি করল বেনন। চিন্তিত লাগছে ওর। রাস্টি রওনা হওয়ার মতো সুস্থ নয়। কিন্তু এখান থেকে সরে পড়া দরকার। রাস্টি যা ভাবছে লেনি আর্থার যদি তেমনি বিপজ্জনক লোক হয়ে থাকে তাহলে রাস্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার ঝুঁকি সে কিছুতেই নেবে না। রাস্টিকে খুঁজে পেয়ে শেষ করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ শিকার থামবে না। তারমানে, আগে হোক পরে হোক, এই জায়গাটা তারা খুঁজে বের করে ফেলবেই। তারপর ওদের কোণঠাসা শেষে খতম করে দিতে বড়জোর কয়েক ঘণ্টা।

সময় কাটছে না। বসে বসে কয়েকটা ফাঁদ বানাল বেনন, বিভিন্ন জায়গায় রেখে এলো। এক ঘণ্টার ভেতরে ধরা পড়ল দুটো খরগোশ আর একটা সেজ মুরগি। ওগুলো নিয়ে ফিরে এলো ও, ফেরার সময় লক্ষ করল ঝর্নার পাড়ে সিলভার উইড জন্মেছে। রোস্ট করবার জন্য কয়েকটার মূল তুলে নিল। ক্যাম্পে ফিরে আগুন জ্বালল ও, যত্ন করে রাঁধতে বসল। রাস্টির যখন আবার ঘুম ভাঙল, খিদেয় পেট জ্বলছে তার। রাক্ষসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্টি খাবারের ওপর। ভ্রূ কুঁচকে বন্ধুর খাওয়া দেখল বেনন, বিড়বিড় করে বলল, 'ভাব দেখে মনে হয় চিন্তা করছ জীবনে এ-ই শেষ খাওয়া।'

'হতে পারে,' দার্শনিক মন্তব্য করল রাস্টি। পেট পুরে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে শরীরে শক্তি ফিরে পেয়েছে। 'লেনি আর্থার লোকটা হাড্ডির মতো শক্ত।' চট করে বেননের দিকে তাকাল রাস্টি। 'ব্যাগলের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। দেখা হবে কী করে, ও তো এখন বউয়ের চাকর খাটছে। কেন, এদিকে ওর আসার কথা নাকী?'

'তুমি যেখানে র‍্যাগলেও সেখানে চলে আসে, আগেও খেয়াল করেছি। মনে হয় দেখা মিলবে ওর।'

হাসল বেনন। 'এদিকে ঝামেলা হচ্ছে আর আমরা তাতে জড়িয়ে পড়েছি না জানলে আসবে না ও। তবে যদি জানে তাহলে বউকে উল্টোপাল্টা কিছু বুঝিয়ে দিয়ে ঠিকই ভেগে আসবে। চেনোই তো ওকে।'

ধীরে ধীরে ঘনাচ্ছে অন্ধকার। ক্রমেই অস্থিরতা বাড়ছে বেননের। জ্বর বেড়ে গেছে রাস্টির, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছে। সেজ মুরগির সুপ করে রাস্টিকে খাওয়াল ও। নিজে কফি নিল।

জাড ক্রুসের লোকের অভাব তো আছেই, তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো পড়ে আছে পা ভেঙে বিছানায়। ওর দিক থেকে সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। জাডের রেঞ্জের শেষ প্রান্তে আছে ওরা এখন। রাস্টি রাসলারদের অনুসরণ করে এখানে এসেছিল। এখন রাস্টির প্রচুর বিশ্রাম দরকার, কিন্তু তার আগে দরকার ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। নিরাপদে পাহাড় থেকে বেরিয়ে শহরে যেতে পারলে ভাল হয়। এমন কোন শহরে যেতে হবে যেখানে সহসা লেন আর্থারের লোকজনের চোখে পড়তে হবে না। পুবে আছে চার্লসটন শহরটা। কিন্তু আসতে আসতে পথে যা শুনেছে ও, তাতে বুঝতে দেরি হয়নি ওটা আউট-লদের শহর। পরিস্থিতি সবসময় অস্থির।

ওই শহরের কেউ যদি ওর অস্থায়ী রেঞ্জার পরিচয় জানে তাহলে পেছন থেকে রাইফেলের এক গুলিতে খতম করে দিতে দ্বিধা করবে না। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় এমন যে-কাউকে খুন করতে বাধবে না আউট-লদের। চার্লসটনে ঢুকে জীবিত বেরিয়ে আসতে পারবে পশ্চিমে এমন শেরিফের সংখ্যা হাতে গোনা। তবে তারাও ঝুঁকি নিতে যায় না।

গরুচুরির সূত্র খুঁজতে হলে চার্লসটনে হয়তো যেতে হবে। কিন্তু সেটা পরের ব্যাপার। আগে রাস্টির সুস্থ হয়ে ওঠা জরুরী। আহত রাস্টিকে নিয়ে চার্লসটনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অন্যান্য শহর বড় বেশি দূরে। তার মানে একটাই—কোন নির্জন র‍্যাঞ্চে আশ্রয় নিতে

হবে, অথবা খুঁজে বের করতে হবে লুকিয়ে থাকবার মতো গোপন কোন আস্তানা।

তিন

রাতে রাস্টির পাশে কম্বল পেতে শুলো বেনন, পূর্ণ সজাগ। শুনছে কান পেতে, খোলা চোখ উদাস হয়ে আকাশের সহস্র নক্ষত্র দেখছে। কয়েকবার রুমাল ভিজিয়ে রাস্টির কপালে দিল ও। ওর পক্ষে যতোটা সম্ভব ততোটা সেবাই করছে। আসলে এখন রাস্টির দরকার কোন মহিলার কোমল আন্তরিক সেবা।

একবার হাঁটতে গিয়েছিল, ওর মনে হলো বড় বেড়ালের আকৃতি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। বারকয়েক ডাকল একটা শিকারী পেঁচা। ক্যানিয়নের মুখে থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে। ঝোপের ভেতরে ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করল। ডেকে উঠল একটা রাতজাগা পাখি। দীর্ঘ গাছের সারির ফাঁক দিয়ে শিরশিরে আওয়াজ তুলে বয়ে যাচ্ছে মৃদু বাতাস।

ভোরেই ঘুম ভাঙল রাস্টির, বেননের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাজি ধরতে পারি সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছ। এবার ঘুমাও। দেখে মনে হচ্ছে টলে পড়ে যাবে।'

জবাব দিল না বেনন, কম্বলে শুয়ে পড়ল। ঘুমে তলিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। রাস্টি একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘুমন্ত বেননকে দেখল। মানুষ কী ওর চেয়ে ভাল বন্ধু পায় কখনও? জাডের র‍্যাঞ্চে এসে বিপদে পড়ার পর থেকে বেননের জন্য মনটা অস্থির হয়ে পড়েছিল। মন বলছিল কেউ যদি এই সমস্যা থেকে জাডকে উদ্ধার করতে পারে তো সে রক বেনন। আগেও বহু বিপদ উৎরে গেছে বেনন। ওর ভেতরে কী যেন একটা আছে, এতো সহজ-সরল, কিন্তু শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে।

ক্লিফগুলোর গায়ে চোখ বুলাল রাস্টি। নিজেরই বিশ্বাস হতে চায়

না আহত এবং অর্ধঅচেতন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত ও ওখান থেকে নেমে আসতে পেরেছে, কাহিনীটা বলবার জন্য বেঁচে আছে এখনও। অবশ্য বেনন ঠিক সময়ে এসে হাজির না হলে এতোক্ষণে শকুনের খাবার হয়ে যেতে হতো।

আক্রমণ আসার আগে যে ট্রেইলে ছিল সেটার কথা মনে পড়ল ওর। দলে অন্তত তিরিশটা গরু ছিল। দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওগুলোকে। একজন কাউবয়ও ওর পরিচিত ছিল না, ঈশ্বর জানেন কোথায় গরুগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল তারা। ওর সন্দেহ হয়েছিল ওগুলো ফোর স্কয়ারের গরু, নতুন করে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। প্রমাণ করতে পারলে দু'দশজনকে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দিতে ওই তিরিশটা চোরাই গরুই যথেষ্ট ছিল।

লোকগুলো এখন ওকে খতম না করে ক্ষান্ত দেবে না। পরে জানতে পারে অপরিচিত রাইডারদের হাতে গরুগুলো তুলে দেওয়ার আগে ওই দলটার মাঝে গ্র্যাট নামের এক পাঞ্চার ছিল। তার ঘোড়ার খুরের চিহ্ন চিনে নেয় ও, অনুসরণ করে পৌঁছে যায় লেনি আর্থারের রেঞ্জে।

রাইফেলটা চেক করল রাস্টি, ওটায় গুলি ভরা আছে দেখে আপনমনে হাসল। আগুনে শুকনো কাঠি যোগ করল ও, জায়গায় বসে থেকেই কফির পানি চড়াল। কফি ফুটতে শুরু করেছে এমন সময়ে চোখ মেলল বেনন।

কথা হলো না। কফি শেষ করে পরীক্ষা শেষে কোমরে অস্ত্রের বেল্ট ঝোলাল বেনন, উরুতে সিক্সগান বেঁধে নিল। এবার মুখ খুলল, 'আজকে তোমাকে অনেকটা সুস্থ লাগছে দেখতে। তোমাকে ভাবছি এখানেই রেখে যাব। যা দেখলাম তাতে মনে হয়েছে এখানে কয়েক বছরের ভেতর আসেনি কেউ। এখন যদি আসে তাহলে তাদের জন্য তুমি প্রস্তুত থাকতে পারবে। গাছ আর পাথরগুলো তোমাকে যথেষ্ট কাভার দেবে। হাতে রাইফেল রাখলে ধারেকাছে আসার আগেই খতম হয়ে যাবে ওদের বেশিরভাগ লোক।'

'তুমি যাচ্ছ কোথায়?' ভ্রূ কুঁচকাল রাস্টি।

'তোমার জন্য একটা ঘোড়া আনতে। হেঁটে এখান থেকে বের হতে পারবে না তুমি। আমি চাই না আমার ঘোড়াটার পিঠে তোমার ভারী লাশ তুলতে।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ বের হলো রাস্টির। স্যাডলে চেপে বসল বেনন, রওনা হয়ে গেল। ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে এসে পাথরের ভেতর দিয়ে এগোল, যাতে কোন চিহ্ন না থাকে। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখল, ও যে এসেছে তার কোন চিহ্নও নেই কোথাও।

একঘণ্টা পরে তাজা ট্র্যাক চোখে পড়ল ওর। বেশ কয়েকজনের। এরাই রাস্টিকে হন্যে হয়ে পাহাড়-উপত্যকা আর ক্যানিয়নে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ট্র্যাক বলছে বড়জোর একঘণ্টা হবে লোকগুলো গেছে এখান দিয়ে। পাহাড়ী পথে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নেমে গেছে। সাবধানে অনুসরণ শুরু করল বেনন। বেশিদূরে যেতে হলো না।

বিরাট একটা কার্নিশ আকৃতির গ্র্যানিট পাথরের নিচে আগুন জ্বেলেছে লোকগুলো। চারজন। রাস্টির দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী একজনকে পরিষ্কার চিনতে পারল ও। গ্র্যাট লোকটা আছে এদের দলে। বিশালদেহী শক্তপোক্ত গড়ন আর রুক্ষ চেহারার গ্র্যাট পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে।

হেঁড়ে গলা লোকটার। 'আমি বলছি মরে ভূত হয়ে গেছে লোকটা। হয় মরেছে নয়তো এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে।'

'ব্রীডকে কেউ এখানে আক্রমণ করেছিল,' বলল বুচ লভি। 'তবে আমার ধারণা যাকে আমরা খুঁজছি কাজটা তার নয়। কিন্তু তাতে কী যায় আসে! র‍্যাঞ্চে ফিরলেই বেড়া দেয়া আর গরু ব্র্যান্ডিঙের কাজে আমাদের লাগিয়ে দেবে লেনি। এই যে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এটা অনেক বেশি আনন্দের।'

দলে কালেন ছাড়াও রেটও আছে, আড়াল থেকে দেখল বেনন। পোড়ামুখো আরেকজনকেও চিনতে পারল। লোকটার মাথায় অদক্ষ হাতে তৈরি ব্যান্ডেজ, তারওপর হালকা করে হ্যাট চাপিয়েছে। এ হচ্ছে সেই তস্কর, যে ওর ঘোড়া চুরি করে ভাগছিল।

টিলা ঘুরে লোকগুলোর পেছনে চলে এলো বেনন, ঘোড়া বেঁধে রেখে গাছের ফাঁক দিয়ে এগোল রাসলারদের ক্যাম্পের দিকে। দু'চারটা বাক্য কানে এসেছে ওর, আরও শোনা দরকার। তবে তারচেয়েও বেশি দরকার ওর রাসলারদের একটা ঘোড়া। লোকগুলো যেখানে আয়েস করে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে তার চেয়ে বিশ গজ দূরে খানিক নিচে ঝোপঝাড়ের ভেতরে বেঁধে রেখেছে ঘোড়াগুলো। একটা বে বেননের পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু আরেকবার চিন্তা করে ধূসর রঙের

একটা ঘোড়া বাছল ও। বেটা দূর থেকে ওর সোরেলের মতো লাগবে। মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। রাস্টি যতোক্ষণ আহত ততোক্ষণ কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

গভীর মনোযোগে লোক চারজনকে দেখল বেনন। চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় নীচ মনের বদমাশ লোক এরা। পিঠে ছুরি বসাতে বাধবে না কারও। প্রত্যেকেই তাদের সিক্সগান উরুর সঙ্গে নিচু করে বেঁধেছে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করতেও জানে। লেনি আর্থার যদি রাসলিঙের কাজে এদের লাগিয়ে থাকে তাহলে ঠিক লোকই বেছেছে। সহজে হার মানার লোক নয় এরা। বিনা লড়াইয়ে পরাজয় মানবে না।

কিছুক্ষণ কথা বলল না কেউ। ব্রুচ লভি সমব্রেরোর ওপরে মাথা রেখে আরাম করে শুয়ে পড়েছে পাতার নরম বিছানায়। সিগারেটে কষে টান দিয়ে নীল আকাশ আর অলস ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে তাকাল।

'বস্ বলেছে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে আজকে টাসকোটালে যাবে। আমাকে না নিলে বাঁচি। সারামাসে মাত্র আজকে একটু বিশ্রামের সুযোগ পেলাম।'

'মদ খেতে যেতে পারি আমি,' বলল কালেন। 'ভাল লাগছে না আর ঘোড়া দাবড়াতে, গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে।'

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সতর্ক পায়ে ঘোড়াগুলোর কাছে চলে এলো বেনন, এবার এগোল অতি ধীরে। ধূসর ঘোড়াটার দড়ি এখন ওর হাতের নাগালে। চট করে মুখ তুলল ঘোড়াটা, সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে আদুরে গলায় কথা বলতে শুরু করল বেনন, ঘোড়াটাকে ভাই-চাচা কিছু বলতে বাকি রাখছে না। কৌতূহলী দৃষ্টিতে বেননকে খানিক দেখে কাছে সরে এলো ধূসর ঘোড়া। ওটার কাঁধে আঁচড় কাটল বেনন, বুকে হাত বুলিয়ে দিল। আরাম পাচ্ছে ঘোড়াটা। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। সাবধানে দড়ি খুলে শামুকের গতিতে ওটাকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকল বেনন, বেঁধে রেখে ফিরে এলো আবার, অন্য ঘোড়াগুলোর দড়ি খুলে দিল। সরে পড়ার জন্য বোধহয় ঘোড়াগুলো তৈরি হয়েই ছিল, আস্তেধীরে নিজেদের পছন্দ করা পথে রওনা হয়ে গেল ওগুলো।

অ্যাপালুসায় উঠে ধূসরটার দড়ি ধরে এগিয়ে চলল বেনন, ইচ্ছে

করেই ট্রেইলে উঠে এলো, ওর ট্র্যাক মিশিয়ে দিল অন্যগুলোর সঙ্গে। এবার সরে এলো পথ থেকে, বেছে বেছে পাথুরে জমির ওপর দিয়ে যাচ্ছে এখন, আধমাইল পেছনে লোকগুলোকে ফেলে আসার আগে থামল না।

এভাবে কয়েক মাইল এগোনোর পরে জঙ্গলে ঢুকল, গাছের ফাঁকে পথ করে নিয়ে ফিরে চলল ক্যানিয়নটার দিকে। বারকয়েক হঠাৎ বাঁক নিল, ঘুরে ঘুরে সরে গেল টিলার রাজ্যের দিকে। সন্ধে হয় হয় এমন সময়ে ক্যানিয়নে পৌঁছুল ও।

ওকে দেখে হাসল রাস্টি, বলল, 'আসতে দেখেছি তোমাকে। সঙ্গে ঘোড়াও এনেছ দেখছি!'

'ঘোড়াই তো আনব!' গোমড়া মুখে বলল বেনন। 'কী আশা করেছিলে, গরু নিয়ে আসব? অবশ্য গরু আনলেই চড়তে সুবিধে হতো তোমার।'

'হোহ্!' ধমক দিল রাস্টি। 'যেকোনকিছুর ওপর স্যাডল চাপিয়ে দাও না, রাইড করে দেখিয়ে দেব কেমন আরোহী আমি! ভুলে যেয়ো না বুনো ঘোড়ার পিঠ থেকে কয়েকবার মাটিতে চুমু খেতে দেখেছি তোমাকে আমি। কোনবারই স্বইচ্ছায় নয়।'

'বাজে কথা বাদ দাও,' গম্ভীর চেহারা করল বেনন, প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। 'কী মনে হয়, স্যাডলে উঠিয়ে দিলে বসে থাকতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই!' হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রাস্টি। 'একবার শুধু হাতে স্যাডলটা ধরিয়ে দাও, নিজে উঠে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'ঘোড়ার লাথি খেয়ে মরো আর কী!'

শুনল না রাস্টি, স্টিরাপ আঁকড়ে ধরে শরীরটা টেনে তুলল স্যাডলে। বসবার পর মুচকি হেসে বলল, 'একটা সময় মনে হয়েছিল জীবনে আর কখনও ঘোড়ায় চড়তে পারব না। ওরা আমাকে ঠিকই মেরে ফেলবে।'

'চলো তাহলে।'

অ্যাপালুসা নিয়ে আগে আগে চলল বেনন। দু'জনই সতর্ক, ঘোড়ার খুরের চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না। ক্যানিয়নের সামনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে উত্তরের পাহাড়ের দিকে এগোল ওরা। সময় যতো বেশিই লাগুক, যতো পথই বাড়তি যেতে হোক, কোন ঝুঁকি নিতে বেনন রাজি নয়। আপাতত লড়াই করবার অবস্থায় নেই রাস্টি।

বন্ধুর দিকে তাকাল বেনন। 'লেনি আর্থারের ব্যাপারে কতোটা জানো তুমি, বুড়ো গাধা?'

'জাড যা বলেছে তার বেশি কিছু না। লোকটা চার বছর আগে এখানে এসেছে। সঙ্গে ছিল দু'জন রাইডার। ছোট একপাল গরু কেনে নগদ টাকায়। যে বিক্রি করেছিল সে-লোকটা বিক্রির পরপরই শহর ছাড়ে। এক বছর পরে তার দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায় ক্রুনেডউয়ের কাছে। কঙ্কাল আর কয়েক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। বুট জুতো আর লেদার জ্যাকেটের কয়েকটা চিঠির মাধ্যমে লোকটাকে চেনা যায়।

'তখনই কেউ ব্যাপারটার তাৎপর্য বোঝেনি, জাডও সন্দেহ করেনি কিছু। তবে পরে ওর সন্দেহ হয়, র্যাঞ্চারকে হয়তো অনুসরণ করা হয়েছিল, পরে মেরে ফেলা হয়।

'র্যাঞ্চিং শুরু করল লেনি আর্থার, প্রথম বছরে শহরে প্রায় যায়নি বললেই চলে। শহরে যেত শুধু রসদের জন্য, তাও এমন ব্যবহার করত যেন স্মিতভাষী শান্তিপ্রিয় এক র্যাঞ্চার সে। তারপর কঠোর চেহারার দুই গানম্যান শহরে এসে তার খোঁজ করল। সবাই ভেবেছিল লেনিকে তারা খুন করতে এসেছে। কিন্তু তা নয়, লেনির ওখানে কাজ নিল তারা। দু'জনের একজন গ্র্যাট, সে এখনও আর্থারের চাকরি করছে। অন্যজন কালেন। লেনি আর্থারের খাতির হয়ে গিয়েছিল দুর্ধর্ষ স্প্রিঙ্গার আউটফিটের সঙ্গে। তবে গ্র্যাট আসার আগে ঝামেলা শুরু হয়নি।

'এবার র্যাঞ্চাররা টের পেল তাদের গরু চুরি যাচ্ছে। অনেক কথাই রটতে শুরু করল। কারও কারও সন্দেহ লেনি আর্থারকে। এরপর লেনি আর্থার জানাল যে তার গরুও চুরি হচ্ছে। শুধু বলেই ক্ষান্ত হলো না, শেরিফের কাছে সে এব্যাপারে অভিযোগও করল। তদন্ত শুরু করল শেরিফ, কিন্তু গরু চুরি ততোদিনে বন্ধ হয়ে গেছে। হাল ছেড়ে দিল শেরিফ। তার পরপরই থ্রি এফ র্যাঞ্চ টের পেল তাদের অনেক গরু গায়েব হয়ে গেছে।'

'বক্স ফোর ব্র্যান্ডটা কালো একটা চৌকো দাগ, পাশে চার লেখা। বক্সের আকৃতিটা এমনই যে আর সব ব্র্যান্ডিং ঢেকে দিতে পারে,' বলল বেনন। 'অন্যসব র্যাঞ্চের কি হাল?'

'গরু হারাচ্ছে তারাও। বেন নামের এক র্যাঞ্চার একথা বলতে

শুরু করেছিল। এমনকি গ্র্যাটের উপস্থিতিতে মীটিঙেও একথা বলে সে। গ্র্যাট প্রতিবাদ করে, বলে যে লেনি আর্থারের আউটফিটকে যদি চোর বলবার চেষ্টা করা হয় তাহলে বলতেই হয় যে বেন একটা মিথ্যেবাদী।'

'তারপর বেন সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াল?'

'মনে হয় ওর ইচ্ছে ছিল না। শোনা কথা, কিন্তু বেন বলে যে সে শুধু সম্ভাবনার কথা বলছে। গ্র্যাট তাকে আবারও মিথ্যেবাদী বলে অভিহিত করে। এরপর সিক্সগানের দিকে হাত না বাড়িয়ে বেনের কোন উপায় ছিল না। অস্ত্রটা বেরও করতে পারেনি সে, গ্র্যাট তার কপাল ফুটো করে দেয়।'

'তারপর থেকে কেউ লেনি আর্থারের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে না, এই তো?'

'হ্যাঁ। লেনি আর্থার এমন কোন কাজ করছে না যে তাকে সন্দেহ করা যায়। দুয়েকজন ছাড়া বাকিরা মনে করে সে সৎ একজন র‍্যাঞ্চার। যারা সন্দেহ করে তারাও লেনের র‍্যাঞ্চের ধারেকাছে যায় না, আর চোর বলবার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

চার

অখুশি হওয়ার কোন কারণ ঘটেনি লেনি আর্থারের। রীতিমতো তৃপ্তি বোধ করছে সে। গত সাত মাসের রাসলিঙে তার লোকেরা আশেপাশের র‍্যাঞ্চগুলো থেকে এক হাজারেরও বেশি গরু সরিয়েছে। এক হাজারের মধ্যে পঞ্চাশটা বাদে আর সব গরু ইতিমধ্যেই পাচার হয়ে গেছে তার উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যাঞ্চে।

মাত্র ছয়জন পাঞ্চার রাসলিং করছে, কাজেই তাদের লাভের ভাগ খুব কমই দিতে হয়েছে। ছয়জনের একজনও জানে না গরুগুলো সে কিভাবে এবং কোথায় সরিয়েছে। ট্রেইলের একটা নির্দিষ্ট জায়গায়

পৌঁছুনোর পরে অপরিচিত পাঞ্চাররা গরুর দায়িত্ব বুঝে নেয়। শুধু এখানেই সতর্কতার শেষ নয়, এরপর তারা গরু নিয়ে প্রথমে উত্তরে যায়, তারপর যায় পশ্চিমে। মাত্র একটা পালের চিহ্নই চোখে পড়েছিল রাস্টি ফেরিসের। গরুগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল নগদ টাকায় বিক্রির জন্য। যাচ্ছিল পশ্চিম মন্ট্যানার মাইনিং ক্যাম্পে। ওগুলো বিক্রির বেশিরভাগ টাকাই গেছে ছয় রাইডারের ভাগে। তাতে কিছু যায় আসে না। নিজের লাভ ঠিকই বোঝে সে।

বারান্দায় গদিমোড়া চামড়ার দামী আরামদায়ক চেয়ারে বসে পরিস্থিতি উল্টেপাল্টে দেখছে লেনি আর্থার। ভাঙা পা নিয়ে পড়ে আছে জাড ক্রস, তবে সেরে উঠবে শীঘ্রি। বড় ধরনের গরু সরানোর কাজে যদি হাত দিতে হয় তাহলে এখনই উপযুক্ত সময়। রাস্টি ফেরিস নামের উটকো ঝামেলাটা দূর হয়েছে, একমাত্র সে-ই যা জানার জানত, সে দূর হওয়ায় লোকে ধারণা করবে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে লোকটা।

মনটা ফুরফুর করছে আর্থারের। সহজে নির্বিঘ্নে কারও সন্দেহের উদ্রেক না করেই সমস্ত কাজ সারা যাচ্ছে। গ্র্যাটের হাতে বেন নরম্যান মারা যাওয়ায় সামান্য কথা চালাচালি শুরু হয়েছিল, কিন্তু সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ন্যায্য লড়াইয়ে বেন নরম্যান মারা পড়েছে। গ্র্যাটকে সবাই লড়াকু লোক মনে করলেও সন্দেহ করছে না কেউ। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু গরু চুরি যাচ্ছে, নিজেই শেরিফকে অভিযোগ জানাচ্ছে সে, আবার একথাও বলছে, হয়তো পানির অভাবে গরু মারা পড়ছে, অথবা দূরে চলে গেছে বা হিংস্র বুনো জন্তুর পেটে যাচ্ছে।

দীর্ঘদেহী লোক লেনি আর্থার, সামান্য কুঁজো। সরু কাঁধ দুটো গোলাকার। চেহারাটা লম্বাটে আর বিষণ্ন, বিরাট নাকটার দু'পাশে কাছাকাছি বসানো কুতকুতে ছোট-ছোট চোখে বরফ-শীতল দৃষ্টি। চওড়া চোয়াল দেখতে বিদঘুটে লাগে। গায়ের রং রোদে পোড়া স্যাডলের চামড়ার মতো বাদামী। হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, মুঠোর হাড়গুলো বেরিয়ে আছে। এখন পাইপ টানছে সে আয়েস করে।

দেখে তাকে শিক্ষিত লোক বলে মনে হোক তা হয়তো চায় না লেনি আর্থার, কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষিত সে, যৌবনের শুরুতে অনেক বড় কেউ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন পথে যাত্রা শুরু করেছিল। বিরাট বিরাট পরিকল্পনা ছিল তার, তবে সবসময়েই সেসব পরিকল্পনা ছিল

ঝোপ বুঝে কোপ মেরে ফায়দা লুটে নেওয়ার জন্য। আজ চল্লিশ বছর বয়সে মনটা তার তিক্ত হয়ে গেছে, সর্বক্ষণ দুনিয়াকে দোষ দিচ্ছে সে কাঙ্ক্ষিত বিরাট সাফল্য তার আসেনি বলে। ভুলেও কখনও সে ভাবে না নিজের দোষেই সে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। শুরুতেই বিরাট কিছু হওয়ার ইচ্ছে যাদের থাকে তাদেরই একজন সে। কিন্তু বিরাট কিছু হওয়ার ক্ষেত্রে যে পরিশ্রম দেয়া জরুরী তা সে কখনও দিতে চায়নি। সবসময়েই তার মনে হয়েছে সৎ পথে ওপরে ওঠবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

ছাব্বিশ বছর বয়সে প্রথম আইন ভাঙে সে। সঙ্গে ছিল দু'জন হার্ডকেস। তারা তাকে বোঝায় একটা স্টেজ লুট করলে প্রচুর টাকা হাতে এসে যাবে। রাজি হয়ে যায় সে। তবে কাজে নেমে ভজকট প্যাকিয়ে ফেলেছিল। মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা এক যাত্রীকে নার্ভাস হয়ে গুলি করে মেরে ফেলে সে।

সঙ্গীদের অবহেলা আর বিদ্রূপের মুখে সাঙ্ঘাতিক রেগে যায় সে। দুইজনের একজন যখন ক্যাম্প থেকে দূরে গেল তখন অন্য লোকটাকে সে পেছন থেকে খুন করে ফেলে, তারপর সমস্ত টাকা নিয়ে ভেগে যায়। মোট ছয়শো ডলার ছিল তার কাছে। টাকাগুলো কাজে লাগিয়ে বড় কিছু করবার চেষ্টা করতে গিয়ে সবই খোয়ায় সে।

পরবর্তী বছরগুলোয় সে স্টেজ ড্রাইভার, বাফেলো হান্টার, গরু-ক্রেতা এবং রাসলারের কাজ করে। তখনও সে আশা ছেড়ে দেয়নি, অপেক্ষা করছিল তার যোগ্যতা দেখে কেউ বড় কোন পদে তাকে নিয়োগ দেবে, হাতে আসবে প্রচুর টাকা, অথবা এমনও হতে পারে তাকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে মারা পড়বে কোন বিরাট বড়লোক। কিন্তু কিছুই তার আকাঙ্ক্ষা মতো হয়নি। ততোদিনে অনেক শিখেছে সে দুনিয়া সম্বন্ধে। এবার সত্যি যৌক্তিক মন নিয়ে কাজে হাত দিল সে।

ততোদিনে কঠিন লোক হিসেবে তার নাম ছড়িয়ে গেছে। গানফাইটে ক্যান্ডওয়েল আর ডেনভারে দু'জন লোক খুন করল সে। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে গেল তার হাতে মারা পড়েছে অন্তত কয়েক ডজন গানম্যান। কা

এরপর কপাল খুলল আর্থারের, এক পোকার খেলায় কয়েক হাজার ডলার জিতল সে, চলে এলো এখানে, ছোট একটা র‍্যাঞ্চ আর

কিছু গরু কিনে ব্যবসা শুরু করল।

খুবই সাবধানে সতর্কতার সঙ্গে নিজের এতোদিনের পোষণ করা বিরাট কেউ হওয়ার পরিকল্পনা সফল করবার জন্য কাজ শুরু করল।

সামান্য সামান্য করে রাসলিং শুরু করল সে। নিজের গরুর পাল বড় হতে দিল না, কিছু কিছু করে বিক্রি করল। যে নিয়মে সে চলছিল তাতে রাসলিং না করলেও নিজের গরু বিক্রি করেই কয়েক বছরের মধ্যে সে সচ্ছল হতে পারত। কিন্তু ততোদিন দেরি করবার কোন ইচ্ছে তার নেই।

উত্তরে একবার কাজে গিয়েছিল সে, ওখানে ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ের ভেতরে একটা উপত্যকা খুঁজে পায়। একটা কেবিন তৈরি করে সে ওখানে, বেছে বেছে খাওয়া-পরা পেলেই খুশি এমন কয়েকজন কাউবয়কে কাজে নেয়। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কিছু গরু আর ছয়টা ঘোড়া কেনে তারপর।

নতুন র‍্যাঞ্চের কাজ শুরু করবার আগেই স্থানীয় র‍্যাঞ্চার হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি পেয়ে গেছে সে টাসকোটালে, কিন্তু কেউ জানল না আরেকটা র‍্যাঞ্চ করেছে সে। এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বদস্বভাব দেখে ছয়জন কাউবয়কে কাজে নিল সে টাসকোটালের র‍্যাঞ্চে কাজ করবার জন্য, তারপর শুরু করল রাসলিং। পরবর্তী সাতমাসে টাসকোটালের র‍্যাঞ্চে স্বাভাবিক ভাবে বাড়ল গরুর সংখ্যা, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যাঞ্চে তখন চরছে অন্তত এক হাজার গরু। ওই র‍্যাঞ্চে বাধ্য হয়ে আরও চারজন লোক নিয়োগ দিতে হলো তাকে।

সহজেই অধৈর্য হয়ে পড়া তার স্বভাব। এতোদিন সে সাবধানে অল্প অল্প করে গরু চুরি করেছে। ঝুঁকি না নিয়ে করেছে যা করবার। রাস্টি ফেরিস আসার আগে কেউ তাকে ঘুণাক্ষরেও রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেনি। কারও সন্দেহের শিকার হতে হয়নি তাকে। সবগুলো র‍্যাঞ্চ থেকে এতো অল্প অল্প করে সে গরু সরিয়েছে যে অনেক র‍্যাঞ্চারই এখনও নিশ্চিত নয় যে সত্যি এই এলাকায় রাসলিং হচ্ছে। এবার কাজের গতি বাড়ানোর সময় এসেছে। সান ফ্র্যান্সিসকো যেতে চায় সে, ঝিলমিলে আলোয় আরাম আয়েসে জীবন কাটাতে চায়। সবচেয়ে সহজে উদ্দেশ্য পূরণের একটা মাত্র উপায় আছে। ফোর স্কয়ার র‍্যাঞ্চ থেকে প্রচুর গরু সরিয়ে বিক্রি করে দিতে হবে।

উঠানে এসে ক্লান্ত ঘোড়াটা থেকে নামল গ্র্যাট। স্যাডলটা খুলে নিয়ে জন্তুটাকে করালে রাখল, তারপর দুপদাপ পা ফেলে এসে উঠল বারান্দায়। প্যান্টের পায়ায় বাড়ি মেরে হ্যাট থেকে ধুলো ঝাড়ল।

'খুঁজে পেলাম না শালাকে। মনে হলো যেন গায়েব হয়ে গেছে।'

'টহল দেয়া বন্ধ করা হয়নি তো?' তীক্ষ্ণ শোনাল আর্থারের গলা।

'না। তুমি যেমন বলেছিলে তেমনি সমস্ত ট্রেইল আর ওয়াটারহোলে চোখ রাখা হচ্ছে। অ্যারাগনের ছোকরাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।' গ্র্যাট চেপে গেল যে সে এবং তার সঙ্গীরা সারা বিকেল ধরে হতক্লান্ত হয়ে রহস্যময় ভাবে ছুটে যাওয়া ঘোড়া ধরতে ব্যস্ত থেকেছে। এটাও বলল না যে ব্রীডের মাথায় বাড়ি দিয়ে আলু বানিয়ে দিয়েছে এক আগন্তুক। 'আশা করি আগামীকালের মধ্যে রাস্টি ফেরিস ধরা পড়বে। মরে গিয়ে থাকলে লাশটা পাওয়া যাবে।'

'লাশ পেলেই ভাল। ঝামেলা চুকেবুকে যাবে।'

'ওর সোরেলটা পাওয়া গেছে। কেশরে রক্ত লেগে ছিল। গুরুতর আহত হয়েছে লোকটা, ছেলেরা ধাওয়া করে তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। চিন্তার কথা হচ্ছে জায়গাটা এমনই গোলকধাঁধার মতো যে কোথায় মরে পড়ে থাকবে হয়তো খোঁজই পাওয়া যাবে না।'

ভ্রূ কুঁচকাল লেনি আর্থার। 'খুঁজে বের করতে হবে। আমি নিশ্চিত হতে চাই যে লোকটা সত্যি মরেছে। ও আগে যে র‍্যাঞ্চে কাজ করত সেখানে অনেক বন্ধু আছে ওর। তারা সবাই মারকুটে লোক। বেঁচে থাকলে লোকটা হয়তো তাদের ডেকে পাঠাবে। আমি চাই না তেমন কিছু হোক।'

মনে মনে সায় দিল গ্র্যাট। সত্যি লোকটা বিপজ্জনক। এতোদিন নির্বিঘ্নে কাজ করে আর্থারের কাছ থেকে সম্মান অর্জন করেছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাক তা চায় না সে। নিজেও সে চায় বড় মাপে রাসলিঙের কাজ শুরু করতে, তবে আর্থারের পরিকল্পনা শুনে বুঝতে পেরেছে বসের কথা অনুযায়ী চললেই বেশি লাভবান হবে।

'ট্রেইলে কাউকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল আর্থার। 'টাসকোটালের কেউ?'

'না, কারও ছায়াও দেখিনি।' একটা সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝুলিয়ে তাপ-প্রবাহে কাঁপা উপত্যকার দিকে তাকাল গ্র্যাট, সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ড্রাইভ শুরু করবে ভাবছ?'

'হুম। জাড ক্রুসের মোটাতাজা গরুগুলো এখনও ওই ক্যানিয়নেই আছে। তিনশোর বেশি হবে তো কম হবে না।'

'এতোক্ষণে একটা কাজের কথা বললে,' হাসল গ্র্যাট। 'ঠিক মতো কাজে নামলে তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা হাজার খানেক গরু বিক্রি করতে পারব। আরও এক হাজার বিক্রির আগে ওরা টেরও পাবে না কী হচ্ছে। ততোদিনে সরে পড়তে পারব আমরা।'

'ঠিকই বলেছ। আগামীকাল রাতের জন্য প্রস্তুতি নাও। ছেলেদের ডেকে বলো বিশ্রাম নিয়ে নিতে। উত্তরে যাব আমরা এবার, তিরিশ মাইল না পেরিয়ে থামাথামি নেই। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর আরও বিশ মাইল। গরুগুলো ক্লান্ত থাকলে সহজেই সামলানো যাবে।'

'আচ্ছা!' একটু ইতস্তত করল গ্র্যাট, তারপর বলল, 'কালেন জিজ্ঞেস করছিল শহরে সে তোমার সঙ্গে গেলে কোন অসুবিধে আছে কী না। সে আর স্লিম হাওয়ার্ড...'

'না।' কড়া শোনাল আর্থারের গলা। 'তুমি ভাল করেই জানো আমি চাই না তোমাদের কারও সঙ্গে হাওয়ার্ডদের কাউকে দেখা যাক। বদনাম আছে ওদের; ওদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেশা যাবে না। কালেন যদি যেতে চায় তাহলে একা যেতে পারে, স্লিমের সঙ্গে নয়।...আর কালেন যদি যায় তাহলে মুখ বন্ধ রাখতে হবে তাকে। মদ খেলে বড় বেশি বকবক করে লোকটা।'

শ্রাগ করল গ্র্যাট। 'আমাকে বলতে বলেছিল, তাই বললাম।'

'বলাটা উচিত হয়নি। নিজেরই তোমার বোঝা উচিত ছিল। গত মাসেই স্লিম প্রায় বিনা কারণে একজনকে খুন করেছে শহরে। ওদের কারও সঙ্গে মেশা মানে চোখে আঙুল দিয়ে লোকদের বোঝানো যে আমরাও ওই একই রকম মানুষ।'

চলে গেল গ্র্যাট, করাল থেকে একটা ঘোড়া বের করল, তারপর রওনা হয়ে গেল। বুঝতে পারছে কালেন অখুশি হবে। কিন্তু বস্ ঠিকই বলেছে। যেভাবে ওরা এখন কাজ করছে এভাবে এতো শান্তিপূর্ণ ভাবে কখনও রাসলিঙের কাজ করতে পারেনি সে জীবনে। একটা গুলিও ছোঁড়া নয়, কোন সন্দেহের অবকাশ নয়–কিচ্ছু না। বলা যায় না, এভাবে হয়তো একটা আস্ত বছর এখানে কাটিয়ে দিতে পারবে ওরা।

একটা বছর? গ্র্যাট অনুভব করল অস্থির হয়ে উঠেছে সে। এ যেন স্বাভাবিক কাজ, কোন উত্তেজনা নেই, আইন ভাঙার আনন্দ নেই। না,

সময় হয়েছে, এবার দ্রুত বড় একটা দাঁও মেরে সরে পড়তে হবে। বস্‌ও তাই চাইছে।

*

দুপুরের রোদের নিচে ঝিমাচ্ছে টাসকোটাল শহরটা। অলস নীল-মাছি ভিনভিন করছে। ধুলোতে পা ঠুকছে ঘোড়াগুলো। বোর্ডওয়াকে মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে বুটের আওয়াজ। কাউটাউনের স্বাভাবিক কথাবার্তা হচ্ছে দু'একজনের মাঝে। দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে দরদাম হচ্ছে। মাঝে সাঝে কেউ হয়তো কৌতুক বলছে। হাসির হররা বয়ে যাচ্ছে।

গিনেস এমপোরিয়ামের সামনের হিচরেইল্গে কাছে এসে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে গতি কমাল একটা বাকবোর্ড। লরা ক্রুস নামল সীট থেকে। অনেকেই দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল, যেমন তাকায় সুন্দরী কোন মেয়েকে দেখলে।

'হাওডি ম্যাম! তোমার বাবার খবর কী?' আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করল একজন।

হাসল লরা। লাল চুল ওর। গোল মুখ। হাসলে মিষ্টি দেখায়।

'ভাল আছে। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেছে আমার। বাবার ধারণা গরু দেখাশোনার মতো সুস্থ হয়ে উঠেছে। ভুল ভাবছে তা বোঝাতে হয় বারবার করে। তবু সর্বক্ষণ রাসলিঙের কথা বলে।'

'অও! ওসব ফালতু কথা, ম্যাম। বসন্তের শেষে গরুগুলো এমনিতেই পাগাড়ের দিকে সরে যায়। জাডকে বোলো যাতে দুশ্চিন্তা না করে।'

'রাস্টি ফেরিস কি শহরে?' জিজ্ঞেস করল লরা। 'হঠাৎ করে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে গেছে সে। আর দেখাই নেই।'

'আমরাও ওকে দেখিনি,' বলল আরেকজন। লোকটার চোখ আগ্রহে চকচক করছে। 'ওর কথা শুনে ভেবেছিলাম বেশ কিছুদিন এদিকে থাকবে।'

একটু দ্বিধা করল লরা। 'ওকে দেখলে আমাদের জানিয়ো। র‍্যাঞ্চে ঘোড়াটা রেখে গেছে ও। বাবার একটা সোরেল নিয়ে গেছে। ওর জিনিসপত্রও সব র‍্যাঞ্চে।'

সেলুনের বাইরে ঘুরঘুর করছে গ্র্যাট, বিশালদেহী কঠোর চেহারার লোক সে, অপেক্ষা করছে কালেনের জন্য। স্লিমের সঙ্গে আসবে সে।

তাকে বস্ কী বলেছে জানিয়ে সতর্ক করে দিতে হবে। কালেনকে শহরে আসার অনুমতি দিয়েছে গ্র্যাট, বস্ তাতে আপত্তি করবে না জানে। এখন চিন্তিত বোধ করছে। যা বলেছে তা কাজে পরিণত হবে তাই চাইবে বস্, গ্র্যাট স্পষ্ট বুঝতে পারছে চিন্তাভাবনা করেই আদেশ দিয়েছে বস্।

লরা ক্রুসের দিকে এগোল গ্র্যাট। হ্যাট খুলে সম্মান জানাল। 'হাওডি, ম্যাম! শুনতে পেলাম তুমি রাস্টি ফেরিসের কথা জিজ্ঞেস করছ? যতোদূর জানি সে চলে গেছে। আমার ছেলেদের একজন তাকে অনেক পুবে দেখেছে। রাস্টি তাকে বলেছে সে মন্ট্যানায় যাচ্ছে।'

'মন্ট্যানা?' ভ্রূ কুঁচকে গেল লরার। 'কিন্তু যাওয়ার তো কথা নয়! জানি একসময় ওদিকে একটা র‍্যাঞ্চে কাজ করত ও, কিন্তু রক বেনন আসছে জানার পর এখান থেকে নড়বে না ও কিছুতেই।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল গ্র্যাট। পুরো এক মিনিট লাগল তার গলার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে, তারপর বলল, 'কী বললে, ম্যাম? রক বেনন? মন্ট্যানার রক বেনন?'

'হ্যাঁ। হয়তো শুনেছ ওর কথা।' গ্র্যাটের দিকে কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তাকাল লরা। লোকটার এরকম প্রতিক্রিয়া ও আশা করেনি। 'রক বেনন আর ফেরিস অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু। এখানে ওদের দেখা করবার কথা।'

ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল গ্র্যাট। রক বেনন যদি এদিকে আসে তাহলে এক্ষুণি তা লেনি আর্থারকে জানানো দরকার। রক বেনন চালু পিস্তলবাজ। লোকটা নাকি ইদানীং আইনের পক্ষেও কাজ করছে। রাসলারদের সে সহ্য করবে না। জীবন্ত ওই কিংবদন্তী যদি সত্যিই এদিকে এসে থাকে তাহলে এখন ক্যানিয়ন থেকে জাড ক্রুসের গরু সরানোর প্রশ্নই ওঠে না।

'আসবে কবে রক বেনন?' গলা যতোটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল গ্র্যাট।

'এসে তো পড়ার কথা আগেই, তবে এখনও আসেনি। বাবা ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমি তো ভেবেছিলাম রাস্টি আর বেনন শহরে এসেছে, র‍্যাঞ্চে যাওয়ার আগে ফুর্তি করছে এতোদিন পরে দেখা হওয়ায়।'

হ্যাট পেছনে ঠেলে দিল গ্র্যাট, খসখসে দাড়িভরা থুতনিতে হাত

বুলাল, তাকাল রাস্তার দিকে। এই প্রথম চোখে লোভ নিয়ে বরাবরের মতো লক্ষ করল না যে লাস্যময়ী লরা দোকানে গিয়ে ঢুকল। একই সঙ্গে চিন্তিত আর রাগান্বিত বোধ করছে সে। এখন বেনন লোকটার আসার সময় হলো! আর কয়েকদিনের মধ্যে বড় ধরনের রাসলিং করে সরে পড়ার কথা ওদের। এখন সবকিছু স্থগিত রেখে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

কিন্তু তাই কী? রক বেনন যদি কখনোই এখানে না পৌঁছোয়? পথেই যদি তাকে অ্যাম্বুশ করে মেরে ফেলা হয়? ভ্রূ কুঁচকাল গ্র্যাট। স্লিম হাওয়ার্ড যদি জানে বেনন আসছে এবং যদি ঠিক করে বেননকে মেরে নাম কামাবে, তাহলে সেটা ওর দোষ বলে ধরবে না কেউ। পথ থেকে বেননকে সরানো সম্ভব এভাবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল গ্র্যাট, খবরটা স্লিমের কানে পৌঁছে দেবে ও। যেকোন সময়ে শহরে এসে ঢুকবে স্লিম হাওয়ার্ড। ততোক্ষণ অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই তার।

কর্তব্য স্থির করে নেবার পরে একটু সুস্থির বোধ করল গ্র্যাট, একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষায় থাকল। দুটো সিগারেট শেষ হয়ে গেল অপেক্ষায়, তারপর ওদের দু'জনকে শহরে ঢুকতে দেখল সে। গোলগাল কালেন আর ক্ষিপ্র চিতার মতো শরীরের স্লিম পাশাপাশি আসছে।

সেলুনের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল দু'জন। দুটো ঘোড়ার মাঝখানে এসে দাঁড়াল গ্র্যাট, নিচু স্বরে কী জেনেছে তা জানাল স্লিমকে। উত্তেজনায় চিকচিক করে উঠল স্লিম হাওয়ার্ডের সরু চোখ দুটো। ঠাণ্ডা মাথার চতুর খুনি সে, কিন্তু কাপুরুষ নয়। গুরুত্বহীন একজন মানুষ হিসেবে সে ভাল করেই জানে রক বেননের মতো নামকরা পিস্তলবাজকে খুন করলে সাধারণ লোক তাকে ভয়ের দৃষ্টিতে দেখবে। খবরটা শুনে কালেনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এতোই অসহায় দেখাচ্ছে তাকে যে গ্র্যাট জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, কালেন? কী হয়েছে?'

'গ্র্যাট...' থরথর করে ঠোঁট কাঁপল কালেনের। 'রক বেনন রাস্টি ফেরিসের বন্ধু। ফেরিস যদি মরে তো সাঙ্ঘাতিক ক্ষেপে যাবে বেনন। প্রতিশোধ নিতে দোজখ পর্যন্ত ধাওয়া করতেও ছাড়বে না।'

শুকনো হাসল স্লিম। 'এতো চিন্তা করছ কেন! বেনন একজন মানুষ মাত্র। মাত্র একজন। ঠিকই ওকে শেষ করে দেব আমি।'

'যা ইচ্ছে করো,' বিড়বিড় করল কালেন। 'আমি এসবের মধ্যে নেই। পানিতে নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়াই চলে না।'

বস্ কী বলেছে ভুলে গেছে গ্র্যাট, স্লিম আর কালেনকে নিয়ে সেলুনের ভেতরে ঢুকল সে। লরার সঙ্গে কথা বলেছিল যে দু'জন তাদের একজন ভ্রূ কুঁচকে ওদের দেখল। 'আশ্চর্য!' বলল সে পাশেরজনকে। 'আমি ভাবিনি লেনি আর্থারের কোন লোক স্লিম হাওয়ার্ডের মতো চোরের সঙ্গে মিশবে।'

'হয়তো একই সঙ্গে শহরে ঢুকেছে,' বলল সঙ্গী। 'কয়েকদিন আগে আমিও স্লিমের সঙ্গে ঢুকেছিলাম।' থোক করে থুতু ফেলল সে। 'ব্যাপারটা আমার নিজেরই পছন্দ হয়নি।'

উঠে দাঁড়াল লম্বা পাঞ্চার। 'একটা ড্রিঙ্ক নেব আমি। লাগবে তোমার?'

মাথা নাড়াল অন্য পাঞ্চার। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে তার। গোপন সলা-পরামর্শ করছে বোধহয় গ্র্যাট আর স্লিম। গ্র্যাটকে নিচু স্বরে গাল বকতে শুনেছে সে। কৌতূহল বোধ করল পাঞ্চার। কী নিয়ে কথা বলছে লোকগুলো? চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো সে, গিনেসের এমপোরিয়ামে ঢুকে লরার সামনে দাঁড়াল। ক্ষমাপ্রার্থনার নরম সুরে বলল, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি, মিস ব্রুস?'

বিস্মিত স্মিত হাসি নিয়ে ফিরে তাকাল লরা। এই লোকগুলো সব সময়েই অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করে। কিন্তু লজ্জা ভেঙে তাদের খুব কমই ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলে। 'নিশ্চয়ই, জিম। কী ব্যাপার?'

'অবাক লাগছে আমার, তাছাড়া এটা আমার ব্যাপারও নয়, কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে গ্র্যাটকে একটু আগে কী বলেছ তুমি।'

'গ্র্যাট? ওহ্! তেমন কিছু না তো! গ্র্যাট আমাকে বলল ওর ধারণা এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে রাস্টি ফেরিস। আমি জবাবে বললাম, তা হতে পারে না, কারণ রক বেনন আসছে এখানে ওর সঙ্গে দেখা করতে।'

'বেনন? রক বেনন?' চোখ বড় বড় করে লরাকে দেখল জিম। মাথার ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। 'তাই?'

'হ্যাঁ। কেন, জিম? কী হয়েছে?'

'গ্র্যাটকে দেখলাম মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর এলো তার আউটফিটের কালেন আর ওই বদমাশ স্লিম হাওয়ার্ড। দেরি না

করে স্লিমের সঙ্গে কথা বলল গ্র্যাট। জবাবে কালেন কী যেন বলেছে, এমন কিছু যাতে গ্র্যাটের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেছে। গালি দিচ্ছিল লোকটা।' একটু থামল জিম, তারপর চিন্তিত স্বরে বলল, 'হয়তো ব্যাপারটা কিছুই নয়, কিন্তু কেমন যেন অস্বাভাবিক লেগেছে আমার। তাছাড়া ওদের সঙ্গে স্লিম আছে সেটাও আমার চিন্তার একটা কারণ।'

জিমের দিকে কিছুটা অবাক হয়ে তাকাল লরা। লোকটাকে চেনে ও, সামাজিক একটা অনুষ্ঠানে একসঙ্গে একবার নেচেওছিল। জিম হ্যানন থ্রী এফ র‍্যাঞ্চের কাউবয়। সৎ কঠোর পরিশ্রমী দক্ষ কর্মী। 'জিম,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল লরা, 'ইদানীঙের ভেতরে গরু হারিয়েছ তোমরা?'

সতর্ক দৃষ্টি ফুটে উঠল জিমের চোখে। 'হ্যাঁ, ম্যাম। বলা মুশকিল ঠিক কতগুলো, কিন্তু গরু চুরি যাচ্ছে।'

'আমাদেরও চুরি হচ্ছে। যেদিন রাস্টি র‍্যাঞ্চ ছাড়ল সেদিন সকালে বলেছিল একটা ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে ও। আমাকে বলেছিল বাবাকে যাতে কিছু না বলি, বাবা চিন্তা করবে। বলেছিল অনুসরণ করবে ও, তারপর ব্যাপার কী জেনে ফিরবে। তারপর দু'দিন পেরিয়ে গেছে, এখনও ফিরে আসেনি ও।'

খবরটা আস্তে ধীরে মগজে গেঁথে নিল জিম হ্যানন। বুট জুতোর দিকে তাকিয়ে আছে, ভ্রূ কুঁচকে উঠল। গোটা ব্যাপারটাই আবছা, আন্দাজ নির্ভর। সত্যি গরু চুরি যাচ্ছে কিনা তা বলা মুশকিল। হয়তো উঁচু জমির দিকে সরে গেছে বলে দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ওপরে পানি আর সবুজ ঘাসের পরিমাণ অনেক বেশি। তবে বছরের পর বছর রেঞ্জে ঘুরলে আভাসেও বোঝা যায় গরুর পরিমাণ কমছে কিনা। এখন জানা গেল ওর মতোই রাস্টি ফেরিসও একই সন্দেহ করেছিল। অন্যদের কী খবর? হালকা চালে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে কোন বাধা নেই।

'হয়তো ব্যাপারটা কিছুই নয়,' বলল সে। 'তবে রক বেনন যদি সত্যি এদিকে আসে তাহলে আমাকে জানিয়ো, কেমন, ম্যাম?' একটু থেমে বলল, 'আমি হয়তো স্কাউট করতে বের হবো। রাস্টির ট্রেইল পাই কিনা দেখব। ওকে আমার ভাল লোক বলে মনে হয়েছে।'

'বাবা রক বেনন আর রাস্টি ফেরিস, দু'জনকেই অনেকদিন ধরে চেনে,' বলল লরা। 'একসঙ্গে ক্যাটল ড্রাইভ করেছে ওরা অনেকবার।

আমার স্বামী যখন মারা গেল তখনও ওরা একসঙ্গেই কাজ করছিল।'

'তোমার স্বামী, ম্যাম?' অবাক হয়ে গেল জিম। লরা ক্রুস যে বিয়ে করেছিল, বিধবা হয়েছে, সেটা ওদের কারোরই জানা নেই।

'হ্যাঁ। জোনাথন থমসনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার। ও মারা যাবার পরে বাবার পদবীই ব্যবহার করি আমি। খুব ভাল লোক ছিল থমসন।'

বিদায় নিল জিম হ্যানন, বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। বাইরে বারান্দায় থমকে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাল। হাসল আপনমনে। মহিলারা সবসময়েই সত্যিকারের রহস্যময়ী। মহিলাদের বুঝতে পারা গেছে ভাবা একেবারে বোকামি। সবসময় দেখা যায় যখনই ভাবা গেছে ওকে আমি চিনি; তখনই ভুল ধারণা ভেঙে যায়।

*

বারে দাঁড়িয়ে হুইস্কি গিলতে গিলতে তিন বদমাশ তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল। 'শালা কিছু একটা টের পেয়েছে,' বলল স্লিম। 'সেজন্যই পাহাড়ের কোথাও আছে এখন, রাস্টি ফেরিসকে খুঁজছে।'

'হয়তো এতোক্ষণে খুঁজে পেয়েও গেছে,' বলল গ্র্যাট। বুচ লন্ডির ধূসর ঘোড়াটার কথা ভাবছে সে। ওটা এখনও পাওয়া যায়নি।

এক ঢোকে হুইস্কি শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল স্লিম। 'লেনিকে বলে দিয়ো, রক বেননকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। ওকে খুঁজে বের করব আমি। ওদের দুটোকেই। তারপর ওদের নিয়ে লেনিকে আর ভাবতে হবে না।'

স্লিম চলে যাবার পরে টেবিলের উল্টোদিকে বসে থাকা কালেনের দিকে আফসোস করে মাথা নাড়ল গ্র্যাট। 'আমি জানতাম, চিরকাল মৌজ মারা যাবে না। আর্থারকে বলতে খারাপই লাগবে আমার। বোম ক্ষ্যাপা ক্ষেপে যাবে আর্থার।'

কালেনকে দেখতে লাগছে একটা হতাশ নেড়ি কুকুরের মতো, লোকটা অন্তরের গভীরে বুঝেছে সুযোগ ফস্কে গেছে। 'হোয়াইট রকে আমরা বোধহয় রক বেননকেই দেখেছিলাম,' নিচু স্বরে বলল ও। 'তখন জানলে পেছন থেকে গুলি করে শেষ করে দিতে পারতাম। সুযোগ ছিল।'

পাঁচ

প্রেস্টন স্টোন যেখানে বলেছিল ঠিক সেখানেই গুহাটা পেল বেনন। সন্ধের আঁধার নামার পরে রাস্টিকে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছোল ও। গুহার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে সাবধানে চারপাশ আগে পরখ করে নিল বেনন, ভেতরে ঢুকল পরে। গুহাটা সত্যি বিরাট। ইঁদুরের দল প্রচুর শুকনো ঝোপ জড়ো করে রেখেছে ঘর বানানোর জন্য। আগুন জ্বালানোর অফুরন্ত উৎস। আভা কারও চোখে পড়ার উপায় নেই, গুহার সামনে ঘন হয়ে জন্মেছে গাছের সারি।

রাস্টিকে শুতে সাহায্য করে আগুন জ্বালল বেনন, রান্নার ফাঁকে বন্ধুর ক্ষতগুলো পরীক্ষা করে দেখল। দেখতে বিচ্ছিরি লাগছে ফুলে যাওয়া লালচে মাংস। সারাদিনের যাত্রা যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। ক্ষত পরিষ্কার করল ও, নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধল, তারপর ঘোড়াগুলোর স্যাডল খুলে কাছের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলো ঘাস খাওয়ার জন্য। এদিকে বুনো জন্তু আসে না বললেই চলে, গরু একেবারেই নয়, কাজেই প্রচুর ঘাস জন্মেছে চারপাশে।

'একমাত্র জাড ক্রুসই সন্দেহ করছে লেনি আর্থারকে, তবে ওর ধারণা ভুলও হতে পারে,' হঠাৎ করেই বলল রাস্টি। 'আমি ট্রেইলটা পাবার আগে পর্যন্ত ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই ছিল না। রাসলিং হয়তো হাওয়ার্ড আউটফিটের কাজ।'

'নাম শুনেছি ওদের। ওরা তো তিনজন, না?'

'হ্যাঁ। স্লিম ওদের নেতা; আরও তিনজন আছে। লম্বা চিকন লোক স্লিম, নিজেকে মস্ত গানম্যান মনে করে। আসলেও লোকটা চালু। ক্রিস আর ফার্গো হাওয়ার্ড অন্য দুই ভাই। দুটোই বদমাশের হাড্ডি।'

'এরা কী লেনি আর্থারের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে?'

'না। অন্তত সবার সামনে নয়। আমি দেখিনি। হাওয়ার্ডদের কেউ

পছন্দ করে না। নরকের কীট একেকটা। পেছন থেকে গুলি করতেও বাধবে না।'

'রাস্টি,' বন্ধুকে নিয়ে খেতে বসে বলল বেনন, 'আমাদের কাছে বেশ কয়েকদিনের খাবার আছে। নড়াচড়া না করেও আগুন জ্বালানোর ঝোপেরও অভাব নেই। ঘোড়ার ঘাসও আছে প্রচুর। গুহার পেছনে আছে পানি। বাইরে দেখলাম একটা গর্ত্তে বৃষ্টির পানি জমেছে, ওতে ঘোড়ার চলে যাবে।'

মুখ গোমড়া করল রাস্টি। 'সোজা কথাটা বলে ফেললেই হয়। আপাতত বিদায় নিচ্ছ তুমি, এই তো? অবুঝ নই আমি। ক্রুসের সাহায্য দরকার। রওনা হয়ে যাও। আমি একা ঠিকই সামলে নিতে পারব।'

'আমারও ধারণা কোন অসুবিধে হবে না তোমার,' বলল বেনন। 'শীঘ্রি আমি ফিরব। আর তা যদি না পারি তো অন্য কাউকে পাঠাব।'

খাওয়া শেষে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল বেনন। পাশে শুয়ে আছে রাস্টি, বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসল। দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের বিনিময়েও ও কারও কাছে স্বীকার করবে না এতোদিন পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সান্নিধ্য পেয়ে কতোখানি ভাল লাগছে ওর। এবার রক বেনন যখন কাজে নামছে তো একটা না একটা সমাধা হবেই। বেশ কয়েকদিন পরে নিশ্চিন্ত বোধ করছে রাস্টি। পাশ ফিরে শুলো ও, ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্য মাত্র উঠতে শুরু করেছে, ফুটেছে ভোরের ধূসর আলো। তাকিয়ে দেখল, রক বেনন গুহায় নেই।

*

রক বেননের সামনে পড়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত খাদ আর আকাশছোঁয়া চুড়ো। চুড়োগুলোর বেশিরভাগই গাছে ছাওয়া। তবে যতো পশ্চিমে যাওয়া যাচ্ছে, গাছের পরিমাণ ততোই কমছে। ফোর স্কয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছে বেনন। ওদিকের টিলাগুলোয় গাছ প্রায় নেই বললেই চলে। আরও পশ্চিমে রুক্ষ-শুষ্ক অঞ্চল, পানি নেই বলে মনে হয়। তবে বেনন জানে, ঠিকই আছে পানি. খুঁজে নিতে হলে অভিজ্ঞ চোখ লাগবে।

নিচের দিকটা কালোয় ছায়ায় গা মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে আছে যেন, কোন নড়াচড়া চোখে পড়ে না। মাথার ওপরে ঝিকমিক করছে অজস্র

নক্ষত্র। দূরের আকাশে, পুবে ভোরের আগমনী ধূসর দাগ দেখা দিয়েছে। নিজের ইচ্ছেতে পথ চলছে অ্যাপালুসাটা, কান খাড়া। পাহাড়ের আড়াআড়ি পথ চলতে চলতে জঙ্গলে ঢোকবার একটা পথ পেয়ে গেল বেনন, ধীরেসুস্থে ঢাল বেয়ে সে-পথে নামতে শুরু করল। দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে টার্সকোটাল শহরটা। তবে সেদিকে যাচ্ছে না ও। যতোক্ষণ সম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখে বুনো অঞ্চল বেছে এগোবে ঠিক করেছে। নিতান্ত বাধ্য না হলে খোলা জমিতে বের হবে না।

টিলাগুলোর কোনায় কটনউড জঙ্গলের মধ্যে ফোর স্কয়ার র‍্যাঞ্চ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আউটবিল্ডিংগুলো। অন্যান্য র‍্যাঞ্চের চেয়ে ওগুলোর অবস্থা ভাল। বার্ন, ছাউনি, কয়েকটা করাল; বড় বাড়িটার সামনে এক চিলতে সবুজ ঘাসজমি। ওটা বোধহয় উঠান। কাছে এসে বেনন দেখল শুধু ঘাস নেই লনে, ফুলের চাষও করা হয়েছে।

সন্ধে নেমেছে ততোক্ষণে। চারপাশে দ্রুত ঘনিয়ে আসছে আঁধার।

ঘোড়া থেকে নামল বেনন, ঠিক করল র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুঁ মারার আগে চারপাশটা একটু দেখে নেবে। কিন্তু সে-সুযোগ হলো না। দরজা থেকে ওর নাম ধরে ডাকা হয়েছে। ঘুরে দেখল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ছে এক যুবতী মেয়ে। সকালের সূর্যের আলোয় তার লালচে চুলগুলো ঝিলমিল করছে। অ্যাপালুসাটাকে পানির চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে এগোল ও। লরাকে বেশ কয়েক বছর পরে দেখছে বেনন, অনেক বদলে গেছে যেন মেয়েটা, আরও পরিণত হয়ে উঠেছে।

লরার চোখে স্পষ্ট নির্দোষ কৌতূহল। বেননকে আপাদমস্তক দেখল। মনে মনে সিদ্ধান্তে এলো, বেননের আন্তরিক হাসিটা ঠিক আগের মতোই আছে। হাসিখুশি যুবক, দেখে কে বলবে প্রয়োজনে ইস্পাতের মতো দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে, নির্দ্বিধায় মোকাবিলা করতে পারে যেকোন বিপজ্জনক পরিস্থিতির!

মুহূর্তের জন্য বেননের উরুতে নিচু করে ঝোলানো সিক্সগান দুটোর ওপরে ঘুরে এলো লরার দৃষ্টি। ওগুলো চিহ্ন বহন করছে যে বেনন শুধুই সাধারণ এক সৎ কাউবয় নয়, বরং তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু, শত্রুর যম।

'বেনন!' হাসল লরা। 'রক বেনন! এলে তাহলে শেষ পর্যন্ত!'

'অনেক পরিণত হয়েছ তুমি, লরা,' আন্তরিক স্বরে বলল বেনন।

'হতে হয়েছে,' মুহূর্তের জন্য ছায়া ঘনাল লরার মুখে। 'থমসন মারা যাওয়ার পরে···বোঝোই তো, সময়ে মানুষ বদলায়।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল বেনন। 'তোমার বাবা, মানে বুড়ো শেয়ালটার কী খবর?'

'আগের চেয়ে ভাল।' এক পাশে সরে পথ করে দিল লরা। 'এসো, বাবা অস্থির হয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি আসবে শোনার পর থেকে তোমার কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই মুখে।' একটু থেমে বলল, 'রাস্টি এখানে নেই। কয়েকদিন আগে বেরিয়েছে, কোথায় গেছে জানি না, আর ফিরে আসেনি।'

'জানি।' বারান্দায় উঠল বেনন। 'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

ওকে দেখে মোটাসোটা বেঁটে এক লোক কামারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, দ্রুত পায়ে পৌঁছে গেল তার ঘোড়ার কাছে, তারপর স্যাডলে উঠে রওনা হয়ে গেল। ঘোড়াটা জোরে দৌড়াতে শুরু করেছে, খুরের আওয়াজে বুঝতে পারল বেনন। দরজার কাছে থামল ও, আওয়াজ লক্ষ করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপাতত কয়জন আছে তোমাদের র‍্যাঞ্চে?'

'মাত্র দু'জন।' বেননের প্রশ্নে অবাক হলো লরা। 'বানি রেমন্ড আর জনি কার্ভেল। হঠাৎ এপ্রশ্ন যে?'

'অনেকদিন হলো আছে?'

'বানি রেমন্ডের অনেকদিন হলো। বাবার সঙ্গেই এসেছিল। তোমার সঙ্গে যে ড্রাইভে বাবার পরিচয় হলো সে-ড্রাইভে ও-ও ছিল। আর জনি কার্ভেল? ও তিন-চার মাস হবে কাজ নিয়েছে।'

'ওরা যদি এখানে থেকে থাকে তাহলে ওদের একটু আসতে বলবে?' একটু থামল বেনন, তারপর বলল, 'আমার ধারণা জনি কার্ভেল জরুরী খবর দিতে বিশেষ কোথাও গেছে।'

কাউবয়দের ডাকতে রওনা হলো লরা। মাথা থেকে হ্যাট খুলল বেনন, কপালের ওপর থেকে ঘামে ভেজা চুলগুলো সরাল, তারপর ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে।

আন্তরিক একটা স্বর হেঁড়ে গলায় স্বাগত জানাল ওকে।

বয়স্ক র‍্যাঞ্চার বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে। মুখে ঝুলছে চওড়া আন্তরিক হাসি। এখন চেহারাটা একটু এলোমেলো। আগোছাল হয়ে আছে ধূসর চুলগুলো। 'বেনন! বড়ো খোকা! দারুণ লাগছে তোমাকে

এতোদিন পরে দেখে।'

'বলতে চাইছ তো আগের চেয়েও সুন্দর লাগছে আমাকে দেখতে?' মৃদু হাসল বেনন।

ঘনঘন মাথা দু'পাশে ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'ওকথা দুনিয়ায় কারও বলবার সাধ্য রাখেননি ঈশ্বর, তুমি ভাল করেই জানো।'

মুখ গোমড়া করল বেনন। 'তুমি কী বলতে চাও আমি দেখতে ঘোড়ার মতো?'

আবার মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার। 'নাহ্! ঘোড়ার অপমান করতে পারব না বাবা।'

'বুড়ো শকুন কোথাকার,' বিড়বিড় করল বেনন। 'ঠিক আগের মতোই আছো তুমি। চরম মিথ্যুক।'

'ঠিক। কিন্তু তোমার মতো হতে পারিনি আজও এতো চেষ্টা করেও।'

অসমবয়সী দু'বন্ধুর তর্ক আরও বহুক্ষণ চলত, কিন্তু লরা ঘরে এসে ঢোকায় দু'জনই কথা থামিয়ে ওর দিকে তাকাল। 'জনি কার্ভেল আসলেই কোথায় যেন গেছে।' বেননের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল মেয়েটা। 'তুমি জানলে কী করে?'

'আমার জাদুর ক্রিস্টাল বলে দেখতে পেলাম যে!' গম্ভীর দেখাচ্ছে বেননের চেহারা। 'ও খবর দিতে গেছে যে আমি এসেছি। সম্ভবত এমন কাউকে খবর দিতে গেছে যে রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত।'

'তাই!' বিস্মিত দেখাল লরাকে, ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিন্তু জনি কার্ভেল...'

'আমার ধারণা অবশ্য ভুলও হতে পারে। তবে আমি আসামাত্র দিনের এই অসময়ে কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে কোথাও যাবে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।'

'লোকটা একটু পাগলাটে,' বলল ড্যাড ক্রুস। 'সবসময় যেন ক্ষেপে আছে।'

ওর টাসকোটালে আসা, হোয়াইট ওয়েলে কালেন আর রেটের সঙ্গে মোলাকাত, লোকগুলোর অন্য কেউ ভুল ধারণা করে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ানো, পরে রাস্টিকে তাড়া করা হচ্ছে সন্দেহ করে তাকে খুঁজে পাওয়া এবং গুহাতে রাস্টিকে রেখে আসা—সবই সংক্ষেপে জানাল বেনন।

'খেয়েছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল ব্রুস, মেয়ের দিকে তাকাল। 'ওকে কিছু খেতে দাও, লরা।' বেননের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। 'রাঁধুনি গেছে শহরে রসদ কিনতে।'

পথ দেখিয়ে বেননকে কিচেনে নিয়ে এলো লরা। বিস্কুট, ভাজা মাংস আর বীন দিল। বহুদিন বাড়িতে বানানো খাবার খায় না বেনন, দ্রুত মুখ চলল ওর। তারওপর লরা বিরাট একটা অ্যাপেল পাই থেকে দুটো টুকরোও কেটে দিল। হাসি ফুটল বেননের চেহারায়। 'কার বানানো, ম্যাম?' চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল ও। লরার বানানো শুনে আন্তরিক প্রশংসা ঝরল ওর গলায়। 'সত্যি দারুণ, ম্যাম। জীবনে এতো সুস্বাদু পাই খাইনি আমি।'

'আরও যদি চাও তাহলে বাবার অংশের জন্য তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে তোমাকে,' মৃদু হেসে জানাল লরা।

'মনে হয় না অসুস্থ লোকের অতো খিদে আছে,' মন্তব্য করল গম্ভীর বেনন, ও ভাল করেই জানে খেতে কীরকম ভালবাসে জাড ব্রুস। 'আমি হয়তো বাধ্য হবো ওর ভাগটা...'

পাশের ঘর থেকে কান খাড়া করে শুনছে র‍্যাঞ্চার, বোঝা গেল তার গর্জনে। 'খবরদার, বেনন! বন্ধুকে তুমি না খাইয়ে মারতে পারো না!'

খাওয়ার পালা চোকার পরে র‍্যাঞ্চারের পাশে বিছানায় বসল বেনন, ভ্রূ সামান্য কুঁচকে আছে। জিজ্ঞেস করল, 'কপার মাউন্টিনে রাস্টির দেখাশোনার জন্য কাউকে পাঠাতে পারবে? বুড়ো পাখিটার বিড়ালের প্রাণ, কিন্তু চিন্তা লাগছে তবুও।'

চিন্তা করছে ব্রুস, বেনন আবার বলল, 'কাউকে যদি পাঠাও তাহলে তাকে হয় শহরের কেউ নয়তো পাশের কোন র‍্যাঞ্চের লোক হতে হবে। জনি কার্ভেল লোকটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। অন্য কাউবয়কে এখানে তোমার দরকার হবে।'

'জিম হ্যানন,' বলে উঠল লরা। 'থ্রী এফের কাউবয় সে। আমাদের মতোই রাসলিঙের কারণে চিন্তিত বোধ করছে।'

'লরা ঠিকই বলেছে,' মেয়ের কথায় সায় দিল ব্রুস। 'জিম খুব ভাল ছেলে।'

'তাহলে খবর দিতে হয় তাকে।'

'কাল সকালে খবর পাঠানো যাবে,' বলল লরা। কফি করতে

কিচেনে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এলো ধোঁয়া ওঠা দু'মগ কফি নিয়ে।

র‍্যাঞ্চের উঠানে এসে থামল একটা ঘোড়া। লরার মুখে ছায়া ঘনাল। 'ওই বোধহয় কার্ভেল ফিরল।'

'হয়তো,' কফিতে চুমুক দিল বেনন। 'ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।'

কফি শেষ হওয়ার পরেও উঠল না ও, লরা আর জাড ক্রুসের সঙ্গে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করল, জানতে চাইল এদিকের মানুষ কেমন, কোন্ জায়গা কেমন ইত্যাদি। ওর ভাল করেই জানা আছে বেঁচে থাকতে হলে এই অঞ্চলটা সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রতিপক্ষের তা আছে। হাতের তালুর মতো এলাকাটা চেনে তারা।

রাত দশটায় উঠল ও। বাঙ্কহাউসে তখনও একটা আলো জ্বলছে। বাপ-বেটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো বেনন, বাঙ্কহাউসের দিকে গেল না, অলস পায়ে গিয়ে হাঁটতে শুরু করল করালের দিকে। মাত্র করালের কোনা ঘুরেছে ও, পেছনে নুড়ি পাথরের ওপরে বুটের কড়মড় আওয়াজ পেল। চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল বেনন, পলকেই দেখতে পেল অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েছে কার্ভেল।

দ্রুত এক পাশে সরল বেনন, হোলস্টারে ছোবল মারল ওর হাত। অন্ধকারে কমলা আগুনের থুতু ছিটাল ওর কোল্ট। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছু হটল কার্ভেল। হাত থেকে অস্ত্রটা পড়ে গেছে। অন্যহাতে আহত কব্জি ধরে নিচু স্বরে গাল বকতে শুরু করল।

সামনে বাড়ল বেনন। র‍্যাঞ্চহাউসের একটা দরজা খুলে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল। তারপর বাঙ্কহাউসের দরজাও খুলে গেল। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে জনি কার্ভেল, জানালা দিয়ে আসা হলদে আলোয় বেনন দেখল লোকটার নীচ দু'চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণার বিষ ঝরছে।

পড়ে যাওয়া সিক্সগানটা তুলে নিল বেনন, ধাক্কা মেরে কার্ভেলকে ঘুরিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে। শটগান হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লরা। উইনচেস্টার হাতে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে বার্নি রেমন্ড।

'ধরতে পেরেছ তাহলে!' কার্ভেলের ওপর থেকে সরে রেমন্ডের

দৃষ্টি বেননের ওপরে স্থির হলো। 'মনে হচ্ছিল বদ কোন মতলব আছে ব্যাটার। সাধারণত সন্ধের পরপরই ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আজকে চুপ করে বসে ছিল। কী যেন ভাবছিল হিংস্র চেহারা করে। ঠিক করেছিলাম ওর ওপর চোখ রাখব, কিন্তু এমন ঘুম এসে গেল...'

'ঘরের ভেতরে চলে যাও, লরা,' শান্ত নিচু গলায় বলল বেনন। 'আমাদের একটা অপছন্দের কাজ শেষ করতে হবে।'

বেননের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে লরা, ওর চোখে মেয়েটা কী দেখল ও-ই জানে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল বাড়ির ভেতরে। দরজাটা বন্ধ হওয়ার পরে রেমন্ডের দিকে তাকাল বেনন।

'একটা দড়ি জোগাড় করে ফেলো।' কার্ভেলকে দেখাল। 'এর ঘোড়াটাতে স্যাডল চাপানো আছে, কাজেই ওটাই ব্যবহার করব আমরা। ওই ওখানের কটনউড গাছটা কাজ সারার জন্য যথেষ্ট হবে।'

কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল জমি কার্ভেলের চেহারা। কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'ক্-কী বলছ তুমি! আমাকে ঝুলিয়ে দেবে? কাজটা বেআইনী!'

'তাই?' বরফের মতো শীতল শোনাল বেননের গলা, ঠোঁটে ঝুলছে ভয়ঙ্কর একটুরো বাঁকা হাসি। 'আর তুমি কোন আইনটা পালন করছিলে শুনি? রাসলারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ তুমি, নিজের বস্‌কে পয়সার বিনিময়ে বেচে দিয়েছ। বিশ্বাসঘাতকতা তো করেইছ, তারওপর পেছন থেকে গুলি ছুঁড়ে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলে। ঝুলিয়ে দেব না তো আর কী আশা করো তুমি?'

তীব্র আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেল কার্ভেলের চেহারা। 'না!' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'আমাকে ফাঁসি দিয়ো না! না! আমি গুলি করতে চাইনি!'

'বেশ,' যেন কথাটায় গুরুত্ব দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বেনন। 'ঠিক আছে, তাহলে আমাদের বলে ফেলো কার হয়ে কাজ করছিলে। তার পরিকল্পনা কী।'

'ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে,' ভাঙা গলায় প্রতিবাদের চেষ্টা করল কার্ভেল।

'আচ্ছা!' ভয়ঙ্কর শীতল হাসিটা প্রসারিত হলো বেননের। 'তাহলে ওদের বদলে আমাদের হাতেই মরতে চাও? ওরা হয়তো তোমাকে গুলি করে মারবে। কিন্তু আমার ভদ্রলোকের এক কথা, মুখ যদি না

খোলো তো তোমাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাবোই।'

দ্বিধার ছাপ ফুটে উঠল লোকটার চেহারায়, বোঝা যায় উদ্ধার পাবার জন্য হন্যে হয়ে পথ খুঁজছে। কিন্তু বেনন আর রেমন্ডের চেহারা তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। বানি রেমন্ড কখনোই তাকে পছন্দ করেনি, সন্দেহের চোখে দেখেছে, আর রক বেনন...

'ঠিক আছে,' কর্কশ হার-মানা ঘড়ঘড়ে গলায় হড়বড় করে উঠল কার্ভেল। 'আসলে রাসলাররা...' চট করে তার চেহারায় বুদ্ধির ছাপ দেখা গেল। 'ওরা আসলে হাওয়ার্ডরা। রাসলার আরকী! তারাই তোমার বন্ধু রাস্টি ফেরিসকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। তোমাকেও মেরে ফেলতে চায়। তবে কাজটা আমাকে করতে বলেনি।' এবার সত্যি কথা বলতে পেরে স্বস্তির ছাপ পড়ল তার গলায়। 'কাজটা আমি নিজে থেকেই করব ঠিক করেছিলাম।'

'হাওয়ার্ডরা?' কার্ভেলের চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে বেনন, লোকটার চোখ দুটো আরও ভাল করে দেখার চেষ্টা করছে। বলা মুশকিল লোকটা সত্যি বলছে কী মিথ্যে, তবে শুনে মনে হচ্ছে মিথ্যে। 'ঠিক বলছ তো?'

'নিশ্চয়ই। আর কে হতে যাবে?' গলায় জোর আনার চেষ্টা করছে কার্ভেল। 'আমার জানার কথা, তাই না?'

'হয়তো আসল লোকটা লেনি আর্থার,' নরম শান্ত গলায় বলল বেনন। 'হয়তো রাস্টিকে খুন করতে চেষ্টা করছে তারই গানম্যানরা। গ্র্যাট, কালেন, রেট আর অন্যান্যরা।'

'জানি না একথা কেন বলছ তুমি,' বলল জনি কার্ভেল। 'আমি ওদের চিনিই না।'

'মিথ্যে বলছ তুমি!' গর্জে উঠল রেমন্ড। 'বেশ কয়েকবার আমি তোমাকে ওদের সঙ্গে দেখেছি। চোরে চোরে যেমন মাসতুতো ভাই তার চেয়েও ওই গ্র্যাটের সঙ্গে তোমার বেশি খাতির আছে। দড়িটা গাছে আটকাও, বেনন। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, দিই শালাকে ঝুলিয়ে।'

জনি কার্ভেলের গলায় দড়ির ফাঁসটা পরাল বেনন। টানটুন দিয়ে দেখল ভালমতোই আটকেছে।

'না!' ফ্যাসফেঁসে গলায় অনুনয় করল কার্ভেল। 'ফাঁসি দিয়ো না আমাকে! ঈশ্বরের কসম, আসলে লেনি আর্থার রাসলিং করছে।

হাওয়ার্ডদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে সে। আজ রাতে তোমাদের উত্তরের গরুগুলো লুঠ করবে তারা।'

'অ্যাঁই?' চমকে গিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ করল রেমন্ড। সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে?'

'ওর গলা থেকে দড়ি খোলো, রেমন্ড,' বলল বেনন। 'তারপর ঘোড়াগুলোয় স্যাডল চাপিয়ে ফেলো।'

'ওকে ছেড়ে দেব?' বিস্মিত চোখে কার্ভেল আর বেননকে দেখল রেমন্ড।

'ওর দরকার ফুরিয়েছে। যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে। আবার যদি ওকে দেখি তাহলে বিনা দ্বিধায় গুলি করে পরে জিজ্ঞেস করব কেমন আছে।' কড়া চোখে কার্ভেলকে দেখল বেনন। 'কথাটা কানে গেছে, নীচ জানোয়ার?'

'গেছে,' ফিসফিস করে বলল কার্ভেল। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না বেঁচে থাকবার সুযোগ দেয়া হয়েছে তাকে।

'ঠিক আছে, রওনা হয়ে যাও তাহলে,' লোকটার কাঁধ ছেড়ে দিল বেনন। 'আর যেন কখনও ভুলেও তোমাকে না দেখি।'

'দেখবে না, ঈশ্বরের শপথ!'

লাফ দিয়ে মোটা একটা ময়দার বস্তার মতো স্যাডলে চড়ে বসল কার্ভেল, তীরের গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, মুহূর্তে মিশে গেল অন্ধকারে, দ্রুত দূরে মিলিয়ে গেল তার ঘোড়ার খুরের শব্দ, ভাব দেখে মনে হলো লোকটা আগামী কয়েকশো মাইলের মধ্যে থামবে না। কিন্তু ঘটনা তা নয়। বেননের আওতার বাইরে গিয়েই রাগে অপমানে গা জ্বলে উঠল তার। থাবা মারল স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার রাইফেলটা বের করে নিতে। 'কুত্তার বাচ্চাটাকে যদি আমি শেষ না করেছি!' খালি স্ক্যাবার্ডে হাত পড়ল তার। আবার হাতড়াল। নেই রাইফেলটা স্ক্যাবার্ডে। নিঃশব্দে কখন যেন ওটা বের করে নিয়েছে রক বেনন।

ট্রেইল থেকে সরে গেল কার্ভেল, ঘোড়ার পেটে নিষ্ঠুর ভাবে স্পার দাবাল। এখনও সময় ফুরিয়ে যায়নি। হয়তো বেননদের আগেই লেনি আর্থারের কাছে গিয়ে তাকে সতর্ক করতে পারবে সে। তখন তাদের কাছ থেকে একটা রাইফেলও নিতে পারবে। একবার একটা রাইফেল পেলে বেননের বুক ঝাঁঝরা না করে থামবে না সে। *আমাকে দিয়ে জোর করিয়ে কথা বলানো?* বুকের ভেতরের যতো ঘৃণা যেন উপচে

পড়ছে ঝড়ো বাতাসের ঝাড়া খাওয়া উত্তাল ঢেউয়ের মতো। কেঁচোর মতো হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তার কাপুরুষতাকে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। বিপদমুক্ত হতে এখন যেন সমস্ত আক্রোশের ডালাও খুলে গেছে। নিজেকে চেনে কার্ভেল। বেননের রক্ত পান করলেও সহজে তার রাগ পড়বে না।

দেখবে ওরা। সময় আসুক। এখনও তার খেলা শেষ হয়ে যায়নি। আগে একটা অস্ত্র আসুক হাতে!

ছয়

গরু যেখানে জড়ো করে রাখা আছে সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে পাশাপাশি যাওয়া রেমন্ডের দিকে আনমনে তাকাল বেনন, দ্রুত চিন্তা করছে। এখনও পর্যন্ত লেনি আর্থার বা হাওয়ার্ডদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের কোন প্রমাণ নেই ওদের হাতে। কারও হাতেই নেই। সন্দেহ করা হয়েছে তাদের। রাস্টি ফেরিস এমন একটা ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে যেটা অনুসরণ করলে হয়তো প্রমাণ মিলতে পারে। কিন্তু পুরোটা পথ অনুসরণ করতে পারেনি রাস্টি, গন্তব্য জানতে পারেনি, তার আগেই আহত হয়েছে। মুখ খুলেছে জনি কার্ভেল, কিন্তু লোকটা এমনই যে তাকে একটা কানাকড়ি দিয়েও বিশ্বাস করা যায় না। অপরাধ প্রমাণ করতে হলে লুণ্ঠনের সময় লোকগুলোকে হাতেনাতে ধরতে হবে, নয়তো এমন কোন সূত্র পেতে হবে যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় লোকগুলো গরু চুরির সঙ্গে জড়িত।

যে ট্রেইলটা রাস্টি পেয়েছিল সেটা এমনকী বক্স ফোর র‍্যাঞ্চের জমিতেও নয়, পাহাড়ী অঞ্চলে, কাজেই ওই ট্রেইল দেখে কোন কোর্টই বক্স ফোরকে দায়ী করবে না। কোনও একটা দল রাসলিং করছে সেটা জানা এক কথা আর প্রমাণ, সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু জোরাল প্রমাণ হাতে থাকতে হবে, কারণ লেনি আর্থারকে এলাকার প্রায় কোন

র‍্যাঞ্চারই সন্দেহের চোখে দেখে না। রাস্টি এবং অন্যান্যদের কাছে যা বেনন জেনেছে তাতে এটা পরিষ্কার যে পে ই আর্থারের র‍্যাঞ্চে গরুর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে না। তাহলে হয় গরুগুলোকে দ্রুত এই এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নয়তো রাখা হচ্ছে এমন কোন গোপন জায়গায় যেখানে কারও চোখে পড়বে না।

আকাশে উঠতে শুরু করেছে গোলচে চাঁদ। তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে নিচের উপত্যকায় পৌঁছে গেল বেনন আর রেমন্ড। সামনে বিপদ আছে। ঘোড়া থামাল ওরা। বাতাসে ভারী হয়ে ভাসছে ধুলো আর গরুর গন্ধ, কিন্তু একটা জন্তুও চোখে পড়ল না ওদের। আবছা ভাবে গরুর খুরের চিহ্ন দেখতে পেল বেনন, চলে গেছে উত্তরদিকে। স্যাডলে ঝুঁকে ঘোড়া হাঁটিয়ে চিহ্ন অনুসরণ করল বেনন। পেছনে আসছে রেমন্ড।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বেনন দেখতে পেল টিলার মাঝখানে তৈরি হওয়া একটা গিরিখাদের মাঝ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গরুগুলোকে। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা বের করল বেনন, ঘোড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এদিকটা চেনা আছে তোমার?'

'পুরোপুরি না। যতোদূর জানি উত্তর আর পশ্চিমে পানি নেই, একেবারে শুকনো। গরুর জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়।'

রেমন্ডের দিকে তাকাল বেনন। 'একেবারে শুকনো? হাইরক ক্যানিয়নের নাম শুনেছ কখনও?'

'হ্যাঁ। তবে যাওয়া পড়েনি ওদিকে। জায়গাটা অনেক পশ্চিমে, তাই না? শুনেছি পানি নেই ওদিকেও।'

'আছে,' বলল বেনন। 'বছর কয়েক আগে এক লোকের মুখে শুনেছিলাম আছে। ওই পথে ওরিগন আর উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় যেত ওয়্যাগন ট্রেইন। ছড়ানো ছিটানো, তবে পানির উৎস আছে ওখানেও। কয়েকটা ঝর্না।'

আস্তে করে নড করল রেমন্ড। 'উত্তর আর পশ্চিমেও ঝর্না আছে কয়েকটা, তবে সারাবছর ওগুলোতে পানি থাকে না।'

চোরাই গরুর পিছু নিল আবার বেনন আর রেমন্ড, সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে চলেছে সে বেননের দেখাদেখি। চিন্তা করে দেখেছে বেনন, এটা ঠিক যে রাসলারদের ধরতে যতো দেরি হবে, গরু ততোই এগিয়ে যাবে, ওগুলোকে ফিরিয়ে আনতে সময় বেশি লাগবে, কিন্তু এটাও ঠিক

যে রাসলাররা যতো দূরে বিনা বাধায় সরে যেতে পারবে, ততোই নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে, সন্দেহপরায়ণতা কমে আসবে, আগের চেয়ে অসতর্ক হয়ে উঠবে।

'সামনে একটা জায়গা পড়বে,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল রেমন্ড। 'এগেট নাম। শহর ঠিক বলা যায় না, তবে বসতি। ওটার একটাই রাস্তা, এক পাশে হোটেল আর সেলুন, অন্যপাশে লিভারি স্টেবল। স্টেবলে মরমর কয়েকটা ঘোড়া আছে। সারডো নামের এক লোক স্টেবলটা চালায়। আর সেলুনের মালিকের নাম মরমন জনি। তবে লোকটা আসলে মরমন নয়। নামটা হয়েছে সে সবসময় মরমন মহিলাদের কথা বলে দেখে। সারডো আর সে গত ছয়-সাত বছর ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তোড়জোর করছে। দু'জন দু'জনকে দু'চোখে দেখতে পারে না। হয়তো আর কোন কাজ নেই বলেই।'

'সেলুন, না? কি মনে হয়, রাসলাররা ওখানে ড্রিঙ্কের জন্য থামবে?'

'হয়তো থামবে। নিজে হুইস্কি তৈরি করে জনি, জিনিসটা এতোই কড়া আর নিম্নশ্রেণীর যে ওই জিনিস খেলে খরগোশও হুঁশ হারিয়ে গ্রিজলি ভালুককে ধাওয়া করে গুহার ভেতরে পৌঁছে দিতে চাইবে। আমি যখন বাচ্চা ছিলাম আর ইন্ডিয়ানদের জন্য জঘন্য হুইস্কি তৈরি হতো, তার চেয়েও খারাপ জনির হুইস্কি। র কর্ন হুইস্কির সঙ্গে সামান্য জিমসন উইড মেশায় ও।'

নীরবতার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা, যে যার নিজের চিন্তায় ডুবে আছে। চাঁদটা এখনও পুব আকাশের গায়ে ঝুলে আছে। সে-আলোয় মাঝে মাঝেই ঝুঁকে ট্র্যাক দেখছে বেনন। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গরুর খুরের চিহ্ন। ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হলো না ওর। সামনে কোথাও ট্র্যাক লুকাবার চেষ্টা করা হবেই। হয় ট্র্যাক লুকিয়ে এগিয়ে যাবে, নাহলে এটা একটা ফাঁদ। মনের কথাটা রেমন্ডকে বলল ও। দু'জনই সতর্ক হয়ে উঠেছে। আগের চেয়ে অনেক ধীরে এগোল। তার দরকার ছিল না, ট্র্যাক পাহাড়ী উপত্যকার দিকে চলে গেছে। মাঝে মাঝে পেরিয়েছে ছোট ছোট ঢাল। এগিয়ে গেছে আরও সামনে কোথাও।

স্বাভাবিক বুদ্ধি রাখে এমন কোন রাসলার এভাবে স্পষ্ট ট্র্যাক রেখে যাবে না। কিন্তু তা-ই করা হয়েছে। সহজেই অনুসরণ করা

যাচ্ছে। দুটো মানে হতে পারে এর: এক, হয় ফাঁদ; নয়তো কোন ভাবে বিশেষ কৌশলে গরুগুলোকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে।

চাঁদ ডোবার আগে গরুর ট্র্যাক হারিয়ে গেল। অন্ধকারে খুঁজতে সায় দিল না বেননের মন, ও বলল, 'আপাতত বিশ্রাম নেয়া যাক। এখানে ক্যাম্প করব আমরা। কাল সকালে আবার রওনা দেয়া যাবে।'

ক্যাম্প করল ওরা, ভোর হওয়ার পরে আবার যাত্রা শুরু করল। সামনে ট্র্যাকের চিহ্নমাত্র নেই। ট্রেইলের দু'পাশে সরে খুঁজে দেখল ওরা। ব্যর্থ হতে হলো। যে গরুর পালটাকে ওরা অনুসরণ করে এসেছে সেটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে!

একটা কাজই এখন করবার আছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল বেনন, ফিরে যেতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে ঠিক কোথা থেকে চিহ্ন অদৃশ্য হয়েছে। সাত মাইল পেছনে এসে আবার গরুর চিহ্ন পেল ওরা। তারপরও বোঝা গেল না গরুর পাল কোথায়। হয় একটা দুটো করে গরু মরুভূমিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নয়তো মিশে গেছে বাতাসে!

মরুভূমির বালু শক্ত নয়। পাথর-কাঁকড় পড়ে আছে অজস্র। ওগুলোকে ঢেকে রেখেছে শুকনো চেহারার ঝোপ আর কাঁটাওয়ালা ছোট ক্যাকটাসের দল। ঝোপ আর ক্যাকটাস যথেষ্ট নরম, জন্মেছেও ঘন হয়ে, সহজেই ঢেকে দিয়েছে গরুর খুরের দাগ। বালু আর ঝোপঝাড়ের যে অবস্থা তাতে সামান্য বাতাসও ছাপ মুছে দিতে যথেষ্ট।

ঘোড়া থামিয়ে হতাশ চেহারায় মরুভূমি দেখল বানি রেমন্ড, আঙুল তাক করল পেছনে। 'এক ঘণ্টাও হয়নি ওদিক দিয়ে এসেছি আমরা, বেনন! এরই মধ্যে ট্র্যাক মুছে গেছে। ঘাসের ডগা দুলবে এমন সামান্য বাতাসেও এখানে মুছে যাবে ট্র্যাক। গরুর পাল মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারপর কোথায় তা স্রেফ ঈশ্বর বলতে পারেন!'

রুক্ষ প্রান্তরের শেষে পাহাড়ের সারির দিকে চোখ সরু করে তাকাল বেনন। গরুগুলোকে হয়তো পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের কোথায়? উত্তরে সত্তর আশি মাইল পর্যন্ত গেছে পাহাড়। গরুগুলোকে কতোদূরে নিয়ে যাওয়া হবে কে জানে! তবে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বের বেশি যাবে না, এটা নিশ্চিত। তৃষ্ণায় মরবার আগে বড়জোর বিশ মাইল যেতে পারবে ওগুলো।

'তুমি বরং ফিরে যাও, বানি,' চিন্তা শেষে বলল বেনন। 'হয়তো অনেক দেরি হবে আমার ফিরতে। র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে জানিয়ো আমি কোথায় গেছি। আর কেউ যেন না জানে। আমি আপাতত যাব এগেটে। ট্রেইল খুঁজে পাই আর না পাই আগামী পরশু আমাকে এগেটে পাবে। যদি কোন খবর থাকে তাহলে কাউকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো। মনে হচ্ছে না আপাতত কোন সাহায্য দরকার পড়বে আমার, কিন্তু র‍্যাঞ্চে হয়তো সত্যি তোমাকে প্রয়োজন হবে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল বানি রেমন্ড, বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল রাসলারদের। 'জাহান্নামে যাক হারামজাদারা! বেনন, রাসলারদের সঙ্গে শোডাউনের সময় আমি থাকতে চাই। সেজন্যই এতো দূরে এসেছি। কিন্তু ঠিক আছে, তোমার কথাই শুনছি, ব্রুসের হয়তো সত্যিই দরকার পড়বে আমাকে। এমনিতেই র‍্যাঞ্চে লোক কম।'

কাউবয় চলে যাওয়ার পরে ঘোড়ায় বসে পরিস্থিতি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করল বেনন। গরুর পাল হয়তো সত্যি মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারপর কিছুদূর এগিয়ে ফিরে গেছে যেদিক থেকে এসেছিল। সেই সম্ভাবনাটা মরুভূমি পেরোনোর আগে যাচাই করে দেখা দরকার।

মরুভূমির কিনারা ধরে এগোল ও। অনুভব করছে ট্রেইল থাকুক কী ট্র্যাক, অথবা না-ই থাকুক, হয়তো রাসলারদের কয়েকজন এগেটে যাবে। সেক্ষেত্রে তাদের খবর পাওয়া যাবে ওখানে। এদিকে ততোক্ষণে ওর জানা হয়ে যাবে মরুভূমি থেকে গরুগুলোকে বের করে আনা হয়েছে কিনা।

খুবই রুক্ষ অঞ্চল এটা। পুবে গাছের সারি ক্রমেই পাতলা হয়ে গেছে। ঝোপঝাড়ের কথা বাদ দিলে বেশিরভাগ পাহাড়ই ন্যাড়া। কিন্তু লুকাবার জায়গার অভাব নেই ওখানে। আরও পশ্চিমের হাই রক ক্যানিয়ন এলাকায় পানি আর ঘাস দুটোই আছে। লেনি আর্থার বা স্লিম হাওয়ার্ড, যে-ই গরু সরিয়ে থাকুক, ওই রুক্ষ এলাকায় কারও চোখে ধরা না পড়েই মাসের পর মাস গরু লুকিয়ে রাখতে পারবে।

গরুর খুরের দাগ মরুভূমি থেকে আর বের হয়নি, কিন্তু এগেটের বাড়িঘরের আকৃতি স্পষ্ট হতে একাকী এক অশ্বারোহী বালির রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে শহরের দিকে এগোল। গতি কমাল বেনন, সময় নিচ্ছে। আরোহী হয়তো এমন কেউ যাকে ও চেনে না, পরস্পরকে

ওরা দেখেনি আগে কখনও। কিন্তু তা না-ও হতে পারে। ঠিক করল, প্রথমে থামবে লিভারি স্টেবলে, তারপর যাবে সেলুনে।

পশ্চিমের সেলুনগুলো খবর আদানপ্রদানের প্রধান আখড়া। শুধু ড্রিঙ্ক করতেই লোকে আসে না এখানে, পুরুষদের সামাজিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পালন করে সেলুনগুলো। ট্রেইলের সবরকম খবর চালাচালি হয় এখানে, গরুর খবর থেকে শুরু করে কে কার মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল—কোন খবরই বাদ পড়ে না। সেলুন একই সঙ্গে রিসেপশন রুম, সামাজিক ক্লাব আর তথ্যের উৎস। আগে হোক পরে হোক সব খবরই আলাপের বিষয়বস্তু হয় সেলুনে। যদি কোন লোকের সময় এবং ধৈর্য থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় খবর জানতে তাকে বেশি কিছু করতে হবে না, চুপচাপ লোকের কথা শুনে গেলেই চলবে। নিয়মটা ভাল করেই জানা আছে বেননের, কাজেই আগন্তুক আরোহী যদি রাসলারদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে তথ্যটা জানতে বেশিক্ষণ ওর এগেটের সেলুনে সময় কাটাতে হবে না।

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে লাল রং করা স্টেবলের অবস্থা জীর্ণ। ওটার ছাদের মাঝখানটা উঁচু, দু'পাশের উইং-এ প্রায় সমতল ছাঁদ। দেখলে মনে হয় যেকোন সময়ে কাঠামোটা ভেঙে পড়বে। স্টেবলের বিরাট খোলা দরজাটা পেরিয়ে এক পাশে ছোট্ট অফিস। তার জানালা দুটো দিয়ে লণ্ঠনের আলো আসছে। ভেতরে ঢুকল বেনন। কঠোর চেহারার চিকন এক বৃদ্ধ বসে আছে টেবিলের ওপাশে, মুখের পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। বার্নি রেমন্ড যা বলেছে তাতে বেনন বুঝতে পারল এ-লোকই সারডো। গম্ভীর চোখের দৃষ্টিতে বেননকে দেখল সে। একনজর ওর ঘোড়াটা দেখল, তারপর দৃষ্টি আবার স্থির হলো বেননের ওপর।

'খালি স্টল আর ভুট্টার দানা হবে ঘোড়ার জন্য?'

দাঁতের কামড় ছেড়ে পাইপটা মুখ থেকে নামাল বৃদ্ধ। 'ভুট্টার দানা? ঘোড়াটাকে ভুট্টার দানা খাওয়াবে তুমি?'

'খুবই ভাল ঘোড়া এটা,' শান্ত গলায় জানাল বেনন। 'ভুট্টার দানা খেয়ে জোরে ছুটতে পারবে যেকোন ঘোড়া। আমার সেটাই দরকার।'

পাইপ তাক করল সারডো। 'তৃতীয় স্টল। ভুট্টা পাবে ফীড বিনে। একটা বে ঘোড়া আছে, সাবধান থেকো, লাথি মারতে ওস্তাদ।'

কালো ঘোড়াটার পিঠ থেকে স্যাডল খুলে ভুট্টার দানা খেতে দিল

বেনন, তারপর হ্যাট হাতে দুলিয়ে অলস পায়ে ফিরে এলো ছোট্ট অফিসে। লণ্ঠনের আলোয় চকচক করছে ওর কালো চুল, সাদাগুলো ঝিলিক দিচ্ছে।

দু'জনের কেউই কোন কথা বলল না। রাতটা একেবারেই নিঃশব্দ। বহুদূরে মরুভূমিতে হঠাৎ করুণ সুরে একাকীত্বের কারণে স্রষ্টার কাছে অভিযোগ জানাল একটা নিঃসঙ্গ কয়োট। তার করুণ আর্তি মিলিয়ে যেতে না যেতেই হেঁড়ে গলায় সেলুনে হেসে উঠল এক মাতাল, পরক্ষণেই বার কাউন্টারে বোতল ঠোকার জোরাল আওয়াজ হলো। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে বাইরে, সুশীতল পরশ বোলাচ্ছে ক্লান্ত দগ্ধ পৃথিবীর বুকে। রাতের পরিষ্কার আকাশে খুব ঝিলমিলে আর কাছের মনে হচ্ছে সুদূরবর্তী নক্ষত্রগুলোকে। লিভারি স্টেবলে পুরোনো চামড়া আর ঘোড়ার গায়ের নেশা ধরানো গন্ধ। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে রসদের প্রাচীন সুবাস। দূর দিগন্তে কালো একটা রেখার মতো দেখাচ্ছে পাহাড়শ্রেণী।

রাতের আঁধার গাঢ় হয়েছে আরও। হ্যাট টেনে দেয়ায় বৃদ্ধের মুখটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না, পাইপের বোলের আগুনটা লালচে আভা ছড়াচ্ছে। তার পেছনে শহরের রাস্তায় চলাচলের দাগগুলো সাদাটে দেখাচ্ছে। দুটো কেবিনে আলো জ্বলছে। বাকি বাড়িগুলো অন্ধকার, সেলুনটা ছাড়া।

'খুব প্রশান্তিময়,' নীরবতা ভাঙল বেনন। 'মাঝে মাঝে বিশ্রাম জুটলে ভালই লাগে।'

পাইপে টান দিয়ে ঘোঁৎ করে সায় দিল সারডো। পাইপটা নিভে গেছে, একটা কাঠি জ্বেলে নতুন করে আগুন ধরিয়ে নিল তামাকে।

'প্রচুর লোক আসে এখানে?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

আগের চেয়ে অস্ফুট একটা ঘোঁৎ জবাব দিল বেননের প্রশ্নের। এবার বেনন সিদ্ধান্ত নিল কৌশল পাল্টাতে হবে। 'অবশ্য এটা ঠিক যে এমন একটা শহরে লোক সমাগম হবে তা আশা করা যায় না। চলাচলের পথের বাইরে একটা শহর...সপ্তাহে দু'সপ্তাহে হয়তো কেউ একবার এদিক দিয়ে যায়। বুঝতে পারছি না তুমি খেয়ে পরে বেঁচে আছো কী করে!'

'চলে যাচ্ছে।'

উৎসাহ পেল বেনন। *এই তো ব্যাটা ঠোঁট ফাঁক করতে লেগেছে!*

'সত্যি, কী করে যে তুমি টিকে আছো এখানে! পয়সা খরচ করবার লোকই তো নেই এ শহরে! বাজি ধরে বলতে পারি এখন ওই সেলুনে পাঁচজন খদ্দেরও নেই। আরও বাজি ধরব আমি। পরিষ্কার কথা আমার, যারা আছে তারা এই শহরের লোকই হবে।'

হ্যাটের নিচ দিয়ে বেননের দিকে তাকাল বৃদ্ধ। 'কচু আন্দাজ করেছ তুমি। এখন সেলুনে আটজন লোক আছে। তাদের তিনজনই শহরের।'

'তারমানে শহরের লোক আছে মাত্র তিনজন?' মনে মনে হাসল বেনন। 'বাকি পাঁচজনই বাইরের?'

খসখসে দাড়িতে হাত বোলাল সারডো। 'বাইরের লোকদের ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি তোমাকে। লোকগুলো অপরিচিত নয়, তবে শহরে থাকে না। ক্রিস হাওয়ার্ডের একটা র‍্যাঞ্চ আছে পাহাড়ের কোথাও, তার সঙ্গে এসেছে দু'জন রাইডার। বাকিরা কী করে তা আমি কাউকে বলব না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়ি চুলকাল বেনন, মনটা আবারও খারাপ হয়ে গেল পাকা দাড়িগুলোর কথা মনে পড়ায়। দুঃখটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে চিন্তা শুরু করল। তাহলে ক্রিস হাওয়ার্ড সেলুনে উপস্থিত লোকদের একজন। অন্যরা তার বন্ধু বা সহকর্মী। খুবই সম্ভব যে এরা গরুর পালটা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, এখানে এসেছে অবসরে একটু মদ খেয়ে ফুর্তি করতে। আবার ফিরে যাবে তারা চোরাই গরুর পালের কাছে। তারমানে খুব বেশি লোকও যদি এখন গরু পাহারায় থাকে তাহলে আছে বড়জোর তিনজন।

লেনি আর্থারের লোক সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ছয়জন। হাওয়ার্ডরা সাতজন। সব মিলিয়ে তেরোজন লোক। এদের বেশ কয়েকজনকে র‍্যাঞ্চে দরকার হবে। কয়েকজন ব্যস্ত আছে রাস্টিকে খুঁজতে। আন্দাজ করা যায় আটজন লোক গরুর পাল সরিয়েছে। তাদের পাঁচজন এখন এগেটে।

সেলুনের বাতির দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে চলল বেনন। সেলুনে ঢুকতে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে লোকগুলো সম্ভবত ওর ঘোড়ার আওয়াজ পেয়েছে। এখন ও সেলুনে না ঢুকলে রাসলারদের সন্দেহ হতে পারে।

পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়ল সারডো, তারপর পাইপে আবার নতুন

করে তামাক ভরল। আড়চোখে লোকটাকে দেখল বেনন, আন্দাজ করতে চেষ্টা করল কট্টর বুড়োর মুখ থেকে কতোটা ও বের করতে পারবে। এতোক্ষণে ওর মাথায় এসেছে কী পদ্ধতি অবলম্বন করে লোকটাকে কথা বলাতে হবে।

'অনেকদিন আগে,' শুরু করল বেনন, 'তখন আমি কিশোর। টেড্ডু নামের এক লোকের কাছে শুনেছিলাম এদিকে একটা উপত্যকা আছে, যেখানে পানি আছে অফুরন্ত। ঘাসেরও অভাব নেই। কিন্তু আজ এতোদিন পরে এখানে র‍্যাঞ্চ করতে এসে মনে হচ্ছে লোকটা ভুল বলেছিল। বাজি ধরে বলতে পারি শহরের বাইরে আশেপাশে ধারেকাছে কোথাও এক ফোঁটা পানিও নেই।'

'খালি ফটফট,' ধীরে সুস্থে মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল সারডো বুড়ো। 'খালি খালি বাজি যে ধরতে চাও, সত্যি যদি বাজি ধরতে তো বহু আগেই ফতুর হয়ে যেতে। ভাল মতো চিনতাম আমি টেড্ডুকে। এই এলাকা ছিল ওর হাতের তালুর মতো চেনা। প্রায় আমার মতোই চিনত। সত্যি কথাই বলেছিল ও।'

'ধুর,' অবিশ্বাসের ভঙ্গি নিলেও বেননের গলা নরম। 'সত্যি? তা কী করে হয়! চারপাশ ঘুরে তো কালো বালি আর ন্যাড়া পাহাড় ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না। পানির চিহ্নমাত্র নেই। সোজা উপকূলে যেতে হবে, তাহলে যদি পানি পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাও লবণাক্ত!'

'হাহ্!' স্পষ্ট তাচ্ছিল্য ঝরল বুড়োর গলায়। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে হ্যাটের তলা দিয়ে বেননের দিকে তাকাল। 'কচু জানো! আমি অন্তত পঞ্চাশটা ওয়াটার হোলের কথা বলতে পারি যেখানে সারাবছর পানি পাওয়া যাবে। লেকও আছে কয়েকটা।' চেয়ারে আরও হেলান দিয়ে আয়েস করে বসল সারডো। পাইপে টান দেয়ায় চিবুকে লালচে আভা পড়ল। সেলুনে জোরে হেসে উঠল কে যেন। দূরের একটা পাহাড়চুড়োর দিকে আঙুল তাক করল বৃদ্ধ। 'ওই ওখানে পাহাড় চূড়ার গোড়ায় আছে একটা ওয়াটার হোল। পশ্চিমে গরম পানির ঝর্নার অভাব নেই কোন।

'ওদিকে একটা আস্ত সেকশন আছে যেখানে আস্তে হাঁটতে হবে। নাহলে কী হবে জানো? তলিয়ে যাবে। পুরো এলাকার নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিরাট একটা গরম পানির ঝর্না। পানি এতোই গরম যে ওতে পড়ে গেলে ঝলসে যেতে হবে।

'হাইরকে পানির অভাব নেই। লিটল হাইরকেও পানি আছে। ওখানের সামিট লেকের মতো সুন্দর লেক তুমি জীবনেও দেখোনি, বাজি ধরে বলতে পারি। আর জিতব নিশ্চিত না হলে তোমার মতো খামোকা বাজি ধরার বোকামো করি না আমি। আরও একটু পশ্চিমে যাও, পাবে মেসাকার লেক–বছরের এসময়ে অবশ্য প্রায়ই শুকনো থাকে ওটা। এলাকাটা ইন্ডিয়ানদের। এখনও অনেক মডোক বাস করে। ওদিক দিয়েই গিয়েছিল জেসি অ্যাপলগেট। ল্যাসেনও ওই একই পথে যায়। অনেক খনিও আছে ওদিকে। এই আমি,' বুকে পাইপের গোড়া ঠুকল বুড়ো, 'এই আমিই তো জীবনের বেশিরভাগটা ওই এলাকা ঘুরে প্রসপেক্টিং করে বেড়িয়েছি। টেড্ডু ওখানে এসেছিল তরুণ বয়সে। ও যা বলেছে ভুল বলেনি।'

'তাহলে বোধহয় আমারই ভুল ধারণা,' পা বদল করল বেনন। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। সত্যি খুব উপকার করলে। এতোকিছু জানতে হলে অন্তত কয়েক বছর ঘুরে বেড়াতে হতো আমাকে। ভাল লাগল এমন একজনের সঙ্গে কথা বলতে পেরে যে সত্যিই জ্ঞান রাখে কী ব্যাপারে কথা বলছে।' একটু থামল ও, তারপর নরম গলায় প্রায় অনুমতির প্রার্থনার সুরে বলল, 'যাই তাহলে। একটু সেলুনে ঘুরে আসি।'

যুবকের সশ্রদ্ধ আচরণে খানিকটা নরম হয়েছে কট্টর বুড়ো। প্রায় কোমল চোখেই বেননের দিকে তাকাল সে, মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বলল, 'ওখানে সাবধান থেকো। ভেতরে যারা আছে তাদের কয়েকজন বদরাগী আর ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ। তাদের মধ্যে ক্রিস হাওয়ার্ডই অস্ত্রে সবচেয়ে চালু নয়।'

সাত

ধীর পায়ে রাস্তা পেরিয়ে সেলুনের দিকে চলল বেনন, সুইং ডোর

ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ঝট করে ঘুরে ওর দিকে তাকাল উপস্থিত সবকয়জন। সেলুনের পরিবেশটা কেমন যেন আড়ষ্ট, অস্বাভাবিক। কঠোর চেহারার লোকগুলোর পরনে রেঞ্জের উপযোগী কমদামি পোশাক, প্রত্যেকে সশস্ত্র, নীচ চেহারার কয়েকজন উরুতে নিচু করে বেঁধে রেখেছে জোড়া সিক্সগান। দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সবার মাথার ওপর আধহাত উঁচুতে দেখা যাচ্ছে জন মরমনের মুখটা। সবার মাথার ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। ওকে দেখে লোকটার চোখে হঠাৎ করেই আগ্রহের ছাপ দেখা দিয়েছে, লক্ষ করল বেনন। কালো খোঁচা খোঁচা দাড়ি দানবের মতো দীর্ঘদেহী লোকটার। চেহারায় ক্রূরতার ছাপ। ভ্রূ জোড়া দেখলে টুথব্রাশের কথা মনে আসে। উপস্থিত অন্যরা ওকে দেখে কী ভাবছে আন্দাজ করতে ব্যর্থ হলো বেনন। বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, অলস ভঙ্গিতে ঘরের চারপাশে নজর বোলাল।

নিচু ছাদের লম্বা একটা ঘরে সেলুন, দৈর্ঘ্যে যতোটা তার তিন ভাগের এক ভাগ হবে প্রস্থে। দরজার উল্টোপাশে লম্বা বার। মরমন জনের উদ্দেশে নড করল বেনন। 'হাওডি! মনে হয় তুমিই মরমন জন?'

'হ্যাঁ।' আগন্তুককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাপল দানব। 'কী লাগবে?'

'আপাতত কিছু লাগবে না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ সেলুনটা দেখে মনে হলো এক চক্কর মেরে যাই।' একটু থামল বেনন, তারপর বলল, 'তোমার বন্ধু সারডোর সঙ্গে কথা বলছিলাম সেলুনে ঢোকবার আগে।'

'বন্ধু?' গমগমে গলার হুঙ্কারে মনে হলো বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। 'ওই বুড়ো শুয়োরটা? ওই ভেড়াপালকের বাচ্চা আমার বন্ধু? ভুল শুনেছ তুমি।'

'তাই?' নির্ভেজাল বিস্ময় বেননের চেহারায়। 'আশ্চর্য। তোমার ব্যাপারে অনেক কথা হলো। একটা খারাপ মন্তব্যও তো করেনি ও।'

ভারী চেহারার এক লোক দাঁড়িয়ে আছে বেননের কাছেই। কড়া চোখে বেননকে দেখছে সে। জিজ্ঞেস করল, 'আগে তোমাকে কোথায় দেখেছি বলো তো, মিস্টার?'

সতর্ক চোখে শিলনোড়া চেহারার লোকটাকে দেখল বেনন। চেহারাটা পরিচিত মনে হলো না। তবে এ যে কী ধরনের লোক তা

বুঝতে দেরি হলো না ওর। 'মনে হয় আমাদের আগে দেখা হয়নি,' শান্ত. নিচু স্বরে বলল বেনন। 'মনে পড়ে না তোমার মতো শিলনোড়া কিসিমের চেহারা আগে কখনও আমার চোখে পড়েছে।'

কে যেন খিকখিক করে হেসে উঠল। মাত্র এক মুহূর্ত, তাতেই শিলনোড়া টকটকে লাল হয়ে গেল। রাগী চোখে যে হেসেছিল তাকে একবার দেখে নিল, বারে ঝুঁকে ছিল সে, খানিকটা সোজা হলো, ঘড়ঘড়ে তিক্ত গলায় বলল, 'তোমাদের মতো ভবঘুরের শেষ নেই এদিকে। ভাল করবে দ্রুত কেটে পড়লে। নাহলে ব্যাপারটা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নাও হতে পারে।'

গম্ভীর চেহারায় পরোক্ষ হুমকিটা ভেবে দেখল বেনন। নীরবতা ভাঙল কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে দানবের চোখে তাকিয়ে। 'ভাল লাগছে জায়গাটা আমার। চলে যাব? আমি তো ভাবছি রয়ে যাব এখানেই। একটা র‍্যাঞ্চ দেব। অবশ্য আপাতত আমাকে যেতেই হবে। পশ্চিমে যাব, হাইরক এলাকায়। ওখানেই র‍্যাঞ্চের জমি খুঁজে নেব।'

লোকটা ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে হাত ওঠাচ্ছিল, ড্রিঙ্কের গ্লাস ধরা হাতটা থমকে গেল তার। বারের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু অনুভব করছে উপস্থিত সবক'জনের দৃষ্টি তার ওপর আটকে গেছে।

'খুব খারাপ যে থাকবার কথা ভাবছ তুমি,' এবার বলল সরু চেহারার একজন। কালো চোখ দুটো র‍্যাটল স্নেকের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। লোকটার ডান গালে কুৎসিত একটা কাটা দাগ আছে, দেখলে মনে হয় প্রচণ্ড জোরে খামচি দিয়ে মাংস ফালাফালা করে দেয়া হয়েছিল। 'এই এলাকা এড়িয়ে চলাই তোমার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'হয়তো। কিন্তু বেড়া নেই এমন এলাকা আমার পছন্দ। শুনেছি পশ্চিমে পানি আর ঘাসেরও অভাব নেই। জমি এমনিই পড়ে আছে, শুধু দখল নেওয়ার অপেক্ষা।'

যার যার গ্লাস খালি করল লোকগুলো। সরু চেহারার গালে কাটাদাগওয়ালা লোকটা টেবিলের কাছ থেকে সরে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে, ভিক্টর। চলো।'

'চলো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ভিক্টর নামের লোকটা। ওখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে ক্রিস হাওয়ার্ড, নড়ছে না। নিঃশব্দ নীরব ইঙ্গিত

নিশ্চয়ই দিয়েছে সে, নইলে তার সবচেয়ে কাছের লোকটা বুক টানটান করে দাঁড়াত না। বারের ওপর হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল সে, জানালার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

যে-লোকটা শুরুতে ঝামেলা পাকানোর মতলবে ছিল সে নিচু স্বরে বলল, 'হাইরক কান্ট্রিতে ভুলেও যেন তোমাকে না দেখি। ওখানে যারা থাকে তারা কেউ অপরিচিত লোক চায় না। আমিও তাদের একজন।'

চুপ করে থাকল বেনন, সময় পার হতে দিচ্ছে অস্বস্তিতে। অপেক্ষা করানোর মূল্য কতোটা সেটা ভাল করে জানা আছে ওর। নিজের স্নায়ু কতোটা চাপ নিতে পারে সেসম্বন্ধেও কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই ওর। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেনন, ওর চোখ লোকগুলোর চেহারার ওপরে পালা করে ঘুরছে। সময়ের গতি যেন শ্লথ হয়ে গেছে। প্রতিটা পেরিয়ে যাওয়া মুহূর্ত উত্তেজনার পরিমাণ বাড়াচ্ছে। কে যেন ঢোক গিলল। আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পেল সবাই। প্রথমে নড়ল ভিক্টর, পায়ের ভার বদল করল সে। বেননের দৃষ্টি ক্রিস হাওয়ার্ডের ওপরে স্থির হলো। ক্রিস হাওয়ার্ড এদের বস, ভিক্টরের তুলনায় খুন করবার আকাঙ্ক্ষায় সে তুলনামূলক ভাবে কম উত্তেজিত।

এভাবে একটা লড়াইয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তা ভাবেনি বেনন। ও ভেবেছিল লোকগুলোকে দেখে চিনে নেবে যাতে পরবর্তীতে সুবিধে হয়। উরুর পাশে হাত ঝুলিয়ে দিল বেনন। যখন বাধ্য করা হচ্ছে তো পিছাবে না ঠিক করেছে। তবে নিজে থেকেও কিছু করবে না ও, যা করবার শুরু করতে হবে প্রতিপক্ষদেরই।

'খুব খারাপ হয়ে গেল,' নরম গলায় বলল বেনন। হ্যাট চাপিয়ে নিল মাথায়। 'ভেবেছিলাম পশ্চিমে কোথাও নিজের একটা জায়গা করে থেকে যাব। কিন্তু এখন ভাবছি...আসলে শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি।' ঘুরতে শুরু করেছে ও। টের পেয়ে গেল আরেকটা নির্দেশ দিয়েছে ক্রিস হাওয়ার্ড। বিনা বাধায় ওকে জীবিত বের হতে দেবে না ঠিক করেছে লোকগুলো। বিচলিত হলো না বেনন, নির্বিকার চেহারায় গায়ের জোরে বুটের গোড়ালি ঠুকে দিল শিলনোড়ার পায়ের পাতায়। চিৎকার করে উঠল শিলনোড়া, লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। একই সঙ্গে উরুতে দু'হাত ছোবল মারল বেননের।

কাজটা ও করবে সেটা ভাবা হয়নি। এতো দ্রুত বেননকে ড্র

করতে দেখে মুহূর্তের জন্য নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে দেরি করে ফেলল বিস্মিত লোকগুলো। পরিস্থিতি সম্বন্ধে বেননের উদাসীন ভাবটা তাদের অপ্রস্তুত করে তুলেছে। তার ওপর বেনন যাতে বের হতে না পারে সেজন্য দরজা আর জানালা কাভার করেছে তারা। বেননের পেছনে অবস্থান নেয়নি কেউ। জুতোর গুঁতো দেয়ায় এখন শিলনোড়া চলে এসেছে বেনন আর হবু আততায়ীদের মাঝখানে। কোল্ট ·৪৫ দুটো বের করে শিলনোড়ার ওপরই তাক করল ও।

'পিছাও!' চাবুকের বাতাস কাটার মতো তীক্ষ্ণ শোনাল বেননের নির্দেশ। 'সঙ্গীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। আর তুমি, ক্রিস, তোমার স্যাঙাতদের বলো এমন কোন কাজে হাত দেয়া ঠিক হবে না যেকাজ ওরা শেষ করতে পারবে না। গুলি যদি আমাকে করতে হয় তো প্রথমে তোমাকেই গুলি করব।'

চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে শিলনোড়া, জিভ দিয়ে ভেজা ঠোঁট চাটল। সতর্ক হয়ে উঠল বেনন আরও। মেক্সিকান বিপজ্জনক লোক। লোকটার ওপরে নজর রাখতে হবে। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে, এ লোকটার স্নায়ু এখন উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে, যেকোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে, তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবে অপমানিত লোকটা।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে ক্রিস হাওয়ার্ড। ভিক্টরকে সে ভাল করে চেনে। জানে যে তাকে কাভার করা হলেও সামান্যতম সুযোগ আছে টের পেলেও যেকোন সময় ড্র করে বসবে লোকটা। 'এসবের কোন দরকার ছিল না,' বলল ক্রিস হাওয়ার্ড। 'আমরা শুধু বলতে চাইছিলাম ওদিকের অঞ্চলটা আগন্তুকদের বসবাসের জন্য ঠিক উপযুক্ত নয়। ঝামেলা চাইনি আমরা।'

'তাহলে আর চিন্তা কী,' সহজ গলায় বলল বেনন। 'এমনিতেই চলে যাচ্ছি আমি। ঝামেলা যদি হয় তো বলব সেটা শুরু করেছ তোমরা।' দর্শকদের ওপরে ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি। পা বাড়াল বেনন, দীর্ঘ কয়েক কদমে চলে এলো দরজার কাছে। ব্যাটউইং পার হচ্ছে যখন, টের পেল, ভেতরে কেউ একচুলও নড়েনি।

পেছন থেকে ক্রিস হাওয়ার্ড পরামর্শ দিল, 'গানম্যানদের জন্য এই এলাকাটা স্বাস্থ্যকর নয়।'

থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরল বেনন, ঠোঁটে একটুকরো তিক্ত হাসি। 'তাই?

আচ্ছা! তাহলে উপদেশ না দিয়ে তোমরাই বরং কথাটা মেনে চলো, চলে যাও এই এলাকা ছেড়ে। আমি থাকছি। থাকব তো বটেই, ভাবছি ফোর স্কয়ারে একটা চাকরিও নেব কিনা।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্রিস হাওয়ার্ড। ভিক্টরের থাবার মতো হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল। দু'জনেই কড়া চোখে চেয়ে আছে বেননের দিকে। একটা অস্ত্র হোলস্টারে পুরল বেনন। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, কেউ নড়ছে না দেখে নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো রাতের অন্ধকারে। ডান হাতের সিক্সগানটা খাপে পুরে দ্রুত পায়ে আস্তাবলের দিকে এগোল ও, ভ্রূ কুঁচকে আছে। ওর ঘোড়াটার বিশ্রাম দরকার। স্যাডলও খুলে ফেলা হয়েছে। আবার ওটাকে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত করতে অন্তত কয়েক মিনিট সময় লাগবে। ততোক্ষণে লোকগুলো বেরিয়ে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে শহর থেকে বের হওয়ার সমস্ত ট্রেইলে চোখ রাখতে পারবে সহজেই। এগেট থেকে বের হতে হলে হয়তো বের হতে হবে গোলাগুলি করে। তারচেয়ে আস্তাবলে আপাতত আশ্রয় নেয়াটাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ মাইনারকে খুঁজল ওর চোখ।

অন্ধকার থেকে ভেসে এলো সারডোর শুষ্ক গলা। 'অবাক হলাম। ভাবিনি জীবন নিয়ে আবার ফিরতে পারবে এখানে। মনে হচ্ছিল ড্যান কীটিঙের ঘোড়াটা বুঝি আমার কাছেই থেকে যাবে।'

'ঘোড়াটা কেমন, ভাল?'

'কীটিংকে চিনতাম। খুব ভাল লোক ছিল। সবসময় মনে হয় ওর খুনির দেখা পেলে রাইফেলটা ব্যবহার করতে ভালই লাগত আমার।'

'আমাকে ওই খুনের জন্য দায়ী ভেবো না,' চট করে বলে ফেলল বেনন। পিঠ বেয়ে সরসর করে ঘাম নামল। 'আমার ঘোড়াটার বদলে টাসকোটালের স্টেবল থেকে এই ঘোড়াটা ধার নিয়েছি আমি।'

'আমিও তা-ই ভেবেছি। তুমি লোক ভাল তা নিশ্চিত না হলে প্রেস্টন জোন্স তোমাকে ওটায় হাতও ছোঁয়াতে দিত না।' অন্ধকারে থেকেই দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল সারডো। সেলুনের দরজা খুলে গেছে। একে একে বেশ কয়েকজন বেরিয়ে এলো রাস্তায়। 'এবার কী করবে ভাবছ?'

'তোমার খড়ের গাদায় আশ্রয় নেব,' বলল বেনন। 'সরে পড়ার কথা এখনই ভাবছি না।' কথা শেষ করে বৃদ্ধের মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা

না করেই মই বেয়ে দোতলার মাচায় উঠতে শুরু করল ও, মুহূর্ত খানেকের মধ্যে হারিয়ে গেল ঘন কালো অন্ধকারে। জানে, জীবন থাকতে ওর ব্যাপারে আর কারও কাছে মুখ খুলবে না কট্টর বুড়ো।

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে পাইপটা ধরাল বুড়ো সারডো, অফিসে ফিরে গিয়ে আরাম করে বসল নিজের গদি মোড়া চামড়ার চেয়ারে।

হঠাৎ রাতের বাতাস চিরে দিল ক্রিস হাওয়ার্ডের গলা। প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল বেনন। 'সারডো? মিনিট খানেক আগে এক লোক সেলুন থেকে বেরিয়েছে। দেখেছ তাকে?'

'মনে হয় বেরিয়েছে সেলুন থেকে: আস্তাবলের পেছনে গিয়েছিলাম ম্যাচের কাঠি আনতে। একজনের পায়ের আওয়াজ পেয়েছি।'

'রাস্তায় বা ট্রেইলে তাকে দেখেছ?'

'তা দেখেছি। কিন্তু আস্তাবলের ভেতরে ঢোকেনি। ঢুকলে আমাকে পার হয়ে ঘোড়াগুলোর কাছে যেতে হতো তাকে। তার ঘোড়া আমার স্টেবলে রাখেনি সে। হয়তো শহরের বাইরে ঘোড়া রেখে এসেছে লোকটা। ওদিকে যাবে সেক্ষেত্রে,' ঠিক দিকই দেখাল সারডো, বেননের ওদিকেই যাওয়ার ইচ্ছে, আন্দাজ করেছে সে। মিথ্যে বলবে না সারডো কখনও।

দ্রুত নিজের দুই রাইডারকে নির্দেশ দিতে শুরু করল ক্রিস হাওয়ার্ড। লোক দু'জন ঘোড়া নিয়ে দ্রুত বেগে ট্রেইল ধরে ছুটল। তৃপ্ত হয়ে পাইপে টান দিল সারডো। মিথ্যে না বলে কৌশলে সত্যি বললেও উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়, আপন মনে ভাবল বেনন।

কিছুক্ষণ পরে ক্রিস হাওয়ার্ডের দলের অন্যরাও ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেল। এবার নিশ্চিন্তে আরাম করে খড়ের গাদায় গা এলিয়ে দিল বেনন। চমৎকার তাজা গন্ধ ছাড়ছে সদ্য তোলা খড়। খুব ক্লান্ত বোধ করছে ও। ঘুমিয়ে পড়তে সময় নিল না।

সূর্য ওঠবার বেশ পরে ঘুম ভাঙল ওর, দেখল ওর ওপরে ঝুঁকে আছে বুড়ো সারডো। 'নাস্তার ব্যবস্থা করেছি তোমার জন্য,' বলল বুড়ো। 'খেয়ে নিয়ে কেটে পড়ো। এশহর তোমার জন্য স্বাস্থ্যকর মনে হচ্ছে না।'

খড়ের বিছানা ছাড়ল বেনন, উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে খড়ের টুকরো ঝাড়ল, তারপর বুড়োর পেছন পেছন মই বেয়ে নেমে এলো নিচে।

লিভিং কোয়ার্টারে বেননকে নিয়ে এলো সারডো। মাংস ভাজা আর ডিম সেদ্ধ দেখে ঠোঁট দুটো দু'কানের পাশে গিয়ে ঠেকল বেননের। হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিল ও, বসে পড়ল টেবিলে। ওর খাওয়ার রাক্ষুসে ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল সারডো।

'হ্যাঁ, পুরুষ মানুষের খাওয়া এমনই হওয়া উচিত। যারা খাওয়া শেষ করতে জানে না তারা আবার পুরুষ নাকি! কাজের মানুষদের কখনও খাবার ফেলে রাখতে দেখিনি আমি।'

'ঠিকই বলেছ,' একমুখ খাওয়া নিয়ে বলল বেনন। নাক টেনে বাতাস নিল। 'আমি কি গরমাগরম কেকের গন্ধ পাচ্ছি, নাকি নাকটা বিশ্বাসঘাতকতা করছে?'

'অপেক্ষা করো। দেখব কতো খেতে পারো। বানানো হয়ে গেছে প্রায়।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বেনন, দেখল সেলুনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে মরমন জন। আর কেউ নেই ধারেকাছে। ও যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ঘোড়ার খুরের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবগুলো দাগই শহর থেকে বেরিয়ে গেছে, শহরে ঢোকেনি একটাও।

সারডো গরম কেক দেয়ায় কামড় বসিয়ে আবার বাইরে তাকাল বেনন।

রাস্তার দাগের দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে মরমন জন। ভ্রূ কুঁচকে উঠল লোকটার, ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলুনের ভেতরে চলে গেল। ওদিক থেকে চোখ ফেরাল বেনন, অলস গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আস্তাবল আর শহরের শেষপ্রান্তের মাঝখানে কয়েকটা বাড়ি দেখেছি, থাকে কেউ ওগুলোতে?'

'না। শুধু খালি বাড়ি আর পুরোনো গোল্ড স্ট্রাইক সেলুনটা। অনেক বছর হলো কেউ থাকে না শহরের ওই অংশে।'

সেলুনের দিকে তাকিয়ে আছে বেনন, মরমন জনকে আবারও বের হতে দেখল ও, সন্দেহ নেই লোকটা কৌতূহলী, যদিও কৌতূহল লুকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বারান্দা ঝাড়ু দিতে শুরু করল। মাঝে মাঝেই চারপাশে তাকাচ্ছে। তবে বেশিরভাগ সময়েই চোখ আটকে যাচ্ছে পশ্চিমের ট্রেইলে।

বেননের কাপে কফি ঢেলে দিল সারডো। ভাব দেখে মনে হলো

না বেনন বাইরের কিছু একটা লক্ষ করেছে সে-ব্যাপারে কোন উৎসাহ আছে তার। দু'মিনিট পরে উঠে দাঁড়াল বেনন, হাত-পায়ের আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিয়ে চেয়ার বদলে বসল। কফিতে চুমুক দিল আয়েস করে। এখন ও যেখানে বসেছে সেখান থেকে ট্রেইলের বেশ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ঝাপসা সাইনবোর্ড দেখে গোল্ড স্ট্রাইক সেলুনটা চিনতে পারল। পেছনের কোনায় একটা জানালা আছে। মরমন জন কী জানালায় কিছু একটা লক্ষ করেছে?

কফিতে চুমুক দিতে দিতে সারডোর নিচু গলার কথা শুনছে বেনন, মুখ খোলার পর থেকে যথেষ্ট কথা বলছে বুড়ো। পশ্চিমের ট্রেইল আর রুক্ষ অঞ্চল নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে মানুষটা।

'অ্যাপলগেট ট্রেইলটা প্রথমে ব্যবহার করে,' বলছে সারডো। 'তারপর নিজের যাত্রাপথে ওই ট্রেইল ধরে খানিকটা যায় পিট ল্যাসেন। সে-সময়ের লোকদের নেশা ছিল দ্রুত বড়লোক হওয়ার। ওদের ধারণা হয়েছিল একবার ক্যালিফোর্নিয়াতে হাজির হতে পারলে সোনার তালের অভাব হবে না। এজন্যই হামবোল্ট ট্রেইল যখন দক্ষিণে সরে গেল তখন ব্যাপারটা তাদের পছন্দ হয়নি।'

পুরোনো দিনের আরও গল্প করবার ইচ্ছে ছিল সারডোর, কিন্তু বেননের কফি শেষ হয়ে গেছে। উঠল বেনন, ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'এবার যেতে হয় আমাকে। তুমি কী আমার ঘোড়াটায় স্যাডল চাপিয়ে দেবে? আমার একটা জরুরী কাজ ছিল।'

চট করে বেননের দিকে তাকাল সারডো। বেননের গলায় এমন কিছু একটা আছে যেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। মাথায় টুপি চাপাল বেনন। 'কেউ একজন শহরে রয়ে গেছে। অবশ্যই ওই পুরোনো সেলুনে আছে। অপেক্ষা করছে আমি বের হবো।'

সারডো চলে যাবার পরে সেলুনের দিকে তাকিয়ে থাকল বেনন, কয়েক মুহূর্ত মাত্র, ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল ও। আস্তাবলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো করালে। একমুহূর্ত দাঁড়াল ওখানে, তারপর সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় চোখ সয়ে আসার পরে করালের বেড়ার পাশ দিয়ে এগোল। চমৎকার একটা সকাল। বাতাসে খড়-চামড়া আর সেজব্রাশের তাজা গন্ধ। সেজ ভরা টিলাগুলো দেখলে মনটা উদাস হয়ে যায়।

বার্নের কোনায় এসে দাঁড়াল ও। মাথা থেকে হ্যাট খুলে সাবধানে

উঁকি দিল পরিস্থিতি বোঝার জন্য।

কাছের বাড়িটা পাথুরে গলিপথের ওদিকে, তিরিশ ফুট হবে দূরত্ব। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সেলুনের একটা কোনা শুধু দেখা যাচ্ছে। জানালাটার আকৃতিও স্পষ্ট নয়। অদৃশ্য আততায়ী গানম্যান যদি ওকে দেখতে চায় তাহলে তাকে জানালার কোনায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে লোকটা গুলি করতে পারবে না। হ্যাট পরে নিল বেনন, তারপর এক পা পিছিয়ে তীরের মতো ছুট দিল বাড়িটার পেছনের দেয়াল লক্ষ্য করে। ওখানে পৌঁছে থামল। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে শব্দ শোনার চেষ্টা করল।

নিঃশব্দ চারপাশ। পুরোনো বাড়িটার তক্তাগুলো বয়সের কারণে দগ্ধ হতে হতে তামাটে রং ধরেছে, শুকনো গন্ধ ছাড়ছে। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে এগোল বেনন, একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। ফাঁকা বাড়ির ভেতর দিয়ে ওর দৃষ্টি চলে গেল সেলুনের সামনে। চুপ করে দেখছে বেনন। খানিক পরে সেলুনের জানালায় একটা ছায়া সরে যেতে দেখল। তার মানে ঠিকই সন্দেহ করেছিল ও। শহরে ও লুকিয়ে থাকতে পারে চিন্তা করে পেছনে একজনকে রেখে গেছে লোকগুলো।

পা টিপে টিপে বাড়ি কোনায় চলে এলো বেনন, কাছের বাড়িটাই শহরের শেষ বসতবাড়ি। ও এখন যেখানে আছে সেখান থেকে আরও দশ ফুট দূরে ওটা। ওখানে যেতে হলে অন্তত তিনটে পদক্ষেপ নিতে হবে। পুরোটা সময় থাকতে হবে সেলুনে অবস্থান নেয়া লোকটার চোখের সামনে। লোকটা যদি প্রস্তুত থাকে তাহলে সহজেই ওকে ফুটো করে দিতে পারবে।

নুড়িপাথরের ওপরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এলো ওর। আস্তাবলের দিক থেকে আসছে। সারডো ওর ঘোড়াটা বের করেছে নিশ্চয়ই, পানি খাওয়ানোর জন্য চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গেছে। অদৃশ্য আততায়ীর মনোযোগ ওদিকে আকৃষ্ট হবেই। দ্রুত তিন পদক্ষেপে কাছের বাড়িটার আড়ালে সরে এলো বেনন। আধসেকেন্ড পরে গর্জে উঠল একটা সিক্সগান, গুলিটা কাঠের দেয়ালে ঠক করে বিঁধল।

বাড়িটার কোনা ঘুরে শুয়ে পড়ল বেনন, ক্রল করে এগোল। গোল্ড স্ট্রাইক সেলুনের সুইং ডোরটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল সেলুন বন্ধের সময়। বাইরের দরজাটাও ভেড়ানো, তবে সামান্য একটু ফাঁক হয়ে আছে। চকিতে বেননের মনে হলো দরজার ফাঁকে একজনের

কালো বুট দেখেছে ও। সিক্সগান বের করে কালো আকৃতিটা লক্ষ্য করে গুলি করল বেনন।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা গর্জন ছাড়ল একটা অস্ত্র। বাড়ির কোনা লক্ষ্য করেই গুলি করা হয়েছে। বেননের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে কাঠের দেয়ালে গাঁথল। ঝুরঝুর করে কাঠের কুচি পড়ল বেননের গায়ে। পরের গুলিটা গেল ওপর দিয়ে। তার পরেরটা একেবারেই বেননের মাথা ঘেঁষে। একটু পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করল বেনন। বুঝতে পারছে ওর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আততায়ী যে-ই হোক, রাইফেল ব্যবহার করছে সে। আওয়াজ শুনে মনে হলো স্পেন্সার।

গুঙিয়ে উঠল বেনন। একটু বিরতি। তারপর আবারও। এবার গলার আওয়াজ আরও ক্ষীণ। বাতাস স্তব্ধ। আওয়াজটা নিশ্চয়ই গানম্যানের কানে যাবে। লোকটা বিভ্রান্ত হবে কিনা সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ নেই। দশ পর্যন্ত গুনল বেনন, তারপর আবার কাতর আওয়াজ করল। আওয়াজটা শুনে মনে হবে তীব্র ব্যথায় গোঙাচ্ছে দুর্বল কোন আহত লোক।

সেলুনের ভেতরে কোন আওয়াজ নেই। গরম বাতাস একেবারেই থমকে আছে। রাস্তায় দূরে দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা, তারপর থমথমে নীরবতা নামল আবারও। বারান্দার নিচে থেকে মাথা বের করে বেননের দিকে তাকাল একটা গিরগিটি। ওটার সোনালী চোখে স্পষ্ট কৌতূহল। অপেক্ষা করছে বেনন। অতি ধীরে বয়ে চলেছে সময়। সেলুনের ভেতরে কাঠের মেঝে মৃদু ককিয়ে উঠতে শুনল ও। আবার নীরবতা নামল চারপাশে।

একটা হ্যাট বেরিয়ে এলো। নড়ল না বেনন। গায়েব হয়ে গেল হ্যাট, সেলুনের ভেতরে নড়াচড়ার আওয়াজ হলো। পিছিয়ে এলো বেনন, বাড়ির পেছন ঘুরে কোনায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। দরজাটা খানিকটা খুলে গেছে এখন। মনে হলো গানম্যান যেদিকে গুলি করেছিল সেদিকেই তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে এলো লোকটা। এক নজরেই চিনতে পারল বেনন, এ সেই শিলনোড়া।

এখন লোকটার হাতে একটা সিক্সগান শোভা পাচ্ছে। কাছ থেকে কাজ সারতে চায় বোধহয়। বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। নামছে রাস্তায়।

আর দেরি করল না বেনন, বেরিয়ে এলো খোলা জায়গায়।

'শিলনোড়া!' গলা উঁচিয়ে ডাকল বেনন, 'সিক্সগানটা ফেলে দাও!'

মনে হলো বিদ্যুৎ খেলে গেল লোকটার দেহে, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, কুঁজো হয়েই গুলি করল। এতো দ্রুত গুলি করেছে, তারপরও বেননের মাথার পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। হাতের তালুর ঘষায় হ্যামার তুলল বেনন, ট্রিগারে স্পষ্ট করল তর্জনী।

ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল আউট-ল, হাত থেকে সিক্সগানটা খসে পড়ল। কনুই থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। অন্য অস্ত্রটার দিকে হাত বাড়াল শিলনোড়া। দাঁত খিঁচিয়ে খিস্তি আউড়াচ্ছে। অস্ত্র বের করে আনতে শুরু করল। আবার গুলি করল বেনন। লোকটার বুড়ো আঙুল উড়িয়ে দিল।

আস্তে আস্তে মাথার ওপর রক্তাক্ত দু'হাত তুলল লোকটা।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে,' নিচু গলায় বলল বেনন। 'এখন আমার কথা শুনে চললে ভাল করবে। এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও। ভুলেও যেন তোমাকে আর দেখা না যায়।'

'না!' দাঁতে দাঁত পিষল লোকটা। রাগে টকটকে লাল হয়ে গেছে চোখ দুটো। 'যা করলে তারপর তোমাকে আমি খুন করব! করবই!'

আট

মরুভূমির পশ্চিমে ক্যানিয়নগুলোর কোন একটার গোপন আশ্রয়ে রাখা হয়েছে চোরাই গরুর পাল। কালো ঘোড়াটায় চেপে সেদিকেই এখন চলেছে রক বেনন। নিজের পছন্দমতো গতিতে অ্যাপালুসাটাকে এগোতে দিচ্ছে ও। অসম্ভব গরম পড়েছে, তবুও বেশ দ্রুতই চলেছে জন্তুটা।

স্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে বেনন। অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের দাগ আছে ট্রেইলে। গভীর মনোযোগে একটা একটা করে

আলাদা ভাবে চিনে নিয়েছে ও চিহ্নগুলো। কিছুদূর পরেই হয়তো আলাদা হয়ে যাবে কয়েকটা ঘোড়া, তখন জানা যাবে কাদের ও অনুসরণ করছে। সন্দেহ নেই সামনের দিকের একটা ঘোড়ায় আছে ক্রিস হাওয়ার্ড। লোকটাকে নজরে রাখতে হবে, ভ্রূ কুঁচকে ভাবল বেনন। বামদিকের সামনের ঘোড়াটা অস্বাভাবিক ভাবে দৌড়ায়। খুরের গোড়াগুলো খানিকটা বাইরের দিকে, আর সাসটেইনারগুলো ভেতরের দিকে ছাপ ফেলেছে। আরেকটা ঘোড়ার খুর লম্বাটে। ট্র্যাকগুলো যেন নীরব ভাষায় কথা বলছে বেননের সঙ্গে। একটা ঘোড়া নির্দেশ মানতে চাইছিল না। বারবার পথ থেকে সরে যেতে চেয়েছে। জোর করে ওটাকে পথের ওপরে রাখা হয়েছিল।

গ্রিসউডে ছাওয়া বালির টিলাগুলো থেকে সরে গেছে ট্রেইল, সোজা গিয়ে ঢুকেছে মরুভূমির ধূসর বালির রাজ্যে। ঘোড়া থামিয়ে পরিস্থিতিটা আন্দাজ করে নিল বেনন। মরুভূমি দেখে যদিও মনে হয় খোলামেলা, কিন্তু কৌশল খাটালে আস্ত একটা আর্মিও লুকিয়ে থাকতে পারবে কারও চোখে ধরা না পড়ে। বুঝতে পারছে ও, প্রতিটা খাঁজ-ভাঁজ আর টিলা-টক্কর খুঁজে দেখতে গেলে সময় অনেক বেশি লেগে যাবে। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে ওকে, ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলায় নামতে হবে।

বেশ কয়েকবার সামনে ধুলো উড়তে দেখল ও। তবে একবারও অশ্বারোহী চোখে পড়েনি। দূরের পাহাড়ের গভীরে গিয়ে ঢুকেছে তেমন একটা ক্যানিয়নের দিকে যাচ্ছে লোকগুলো। সারডো যা বলেছে তাতে ওদিকেই কোথাও আছে প্যাহুট মিডো। তাই যদি হয় তাহলে ওপথে গরু সরানো সম্ভব। প্যাহুট চুড়োর কাছে পানি আছে। আরও সামনে কোথাও আছে ক্ল্যাপার ক্রীক।

ঘামের সঙ্গে ধুলো মেখে ভূত হয়ে গেছে বেনন। ওর কালো ঘোড়াটাও এখন ধূসর। হ্যাটের ব্রিম টেনে দিল বেনন, আগের চেয়েও সতর্ক হয়ে উঠল। সামনে যখনই কোন আড়াল নেওয়ার মতো জায়গা পড়ছে, তখনই যতোটা সম্ভব সাবধানে এগোচ্ছে ও। তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। রোদে ঝিলিক দিয়ে ওঠা রাইফেলের নল, কিংবা প্রতিপক্ষের অন্য কোন চিহ্ন যদি থাকে তাহলে আগেই তা দেখতে চায় ও। নইলে নির্ঘাত মরতে হবে। ক্রিস হাওয়ার্ড কী শুধু শিলনোড়ার ওপর দায়িত্ব দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছে কিনা কে জানে! তা যদি লোকটা নাও করে থাকে তবু এগোতে ওকে হবেই।

পাহাড়টাকে এখন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো প্রাচীরের মতো দেখাচ্ছে। এখন আর কালো নেই, ধূসর আর বাদামী ছোপ দেখা যাচ্ছে। রুক্ষ ঢালগুলোতে ঝোপঝাড় গজিয়েছে। প্যাহুট মিডোর সবুজ সহজেই চোখে পড়ে। ঘোড়াটা গতি বাড়াতে চাইছে, তবু ওটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখল ও।

সামনে পানি আর ঘাস আছে, টের পেয়ে গেছে অ্যাপালুসা। ওটা জানে না সামনে আছে রাইফেলধারী আততায়ীর দল। এখন লোকগুলোর ট্র্যাক দেখে বেনন বুঝল খোঁড়াচ্ছিল যে ঘোড়াটা সেটা এখন দলের পেছন পেছন চলছে। ওটার জায়গা নিয়েছে অন্য একটা ঘোড়া। সম্ভবত সামনের ডানদিকে আছে ক্রিস হাওয়ার্ড। নেতৃত্ব ছাড়ার লোক নয় সে। আরও মনোযোগ দিয়ে ট্র্যাক দেখল বেনন।

মিডো ফাঁকা পড়ে আছে। সবুজ ঘাসের জমিতে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল বেনন। অ্যাপালুসাটাকে পানি খাইয়ে এনে খুঁটি পুঁতে দড়ি আটকে দিল, এখন আর বেশি দূরে যেতে পারবে না। তাজা সবুজ ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দিল ঘোড়াটা। বেনন মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। বেশিক্ষণ ওকে খুঁজতে হলো না, ফল পেয়ে গেল। গরুর খুরের চিহ্ন। এখানে গরুর ট্র্যাকের সঙ্গে এসে মিশেছে ক্রিস হাওয়ার্ডের দলবল। জুয়া খেলে জিতে গেছে বেনন, ওর ধারণাই সঠিক, দলের কয়েকজন গরু রেখে এগেটে গিয়েছিল গলা ভেজাতে।

আধঘণ্টা পরে স্যাডল টাইট করে বেঁধে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ও। সামনে ক্রমেই সরু হয়েছে ক্যানিয়ন। দু'পাশের পাথুরে দেয়ালগুলো আকাশ ছুঁয়েছে যেন। এখানে ওখানে জন্মেছে বড় বড় গাছ। ঝোপের কোন শেষ নেই। এখানে গরুর পাল শহরে যাওয়া রাসলারদের থেকে অন্তত কয়েক ঘণ্টার পথ এগিয়ে ছিল। তবে অশ্বারোহীরা দ্রুত এগোতে পারবে, সহজেই ধরে ফেলবে গরুর পালকে।

লোকগুলোকে খুঁজে পাওয়াই যথেষ্ট নয়। এমনকি গরুগুলোকে উদ্ধার করাও যদি সম্ভব হয় তাহলেও যথেষ্ট হয় না। ও যা জানতে চায় সেটা হচ্ছে গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়। আগেরগুলো কোথায় গেছে। গরুর কাজ যারা একসঙ্গে করে তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় সে সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের চেয়ে গাঢ় হয়ে গেছে। জাড ক্রুসকে ও পছন্দ করে। তাছাড়া এই লোকগুলো ওর বন্ধু রাস্টি ফেরিসকে

আক্রমণ করেছিল, খুন করবার চেষ্টা করেছে।

জমি ফাটিয়ে দিচ্ছে রুদ্র সূর্য। পাথরগুলো থেকে উত্তাপের ভাপ বের হচ্ছে। ক্যানিয়নের ভেতরটা যেন আভেন। ঘামে ভিজে গেছে বেননের শার্ট। ঘোড়াটা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। সামনে পথটা চওড়া হয়েছে। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গরুর খুরের ছাপ। সমতল একটা অধিত্যকা ধরে ওগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অধিত্যকায় বাতাস পরিষ্কার, তাপও যেন খানিকটা কম। সতর্ক হয়ে আছে বেননের স্নায়ু। অনুভব করছে শীঘ্রি গরুর পালের দেখা পেয়ে যাবে ও।

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল সমতল অধিত্যকা। বেননের সামনে রুক্ষ এবড়োখেবড়ো প্রকাণ্ড সব ঢাল আর ঢেউ খেলানো প্রান্তর। তারই মাঝ দিয়ে সরু পথ নেমে গেছে অনেক নিচের একটা খোলা মাঠে। মুখের ঘাম মুছে সতর্ক চোখে পাথুরে ঢালে চোখ বুলাল বেনন। এখানে কেউ যদি গুলি খায় তাহলে বহু নিচে গিয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। ঢালু পথের পুরোটা ঝুঁকিপূর্ণ, যতো এগোবে, ঝুঁকির পরিমাণও ততোই বাড়বে। ঘোড়া সামনে বাড়াল ও, নিজের ইচ্ছেয় পথ চলতে দিল। গরু আর রাইডারদের ব্যবহৃত পথেই এগোল ওটা।

অনেক নিচে কালো একটা বিন্দুর নড়াচড়া চোখে পড়ল বেননের। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামাল ও। কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পর বুঝতে পারল একটার পেছনে চলেছে আরও অনেকগুলো চলমান বিন্দু। গরুর পাল!

ওগুলোর সামনে সামনে চলেছে এক আরোহী, দু'পাশে আরও বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতিটা যাচাই করে দেখল বেনন। পছন্দ হলো না। এখান থেকে সামান্য এগোলেই একেবারে খোলা জায়গা দিয়ে যেতে হবে ওকে। ক্রিস হাওয়ার্ডের দল ট্রেইলটা ব্যবহার করে, তার মানে পুরো এলাকা ওদের ভাল করেই চেনা থাকবে। শিলনোড়া ভিক্টর যখন ওদের সঙ্গে মিলিত হয়নি তখন ওরা হয়তো ধরেই নেবে পেছনে কোন গণ্ডগোল হয়েছে। দলে যদি লেনি আর্থারের লোক থাকে তাহলে বেননের ব্যাপারে নিশ্চয়ই অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ করেছে তারা।

এখন ওই খাড়া পথে নামার একমাত্র অর্থ হচ্ছে সেধে নিজেকে বিপদে ফেলা। পথের বেশিরভাগটাই পাথুরে আর খোলামেলা। মাঝে মাঝে সামান্য আড়াল দেবে বোল্ডারগুলো। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। লোকগুলো হয়তো কোন বোল্ডারের আড়াল থেকে ওকে অ্যাম্বুশ করতে

পারে। হতাশ বেনন অ্যাপালুসাটাকে প্রথম ঢালের গোড়ায় কয়েকটা পাথরের আড়ালে নিয়ে এলো।

ঘোড়া থেকে নেমে স্যাডলটা খুলে ফেলল ও, শুকনো ঘাস জোগাড় করে ভাল মতো দলাই মলাই করতে শুরু করল অ্যাপালুসাকে। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আদরটা উপভোগ করছে কালো ঘোড়া। 'তোর মালিক জানত কীভাবে ঘোড়ার যত্ন নিতে হয়,' মন্তব্য করল বেনন। 'বুড়ো খোকা, তোর চলন দেখেই আমি বুঝে গেছি তুই সত্যিকারের বোদ্ধা। ভাল প্রশিক্ষণ না পেলে এভাবে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতি না।'

ক্যান্টিন থেকে পানি নিয়ে স্পঞ্জ করল ও অ্যাপালুসার মুখ। এবার নিজেও খেল কয়েক ঢোক পানি। হ্যাটে পানি ঢেলে খেতে দিল ঘোড়াটাকে। কাজটা সেরে একটা বোল্ডারের পাশে ছায়ায় বসে অপেক্ষায় থাকল। চোখে বিনকিউলার, দেখছে নিচের এলাকাটা।

রাতের অন্ধকারে ওই পাহাড়ী পথে নামা ছেলেখেলা হবে না। তার ওপর আঁধারে ট্র্যাক দেখাও মুশকিল হয়ে পড়বে। গরুর গোবর হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারে, তবে পাথরের বুকে খুরের দাগ আশা করে লাভ নেই।

অতি ধীরে বয়ে চলেছে দুপুরটা, খরতাপ ছড়াচ্ছে সূর্য, এক সময় হেলে পড়ল, দুপুর মিশে গেল বিকেলের সঙ্গে। পুবের পাহাড়ে গাঢ় হতে শুরু করল ছায়াগুলো। ক্যানিয়নের ভেতরে নামল আঁধার। সন্ধের আবছা আলোয় বড় রহস্যময় আর বিষণ্ন দেখাল প্রকৃতি। আকাশের প্রান্তে দেখা দিল নীল আলোর শেষ রেখা। এবার স্যাডলে উঠল বেনন, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল। সন্ধের বাতাসে ভাসছে সেজ আর গরুর প্রচ্ছন্ন গন্ধ। পথ খুঁজে নিয়ে দ্বিতীয় ঢালে নামল ঘোড়াটা। সমতল থেকে নামার জন্য নতুন করে এখানে পথ খুঁজে নিতে হলো বেননকে। পুরোপুরি অন্ধকার নামার পর পথ খুঁজে পেল ও। সরু একটা আঁকাবাঁকা ট্রেইল, বোল্ডারগুলোর মাঝ দিয়ে সাপের মতো মোচড় খেয়ে এগিয়েছে, চলে গেছে পাহাড়ের ন্যাড়া অংশ পার হয়ে।

একটু পরে চাঁদ উঠল। নিচের দৃশ্যে অসাধারণ পরিবর্তন আনল রুপোলি আলো। ন্যাড়া চুড়োগুলোর মাথায় আর পাহাড়ের কাঁধে দেখা দিল ভুতুড়ে সবুজ আবছা আলো। মনে হচ্ছে যেন ক্রমেই ঝুঁকে আসছে ওগুলো ওর দিকে। একাকী। বড় একাকী।

নেমে চলেছে বেনন। একসময় ওর নাকে ভেসে এলো তাজা ঘাসের মিষ্টি গন্ধ। মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ বের হচ্ছে। আরেকটা কীসের যেন গন্ধ পেল ও আচম্বিতে। ঘোড়া থামাল ও, সামনে ঝুঁকে রাতের বাতাস বুক ভরে টেনে নিল। গন্ধটা ঠিক পরিচিত লাগছে না, কেমন যেন অস্বস্তির বোধ জাগিয়ে তুলছে। এক মিনিট অপেক্ষা করে আবার এগোল বেনন। একটা খুর গোল একটা পাথরে আঘাত হানল। পাথরটা গড়িয়ে পড়ল অনেক নিচে। নিচ থেকে পানিতে পড়ার ছপাস্ শব্দ হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ঘোড়াটা, সামনে কী যেন দেখেছে, ভয় পেয়ে একপাশে সরে গেল।

নামল বেনন। পাথরের ওপর ফাঁপা শোনাল ওর বুটের আওয়াজ। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ও, অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল এতোক্ষণে, বাষ্পের গন্ধ পেয়েছে ও।

বাষ্প!

ছোট একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে টিলার গোড়া লক্ষ্য করে ছুঁড়ল ও। অনেক নিচের পানিতে গিয়ে পড়ল পাথরটা। এক পা সামনে বাড়ল বেনন, পায়ের নিচের ফাঁপা আওয়াজটা গভীর মনোযোগে শুনল। কী যেন একটা মড়মড় করে ভেঙে গেল। পরমুহূর্তে ওর পায়ের নিচের পাথরখণ্ড খসে গেল!

ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। লাফ দিল বেনন, পাগলের মতো দু'হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরতে চাইল। চমকে গিয়ে ঘুরে গেছে ঘোড়াটা, ওটার একটা স্টিরাপ ধরে ফেলতে পারল ও। ওটা ধরে উঠে এলো ওপরে। পায়ের নিচে শক্ত মাটি পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। সারা মুখ ঘেমে গেছে ওর। বুঝতে পারছে কী ঘটেছিল। আরেকটু হলেই ও গরম পানির ঝর্নার মধ্যে গিয়ে পড়ত! সারডোর মুখে শুনেছে এই এলাকায় কীরকম ফুটন্ত পানির ঝর্না আছে। কোথাও কোথাও বিরাট এলাকা জুড়ে বয়ে চলেছে ঝর্নাগুলো। একবার একটা ওয়্যাগন পড়ে গিয়েছিল ওরকম একটা ঝর্নায়। অভিযাত্রীরা ডিম সেদ্ধ করেছিল ওই পানিতে, মাছও রেঁধেছিল।

এখানেই ক্যাম্প করবে ঠিক করল বেনন। খামোকা অন্ধকারে আবারও কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

প্রথম ভোরের ধূসর আলো ফুটে উঠতেই ঘুম ভাঙল ওর। চারপাশ দেখে মনে মনে ভীষণ রেগে গেল ও। ইচ্ছে করেই ট্রেইলের মাঝখানে

পাথর ভেঙে রাখা হয়েছিল, যাতে কেউ অনুসরণ করে এলে নিচের ঝর্নায় গিয়ে পড়ে। খুন করবার জন্যই ফাঁদটা পাতা হয়েছিল। ও বেঁচে গেছে কারণ একটা পাথর আগে ঝর্নায় গিয়ে পড়েছিল। ঘোড়াটা বিপদ বুঝে থেমে যাওয়ায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও মনে মনে। এটা একটা সতর্ক সঙ্কেত। যাদের ও অনুসরণ করছে তারা কী ধরনের মানুষ এ থেকে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ওকে খুন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না লোকগুলো। পেছন থেকে গুলি করতেও বাধবে না। কপাল ভাল না হলে মারাত্মক ভাবে পুড়ে যেতে পারত ও, হয়তো মরতে হতো সেদ্ধ হয়ে।

*

বক্স ফোরের হেডকোয়ার্টারে র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের বারান্দায় অস্থির হয়ে পায়চারি করছে লেনি আর্থার। ভ্রূ কুঁচকে আছে। অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করছে সে। রাস্টি ফেরিস আর রক বেনন এখনও ধরা পড়েনি। ওরা দু'জন না মরলে সমস্ত পরিকল্পনা বাণ্ডাল হয়ে যেতে পারে। ওরকম দু'জন লোক বিরুদ্ধে থাকা মানে শীঘ্রি হয়তো পাততাড়ি গুটাতে হবে। এখন একটা কাজই করবার আছে। গরুর পাল সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে।

গ্র্যাটের সঙ্গে কথা হয়েছে তার। শুনেছে স্লিম হাওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করেছে রক বেননকে শেষ করে দেবে। কিন্তু এক ঝুড়িতে সমস্ত ডিম রাখবার তুলনায় লেনি আর্থার অনেক বেশি চতুর। বিশেষ করে ডিম ঠিক রাখা যখন নির্ভর করছে বেননের মতো দক্ষ একজন বন্দুকবাজের খুন হওয়ার ওপর। ভাবতেই ভাল লাগছে না যে রক বেনন এখনও বেঁচেবর্তে আছে। রাস্টির ব্যাপারটাও ভাবাচ্ছে। তবে এটাও ঠিক যে রাস্টি ফেরিস মরেছে সে সম্ভাবনাই বেশি। সেটা যে জীবিত রাস্টির যে কম বিপজ্জনক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। রাস্টি যে র‍্যাঞ্চে কাজ করত সেখানে তার অনেক বন্ধু আছে। প্রত্যেকের তারা কঠোর রুক্ষ সৎ গানম্যান। তারা যদি খবর পেয়ে এসে হাজির হয় তাহলে সেটা নিশ্চিত ঝামেলা ডেকে আনবে।

কিছু একটা করতে হবে, অনুভব করছে আর্থার, করতে হবে দ্রুত। র‍্যাঞ্চের উঠানে এসে ঘোড়া থেকে নামল লোবো লার্সেন। ভ্রূ আরও কুঁচকে গেল লেনি আর্থারের। মানুষ হিসেবে লার্সেনের কোন গুরুত্ব নেই। ভবঘুরে টাইপের ফকড়া একটা ফালতু লোক। এমন এক

চিড়িয়া যে বিনে পয়সায় পেলে গলা পর্যন্ত মদ গিলে নেবে, কিন্তু মাতাল হবে না। খবর সংগ্রহ করে যার কাছে খবরটার গুরুত্ব আছে তার কাছে বেচে দিন চলে তার। মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে সামান্য কিছু গরু রাসলিঙও করে। কোনরকমে বেঁচে আছে লোকটা, নোংরা আত্মাটাকে এখনও শীর্ণ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দিচ্ছে না। পা টেনে টেনে আর্থারের দিকে এগিয়ে এলো কুঁজো লোকটা।

লোকটা সামনে এসে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়ানোয় পায়চারি থামাল আর্থার, এক দলা থুতু ফেলল লোকটার পায়ের কাছে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করছে সে লোবো লার্সেনকে।

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামাল লোবো। 'মাত্র টাসকোটাল থেকে এলাম। ওখানে লোকে নানা কথা বলছে, মিস্টার আর্থার। স্লিম হাওয়ার্ডের সঙ্গে আপনার কয়েকজন লোককে দেখেছে ওরা। থ্রি এফের জিম হ্যানন লোকজনকে নানা প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছে।'

বিড়বিড় করে গাল বকল লেনি আর্থার। 'ওই গ্র্যাট গাধাটাকে আমি বলেছিলাম কালেন যাতে স্লিম হাওয়ার্ডের সঙ্গে শহরে না যায়।...জিম হ্যানন এখন কোথায়?'

সরু কাঁধ জোড়া আরও কুঁজো করল লোবো। 'শহর থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন গেছে। রাস্টি ফেরিসের কথাও জিজ্ঞেস করছিল। র‍্যাঞ্চারদের কাছে জানতে চাইছিল তারা গরু হারাচ্ছে কিনা।'

'আমিও ভেবেছিলাম এমন হতে পারে।' পকেট থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে লোবো লার্সেনের হাতে গছিয়ে দিল আর্থার। 'লেগে থাকো, লার্সেন। যা কিছু শুনবে আমাকে এসে জানাবে।'

প্রায় কুর্নিশ করে বসল লোবো। 'এগেটে কাল রাতে ঝামেলা হয়েছে। ক্রিস হাওয়ার্ড আর ওর কয়েকজন গানম্যান এক লোকের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। লোকটার উরুতে দুটো সিক্সগান ছিল। তার চেয়েও বড় কথা ওগুলোর ব্যবহার জানে সে। হাওয়ার্ডদের পিছিয়ে যেতে বাধ্য করে সে অস্ত্রের মুখে। ভিক্টর সকালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিল। হাত দুটো জখম হয়েছে তার। শুনলাম ওই দুই অস্ত্রওয়ালা লম্বা লোকটা তাকে জানে না মেরে আহত করেছে। আর এদিকের খবর হচ্ছে ফোর স্কয়ার থেকে জনি কার্ভেলকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে ওই নতুন লোকটা। কার্ভেল বলে বেড়াচ্ছে

লোকটাকে সে খুন করবে। বলছে ওই লোকই রক বেনন, এক সময়ের আউট-ল, পরে অস্থায়ী রেঞ্জার হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ও-ই রক বেনন।' জনি কার্ভেল লেনি আর্থারকেই আগে জানিয়েছে খবরটা। বুকের ভেতর অদম্য রাগ অনুভব করল আর্থার। হাওয়ার্ড সদলবলে গেছে এগেটে! কবে ওরা শিখবে সুষ্ঠু ভাবে ঝুঁকি না নিয়ে কাজ করতে? গরু ছেড়ে এগেটে যাওয়া ওদের মোটেও উচিত হয়নি। ভিক্টর এখন আহত, জনি কার্ভেল প্রতিশোধের নেশায় আধা উন্মত্ত। এটা অবশ্য ভাল কথা। এখন যদি রক বেনন খুন হয় তাহলে দোষটা চাকরি থেকে বিতাড়িত জনি কার্ভেলের ঘাড়ে সহজেই চাপিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু রক বেনন যদি খুনও হয় তবু পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলা যাবে না। অনেক কিছু বেঠিক ভাবে চলছে। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলে গেছে রাসলিঙের গোটা কার্যক্রম। সবকিছু শুরু হয়েছে রাস্টি ফেরিস লোকটা এই এলাকায় হাজির হওয়ার পর থেকে।

'শহরে ফিরে যাও, লোবো,' বলল আর্থার। 'গুজব ছড়াতে থাকো যে জনি কার্ভেলের সঙ্গে বিরোধ বেধে গেছে রক বেননের। কান খোলা রাখবে। ফোর স্কয়ার যা-ই করুক না কেন আমি তা জানতে চাই।'

হয়তো সমস্ত কিছু গুটিয়ে ফেলার সময় হয়ে গিয়েছে। রক বেনন, রাস্টি ফেরিস আর জিম হ্যাননকে মেরে ফেলতে হবে—সম্ভব হলে শহরের বাইরে সারতে হবে কাজটা। তারপর বড় হারে গরু সরিয়ে ফেলতে হবে। একবার কাজটা সারা হয়ে গেলে শুধু অপেক্ষা আর দেখা যে কী ঘটে পরবর্তীতে।

*

কপার মাউন্টিনের ওপরের ঢালে শুয়ে বসে থেকে বেশ সুস্থ বোধ করতে শুরু করেছে রাস্টি। খাবার বা পানির কোন অভাব নেই। পাহাড়ী তাজা বাতাসও সুস্বাস্থ্য অর্জনে খুব কাজে দিয়েছে। দ্রুত সেরে উঠছে ও, ফলে কিছু না করে নিষ্ক্রিয় থাকতে থাকতে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে। নিচের কোথাও আছে বেনন, ওকে হয়তো দরকার বেননের। রাস্টির ঘোড়াটাও বিশ্রাম পেয়ে দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। তাছাড়া বারবার রাস্টিকে গুলি করা হয়েছে গত কিছুদিন, অথচ ভদ্রতাটুকু ফেরত দেওয়ার তেমন একটা সুযোগ পায়নি ও। এটাও অস্থির বোধ করবার একটা কারণ।

'ওই বেননটা!' আপনমনে বিড়বিড় করল রাস্টি। 'ও একাই সব

মজা মেরে দিল!'

বিনকিউলার হাতে নিয়ে গুহার মুখের কাছে বসে আছে রাস্টি, নিচের পাহাড়ী অঞ্চলে চোখ বুলাচ্ছে। অনেকখানি দূরে দেখা যাচ্ছে এক ঘোড়সওয়ারকে, চারপাশ দেখতে দেখতে আস্তেধীরে চলছে লোকটা। রাস্টি জানে না, লোকটা জিম হ্যানন। নিজের এলাকা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে কাউবয়, খুঁজছে রাস্টির চিহ্ন। গরুর ট্র্যাক খুঁজে বের করাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে সে এতো দূরে আছে যে বিনকিউলার দিয়েও ঘোড়ার ব্র্যান্ড রাস্টির পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

আরোহীকে দেখতে দেখতে রাস্টি সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, লোকটা বোধহয় ট্রেইল হারিয়েছে। 'খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার,' বিড়বিড় করে ঘোড়াটাকে বলল রাস্টি। 'লোকটা আমাকে খুঁজে পাবে না। আর খুঁজে যদি না পায় তাহলে সামান্য খবরটুকু থেকেও আমি বঞ্চিত হবো। মনে হচ্ছে ওকে আমার সাহায্য করা দরকার।'

স্যাডল চাপিয়ে হাতে রাইফেল বাগিয়ে ঘোড়ায় উঠল রাস্টি, সাবধানে চলে এলো জঙ্গলের ভেতরে। জঙ্গল থেকে বের হলো না, আড়ালে আড়ালে পৌঁছে গেল অচেনা আরোহীর ফেলে আসা ট্রেইলে। ঝোপের ভেতর দিয়ে বেশিদূর এগোতে হলো না ওকে, দেখল ফিরে আসছে লোকটা। প্রথম দেখাতেই জিম হ্যাননকে চিনতে পারল রাস্টি, ঘোড়াটা চিনতেও দেরি হলো না। এবার ঝোপ থেকে বের হলো ও, হাত তুলে থামতে ইশারা করল।

'রাস্টি ফেরিস,' আন্তরিক হাসল হ্যানন। 'খুঁজছিলাম তোমাকেই।'

'শহরের কী অবস্থা? বেনন আশেপাশেই আছে?'

'না। কোথায় যেন গেছে। ব্যস্ত খুব। মনে হচ্ছে গরুচোরদের ট্রেইল পেয়ে পিছু নিয়েছে।'

পকেট থেকে তামাক বের করল হ্যানন, দু'জন দুটো সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে টান দিল। ধোঁয়া গেলার ফাঁকে রাস্টিকে শহরে আর রেঞ্জে কী কী ঘটেছে জানাল হ্যানন। এগেটের লড়াইয়ের কথাও বাদ গেল না। জানাল ভিক্টর আহত দু'হাত নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে।

'নির্ঘাত বেননের কাজ। বাধ্য না হলে কাউকে ও খুন করবে না। তবে ওই ভিক্টর সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে ওটাকে দুনিয়া ছাড়া করলেই ভাল করত বেনন।'

সায় দিল হ্যানন। 'অতি নীচ একটা শয়তান ওই ভিক্টর। এতোই হারামি লোক যে আউট-লরাও ওকে এড়িয়ে চলে।'

পরিস্থিতি বিচার করে দেখল রাস্টি, তারপর বলল, 'আমি যে গরুগুলোকে অনুসরণ করছিলাম ওগুলো পুবে যাচ্ছিল। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সবগুলোই পুবে গেছে। পুরোনো কোন ট্র্যাক না দেখে বেশ অবাকই হয়েছিলাম। মনে হলো গরুগুলোকে বিকল্প কোন ট্রেইল ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।'

'হতে পারে।' সিগারেট ফেলে দিয়ে পিষে নেভাল হ্যানন। 'কিন্তু পুবে যদি গরু নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে ওগুলোকে এলাকা থেকে বের করা সহজ হবে না। কথাটা লেনি আর্থারের জানার কথা। হাওয়ার্ডরাও একথা জানে। এবার বলি পশ্চিমের কথা। ওদিকে মাইলের পর মাইল যাও, একজন লোকও চোখে পড়বে না। গরুর দেখাও মিলবে না। আছে শুধু প্রচুর বুনো ঘোড়া, অ্যান্টিলোপ আর পালে পালে কয়োট। তবু যদি গরু ওদিকে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে হয়তো অরিগনে বিক্রি করতে পারবে। অনেক লোকই বসতি করেছে ওদিকে। তবে তাদের মধ্যে যাদের গরু আছে তারা গরু পালে দুধের খামারের জন্য। অবশ্য র‍্যাঞ্চ করলে ভালই করা সম্ভব।'

'এমনও হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রাস্টি, 'আর্থার হয়তো অরিগন অথবা ক্যালিফোর্নিয়ায় আরেকটা র‍্যাঞ্চ করেছে। এমনটা হতেই পারে। গরু যদি বিক্রি না করে তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই নিজের একটা বিরাট পাল হয়ে যাবে তার। চোরাই গরু বেচে দুশ্চিন্তা করবার দরকারই পড়বে না।

'মাঝে মাঝেই মনে হয় রাসলারগুলো একাজটা করে না কারণ শালাদের ঘটে বুদ্ধি নেই। চোরাই গরু বিক্রির দরকার কী, শুধু বাছুর বেচেই তো লাল হয়ে যাওয়া যায়। গরু চরাতে থাকো, বাচ্চা দেবে ওগুলো, কোনটার গায়েই পুরোনো ব্র্যান্ড থাকছে না।'

'সম্ভব,' সায় দিল হ্যানন। 'কিন্তু রাসলাররা কেমন হয় তা তো তুমি জানোই বড়লোক হওয়ার কোন ইচ্ছে ওদের থাকে না। সুযোগ বুঝে দাঁও মারতে চায় শুধু। মাস কয়েক আয়েস করতে পারলেই খুশি। হাওয়ার্ডরা যেমন। কিন্তু লেনি আর্থার, ওই লোকটা ব্যতিক্রম। বুদ্ধিমান লোক। ও জানে না এমন কিছু আজও সৃষ্টি হয়েছে কিনা সন্দেহ। অন্তত আমার তা-ই ধারণা।

'আজ পর্যন্ত কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেনি লোকটা রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত। সেজন্যই বলি লেনি আর্থার বুদ্ধিমান। কালেনকে স্লিমের সঙ্গে দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি, পরে রক বেনন এই এলাকায় আসায় ওরা যে আচরণ করল তাতে বিস্মিত হই। দুই আর দুই মেলাতে শুরু করলাম তখন। তাৎপর্য বুঝতে দেরি হলো না। বড় কোন একটা ব্যাপার নয়, ছোট ছোট ব্যাপার যোগ দিয়ে ফেললাম। ক'দিন আগে গ্র্যাটের করা খুন, বক্স ফোরের রাইডারদের বেজায়গায় দেখা–সব মিলিয়ে বিচার করলে একটা সম্ভাবনাই মনে আসে। লেনি আর্থার আর তার দলবল রাসলিঙের সঙ্গে জড়িত।'

হ্যাননের কথা শুনতে শুনতে নিজের চিন্তাও করছিল রাস্টি, এখন চিন্তিত স্বরে বলল, 'বেনন সোনার হরিণের পেছনে দৌড়াবে না। ও যদি কোথাও গিয়ে থাকে তার মানে রাসলারদের কোন চিহ্ন চোখে পড়েছে ওর। ওই বুড়ো খোকা সহজে ভুল করবার বান্দা নয়, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো।'

'রওনা হওয়ার মতো সুস্থ হয়েছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল হ্যানন।

'সুস্থ?' তিক্ত হাসল রাস্টি। 'নিশ্চয়ই! সারাদিন ধরে শুয়ে-বসে থাকতে থাকতে পাছা ব্যথা হয়ে গেছে।'

'তাহলে চলো পশ্চিমে যাই। বেনন যাদের অনুসরণ করছে তারা প্রত্যেকেই একেকটা হাড় হারামি। ওর হয়তো সাহায্যের দরকার হবে।'

'মনে হয় না,' বলল গম্ভীর রাস্টি। 'সাহায্য যদি কারও দরকার হয় তাহলে দরকার হবে ওই লোকগুলোরই। তবে সেজন্য আমরাও বেননের সঙ্গে যোগ দেব না তা ঠিক নয়। ওকে সমস্ত মজা একা মেরে দিতে দেব না আমি। ওই লোকগুলোর সঙ্গে আমার নিজেরও কিছু দেনা পাওনা আছে। আমার কাছে গুলি ছিল না বলে সমস্ত পাহাড়ময় আমাকে দাবড়ে বেড়িয়েছে ওরা। আমার মনে হয় ওই জনি কার্ভেলটাই আমার গুলি গায়েব করে দিয়েছিল।'

জিম হ্যাননের পাশে পাশে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল রাস্টি। মনের ভেতরে অস্বাভাবিক একটা আনন্দ অনুভব করছে ও। এবার আসুক ওরা তাড়া করতে! ওর সঙ্গে আছে উইনচেস্টারটা। গুলিরও কোন অভাব নেই এখন। ইঁদুরগুলো এখন তড়িঘড়ি গর্তে লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। পাশের আরোহীর দিকে তাকাল রাস্টি।

হ্যানন লোকটাকে ভাল মানুষ বলেই মনে হয়েছে ওর। দু'জন একসঙ্গে লড়লে রাসলার বা ইন্ডিয়ানদের মোকাবিলা করতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

রক বেনন এগেটে ছিল, তার মানে ওর খবর সংগ্রহ করতে হলে ওখানে আগে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

শক্ত পাথুরে জমিতে খটাখট আওয়াজ তুলছে ওদের ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর খুর। একটু পরে বালিময় একটা জায়গা পার হলো ওরা, গতি কমাল না। টাসকোটালের দিকে চলেছে।

'শহরটা এড়ানোই উচিত হবে না?' জিজ্ঞেস করল হ্যানন।

'না,' এক কথায় জানিয়ে দিল রাস্টি। 'রাসলারের বাচ্চারা ঝামেলা খুঁজছে। সরাসরি ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে ঢুকব আমরা। ড্রিঙ্ক নেব, তারপর রওনা হবো আবার। কেউ যদি ঝামেলা খোঁজে তাহলে তাকেই গোলমাল শুরু করতে হবে।'

হাসল হ্যানন। 'খুব রেগে আছো মনে হচ্ছে, রাস্টি? লোকগুলো বোধহয় দিনের পর দিন তাড়া করে তোমার মেজাজটা খিঁচড়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, রেগে আছি,' স্বীকার করল রাস্টি। 'আমাকে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো ধাওয়া করবার প্রতিফল দায়ী কাউকে না কাউকে দিতেই হবে।'

নয়

বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে ওরা দু'জন টাসকোটালে প্রবেশ করল। ততোক্ষণে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে ওদের ঘোড়াগুলো, খুবই ধীরে ছুটছে। তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তার চারপাশে তাকাল রাস্টি, হিচরেইলে বাঁধা ঘোড়াগুলোর ব্র্যান্ড দেখে নিতে ভুল হলো না ওর। ব্যাঙ্কের সামনে থামল ওরা, হিচর্যাকে ঘোড়া বাঁধল।

'লেনি আর্থারের কোন ঘোড়া দেখলাম না,' মন্তব্য করল হ্যানন। 'হাওয়ার্ডদের ব্র্যান্ডের ঘোড়াও নেই। তবে অন্য ব্র্যান্ডের ঘোড়াতেও চড়ে লোকগুলো।'

কাকতাড়ুয়ার মতো পোশাক পরা এক পাটকাঠির মতো লোক সেলুন থেকে বেরিয়ে এসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, আড় চোখে ওদের দু'জনকে দেখছে। অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করছে লোবো লার্সেন। রাস্টি ফেরিস আর জিম হ্যানন একসঙ্গে শহরে এসে ঢুকেছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ঝামেলা করবার ইচ্ছে আছে। এটা লেনি আর্থারের জন্য দারুণ একটা খবর। খবরটা তার পছন্দ হোক বা না হোক, তার কানে তুললে পয়সা মিলবে। অলস দাঁড়িয়ে থাকল লোবো, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কী হয় দেখছে।

'এসো, খেয়ে নেয়া যাক,' প্রস্তাব করল রাস্টি। 'তারপর বেননকে খুঁজতে বের হওয়া যাবে। মনে হচ্ছে এগেটে গেলেই ভাল করব আমরা। ওখানে যাওয়ার পথ চেনো তুমি?'

নড করল জিম হ্যানন, তার চোখ স্থির হয়ে আছে লোবো লার্সেনের ওপরে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল। এলোকটা সম্বন্ধে একটা ভাল কথাও শোনেনি সে আজ পর্যন্ত কারও কাছে। তবে খারাপও শুনেছে সামান্যই। যতোদূর জানে তাতে বোঝা হয়ে গেছে লোবো লার্সেন একটা মহা অপদার্থ। তবু লোকটার আচরণে গোপনে খেয়াল করে দেখার প্রবণতাটা ওর চোখ এড়ায়নি। নিজেকে হ্যানন বলে রাখল, এ-লোকটার ব্যাপারে চোখ খোলা রাখতে হবে।

রেস্তোরাঁয় খেতে বসে বারবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল হ্যানন। লার্সেন এখনও আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন আবার তাকাল, দেখল চলে গেছে সে। তাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠবার কোন কারণ নেই। লোকটা লেনি আর্থার অথবা হাওয়ার্ডদের কারও সঙ্গে জড়িত নয়।

শহর ছেড়ে এগেটের পথে এগোনোর সময় নতুন ট্র্যাক চোখে পড়ল হ্যাননের। বক্স ফোরের ট্রেইল এই রাস্তা থেকেই মোড় নিয়ে সরে গেছে। লার্সেন যদি আর্থারের খবরদাতা হয়ে থাকে তাহলে শীঘ্রি সে বাঁক নেবে। ঘোড়া থেকে নেমে বিকেলের কমে আসা আলোয় সহজেই ট্র্যাক পরীক্ষা করে দেখল হ্যানন।

'একেবারে নতুন,' রাস্টির দিকে তাকাল সে। 'বাতাস পড়ে

যাওয়ার পরে এদিক দিয়ে গেছে লোকটা। বড়জোর এক ঘণ্টা হবে। আরও আগের হলে এই নরম বালিতে ট্র্যাক মুছে যেত।'

'কাউকে শহর ছাড়তে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল রাস্টি।

'না। কিন্তু লোবো লার্সেন নামের একটা অকর্মার ঢেঁকি শহরে ঘুরঘুর করছিল। আমরা রেস্তোরাঁ থেকে বের হওয়ার আগেই চলে যায় সে।'

সামনের এলাকায় চোখ বুলিয়ে নিল রাস্টি। 'এগেটে যাবার আর কোন পথ চেনো?'

'চিনি। কিন্তু দূরত্ব বেশি পড়ে যাবে।'

'তাহলে সে-পথেই চলো। সাবধানে চোখ-কান খোলা রেখে পথ চলতে হবে।'

নীরবে ঘোড়া ছোটাল ওরা। দ্রুত চিন্তা চলছে রাস্টির মাথায়। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বক্স ফোর থেকে অনেক সরে এসেছি আমরা?'

'তিন-চার মাইল হবে। সামনের ঢিবির কাছে বুনো ঘোড়ার তৈরি একটা ট্রেইল আছে।' কৌতূহলী চোখে রাস্টিকে দেখল হ্যানন। 'কী ভাবছ বলো তো?'

'ওখান থেকে র‍্যাঞ্চ হাউস কাছে?'

'হ্যাঁ। স্পষ্ট দেখা যায়।'

হাসল রাস্টি। 'ভাবছি ওই জায়গাটা পার হওয়ার সময় হাতের তুরুপের তাসটা ফেলব। কিছুটা বিশ্রাম নেব ওখানে, দেখব রাইফেলগুলো ব্যবহার করে কতোটা মজা তুলে নিতে পারি। আর্থারের লোকগুলো বড় বেশি আরামে বেতন নিয়ে নিচ্ছে, এসো ওদের দেহ-মনে একটু নাড়া দিয়ে যাই।'

রাস্টির বলবার ভঙ্গিতে হ্যাননও হেসে ফেলল। সায় দিয়ে বলল, 'চলো!'

ঘোড়ার তৈরি স্বল্প ব্যবহৃত ট্রেইলটা ধরে রাস্টিকে পছন্দ মতো একটা জায়গায় নিয়ে এলো হ্যানন। এখানে উঁচু ঢালের ওপর পড়ে আছে কয়েকটা প্রকাণ্ড বোল্ডার। পরিষ্কার দেখা যায় এখান থেকে র‍্যাঞ্চটা।

ঘোড়া থেকে নামল রাস্টি, চোখ জোড়া চকচক করছে ওর।

'জিম,' গম্ভীর শোনাল ওর গলা। 'কাজটা সত্যিই পছন্দ হবে আমার।' দুটো বোল্ডারের মাঝখানের সরু ফাঁকে রাইফেলটা রাখল ও।

এতোদূর থেকেও র‍্যাঞ্চের হিচরেইলে একটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। ঘামে ভিজে কালো দেখাচ্ছে ওটার বাদামী চামড়া। কয়েক মিনিট আগেই ওটাকে খাটানো হয়েছে।

খুব সাবধানে হিচরেইলে লক্ষ্যস্থির করল রাস্টি। আস্তে করে ট্রিগারে স্পর্শ করল ওর আঙুল। কড়াৎ করে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ ছাড়ল উইনচেস্টার। আওয়াজটা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা, হিটরেইল গুঁড়িয়ে দেয়া বুলেটের ভয়ে পিছিয়ে যেতে চাইল। টান খেয়ে ভেঙে গেল ক্ষতিগ্রস্ত রেইল। ঘোড়াটা মাথা উঁচু করে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল।

বাড়ি থেকে ছিটকে বের হলো এক লোক, ঘোড়াটার পেছনে বৃথাই দৌড়াতে শুরু করল। তার ঠিক পাশেই ধুলোতে নাক গুঁজল রাস্টির দ্বিতীয় বুলেট। মেয়েদের মতো তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার বের হলো লোকটার গলা চিরে। এতো দ্রুত ঘুরে দৌড় দিয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করল যে পিছলে পড়েই গেল সে মুখ থুবড়ে। এবার র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে রাইফেলের নল তাক করল রাস্টি, মহা মৌজে একটা একটা করে জানালার কাঁচগুলো গুলি করে ভাঙতে শুরু করল। ওর সঙ্গে যোগ দিল জিম হ্যানন, পরপর দুটো গুলি আধখোলা দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল সে, তারপর মনোযোগ দিল বাঙ্ক হাউসের জানালার কাঁচ ভাঙায়।

কুয়োর দড়িটা কঠিন টার্গেট হিসেবে পছন্দ হলো রাস্টির। তৃতীয় গুলিতে গোড়া থেকে কেটে দিতে পারল ওটা। কুয়োর পানিতে বালতি পড়ার আবছা শব্দ শুনতে পেল। দড়িও গেছে বালতিও গেছে, এখন পানি তুলতে হলে আবার নতুন করে ব্যবস্থা নিতে হবে। করালের পানির চৌবাচ্চা লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল হ্যানন, ফুটো চৌবাচ্চা থেকে হড়হড় করে পানি পড়তে শুরু করল। একটা গুলি করল বাঙ্ক হাউসে কেউ থাকলে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য। এবার গুলি করল দু'জন র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজা লক্ষ্য করে। এই মাত্র মাটিতে আছাড় খাওয়া লোকটা দৌড়ে গিয়ে ঢুকেছে ভেতরে। ভেঙে গেল আরেকটা জানালার কাঁচ। নতুন উৎসাহে ওরা এবার চিমনি লক্ষ্য করে গুলি শুরু করল। গর্তে গর্তে ভরে গেল নতুন টিনের চিমনি।

ভাঙা একটা জানালা থেকে পাল্টা গুলি করে জবাব দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে হ্যানন আর রাস্টির মনোযোগ কেড়ে নিল লোকটা। ওদের গুলির তোড়ে রাইফেলের নলটা জানালার চৌকাঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে

গেল মুহূর্তে।

হ্যাননের দিকে ফিরে আন্তরিক হাসল রাস্টি। 'চলো, এবার এগেটে যাওয়া যাক, জিম। র‍্যাঞ্চের লোকগুলো এখন আর মনের খুশিতে নেই, কী বলো?'

*

বক্স ফোরের র‍্যাঞ্চ হাউস। মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল লেনি আর্থার, মুখটা তিক্ততা আর রাগে থমথম করছে। দাঁতে দাঁত পিষে ভাঙা জানালাগুলো দেখল সে। একটা বুলেট এসে লেগেছে ঘরের ভেতরে রাখা বালতিতে, মেঝেতে পানি থইথই করছে। তার কফি পটটা আরেকটু হলে হাত থেকে ছিটকে চলে যেত। দেয়ালের একটা ছবি ফুটো হয়ে ছিঁড়েখুড়ে গেছে। দরজার অবস্থা ঝাঁঝরা। গ্র্যাট কথা বলছিল তার সঙ্গে, ছিটকে আসা একটা কাঠের টুকরোর আঘাতে গ্র্যাটের গাল থেকে রক্ত ঝরছে।

দরজার আড়ালে থেকে বাঙ্ক হাউসের দরজার দিকে তাকাল তারা। কালেনের আবছা আকৃতি দেখতে পেল, সে-ও পরিস্থিতি যাচাই করে দেখছে। 'হয়তো চলে গেছে লোকগুলো,' বলল গ্র্যাট। 'মনে হলো মিনিট খানেক আগে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম।'

'ওরা সবক'টা জানালার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে,' চেঁচিয়ে জানাল কালেন। 'কারা ওরা?'

বাইরে বেরিয়ে এলো লেনি আর্থার, চোখে আগুন নিয়ে যে ঢিবি থেকে গুলি এসেছে সেটার দিকে তাকাল। 'আমি জানব কী করে!' দাঁত খিঁচিয়ে জবাব দিল সে। 'একজনের বেশি ছিল।'

'ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে ভাল হবে না,' বলে বসল কালেন। 'ব্যাটারা জানে কীভাবে গুলি করতে হয়।'

'রক বেনন হতে পারে না,' বলল গ্র্যাট। 'গতরাতে এগেটে ছিল সে।'

দরজায় উঁকি দিল লোবো লার্সেনের মাথা, ভীত চোখে ঢিবিটার দিকে তাকাল সে। কাঁপা গলায় বলল, 'ওরা রাস্টি ফেরিস আর জিম হ্যানন। ওদের দেখা গেছে সেটা বলতেই এখানে এসেছিলাম আমি।'

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল আর্থার। 'তো বলোনি কেন আগে!'

'আসলে,' প্যান্টের পায়ায় অস্বস্তি ভরে হাত ডলল লোবো, 'খিদে

পেয়ে গিয়েছিল আমার। সামনে অতো খাবার দেখে বসে গেলাম। ভেবেছিলাম খেতে খেতে বলব, কিন্তু তার আগেই তো গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।'

'শহরে রাস্টিকে দেখেছ, ঠিক বলছ তো?' জিজ্ঞেস করল গ্র্যাট।

'দিব্যি দিয়ে বলতে পারি। তার সঙ্গে জিম হ্যাননও ছিল।'

গ্র্যাটের দিকে চোখ ফেরাল আর্থার। 'আমাকে তুমি বলেছিলে রাস্টি ফেরিস মারা গেছে।'

'আমি তাই ভেবেছিলাম,' অজান্তেই গলা নিচু হয়ে গেল গ্র্যাটের। 'শেষ যখন তাকে দেখা যায় তখন রিজের দিকে ছুটছিল সে। প্রচুর গুলি করা হয় তাকে লক্ষ্য করে। তারপর তার ঘোড়া যখন খুঁজে পেলাম তখন ওটার কেশর রক্তাক্ত ছিল।'

'তুমি একটা গাধা, গ্র্যাট,' ঘড়ঘড়ে গলায় মন্তব্য করল আর্থার। 'ওখানে তোমাদের পিকনিক করতে পাঠাইনি আমি। যখন তোমার কাছে আমি কোন রিপোর্ট চাই, তখন আশা করি তুমি যা জানো তা-ই বলবে, যা তোমার উর্বর মস্তিষ্ক ভেবেছে সেটা নয়।'

থমকে দাঁড়িয়ে আছে লেনি আর্থার, পরিস্থিতি বিচার করে দেখছে, এমন কিছু খুঁজে পাচ্ছে না যাতে তার মন সান্ত্বনা পেতে পারে। মেজাজটাই খিঁচড়ে গেছে। এখানে নিরাপদে বসবাস করে এসেছে সে এতোদিন। এখন হঠাৎ করেই সেই নিরাপত্তা উধাও হয়ে গেছে। গুলি করা হচ্ছে তার বাড়িঘর লক্ষ্য করে! যা খুশি তা-ই করেছে লোকগুলো। র‍্যাঞ্চ হাউস লক্ষ্য করে গুলি করেছে, জানালাগুলো ভেঙেছে, বাঙ্ক হাউসেরও একই অবস্থা। অথচ যারা একাজ করল তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। ধীরেসুস্থে পরিকল্পনা মতো কাজ সেরে নিরাপদে চলে গেছে লোকগুলো। যা চেয়েছিল তা-ই করেছে তারা। করালের ঘোড়াগুলো পাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, সে-চেষ্টাও তারা করেনি। নিজের অবস্থা মনে পড়তে তিক্ততায় ছেয়ে গেল লেনি আর্থারের মন। এই একটু আগেও তাকে ঘরের মেঝেতে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকতে হয়েছে।

আপাতত লোক দু'জন চলে গেছে। সম্ভবত গেছে এগেটে। বোধহয় রক বেননকে খুঁজছে। হাওয়ার্ডরা যদি রক বেননের চিরনিদ্রার ব্যবস্থা করতে না পারে, আর যদি এদু'জন বেননের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহলে রাসলিঙের কাজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তবে এদু'জনের গরুর

পেছনে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সে নিজে বার কয়েক চেষ্টা করে দেখেছে, গরু কোন্ পথে যাবে জানা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবার ট্র্যাক খুঁজে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হতে হয়েছে তাকে।

চিন্তিত আর্থার পরিস্থিতি মনের ভেতরে নেড়েচেড়ে দেখল। বড় দাঁওটা মারতেই হবে। ওটা বন্ধ রেখে বসে থাকবার কোন মানে হয় না। এবার যে চালানটা গেল তার চেয়ে ঢের বড় হতে হবে পরবর্তী চালান। রক বেনন, রাস্টি ফেরিস আর ওই জিম হ্যানন যদি গরু সরানোর সময় হাওয়ার্ডদের অনুসরণ করে তাহলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে লোক তিনজন আর কখনও ফিরে আসতে না পারে।

'কালেন,' হঠাৎ মুখ খুলল লেনি আর্থার। 'ঘোড়া নিয়ে শহরে চলে যাও। স্লিম হাওয়ার্ডকে খুঁজে বের করে বলবে যে রাস্টি ফেরিস আর জিম হ্যানন পশ্চিমে এগেটের দিকে যাচ্ছে রক বেননকে খুঁজতে। ওকে জানাবে আমি চাই ওদের তিনজনের একজনও যেন জীবিত ফিরতে না পারে। যেভাবে হোক–আমি আবারও বলছি, যে করে হোক, শেষ করে দিতে হবে ওদের। আমার শুধু এ-ব্যাপারে একটা কথাই বলবার আছে। কাজটা করতে হবে মরুভূমির পশ্চিমে কোথাও। তাহলে ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা জানতে পারবে না কেউ কখনও। আমার কথা মাথায় ঢুকেছে?'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে মাথা কাত করল কালেন। তিনজন লোক খুন হতে যাচ্ছে, ভাবল কালেন। লোকগুলো ভাল, সৎ। কিন্তু কল্পনা শক্তি অতি কম কালেনের, ন্যায়নীতির বোধও প্রখর নয়। তবে নিজের নির্ধারিত নিয়মে চলে সে। আর সে নিয়ম বলে কাউকে পেছন থেকে গুলি করে মারা মারাত্মক অন্যায়। আরেকটা ব্যাপার কালেনের মনের শান্ত সাগরে ঢেউ তুলল। যার যার লড়াই তার তার নিজেরই লড়া উচিত। লেনি আর্থার লড়াই করবার কোন ইচ্ছেই দেখাচ্ছে না, এর ওর ঘাড়ে নিজের কাজ চাপিয়ে দিচ্ছে। 'আচ্ছা,' বিড়বিড় করল কালেন। 'আমি শহরে যাচ্ছি।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব,' চট করে বলে উঠল লোবো। গুলি শুরু হওয়ার পর থেকেই ভয়ে ভয়ে আছে সে। টাসকোটালে একা ফেরার চিন্তাটা তার বুকের ভেতর কাঁপন উঠিয়ে দিচ্ছে। তাছাড়া অন্য কারও সঙ্গে যাওয়ার বদলে কালেনের সঙ্গে গেলে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করবে সে। মোটাসোটা কাউবয় ঠাণ্ডা মাথার লোক. সহজে

ঝামেলায় জড়ায় না।

করালের দিকে হাঁটা দিল কালেন। পেছন থেকে লোবো লার্সেনের দিকে তাকাল লেনি আর্থার। লোকটাকে গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করলেও কখনোই পছন্দ করতে পারেনি সে। চারিত্রিক দৃঢ়তা তো নেই-ই মানসিক স্থিরতাও নেই লোবো লার্সেনের। এর ওপর ভরসা করে কোন ঝুঁকি নেয়া যায় না। বিশ্বাস করা যায় না একে। বিশ্বাস আর্থার করেও না। সত্যি বলতে নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে বিশ্বাস করে না।

সন্ধের আলোয় লোক দু'জনকে শহরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখল আর্থার, লোকগুলো দূরে চলে যাওয়ার পরে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বেশ জোরাল বাতাস শুরু হয়েছে, সে বাতাসে ভেসে ভাঙা জানালা দিয়ে ধুলো ঢুকছে ঘরে। এ যেন একটা ভুতুড়ে বাড়ি! চিন্তাটা মাথায় আসায় সামান্য চমকে গিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল আর্থার। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক বলা যায় না তাকে, কিন্তু চিন্তাটা মনের ভেতর খারাপ অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। বিষণ্ন মনে জানালার দিকে তাকাল সে। শহর থেকে নতুন কাঁচ কিনে আনতে হবে। তার মানেই হচ্ছে কৌতূহলের জন্ম দেয়া। যাদের সঙ্গে ব্যবসায়ীক সম্পর্ক আছে তাদের উত্তেজিত মন্তব্যও শুনতে হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই খবরটা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। অনেকেই হয়তো সন্দেহ করবে রাস্টি ফেরিস আর জিম হ্যানন যা করেছে তার পেছনে উপযুক্ত কারণ না থেকে পারে না।

জিম হ্যানন লোকটা বিরক্ত করে তুলছে।

রাস্টি ফেরিস আর রক বেনন দু'জনই এই এলাকায় নতুন, গানফাইটার হিসেবে নাম আছে তাদের, ওরকম লোক যদি মারা যায় তাহলে অবাক হওয়ার তেমন কিছুই নেই, খুব একটা প্রশ্নও উঠবে না। কিন্তু জিম হ্যানন এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, সৎ একজন কাউহ্যান্ড, সুনাম আছে তার—কঠোর পরিশ্রমী লোক, মদ খাওয়ার বদঅভ্যেস নেই। ঝামেলা এড়িয়ে চলে।

কিন্তু এখন আর কিছু করবার নেই। লোকটাকে বাঁচতে দেয়া যায় না। ওদের তিনজনকেই খুন হতে হবে। যতো দ্রুত কাজটা শেষ করা যাবে ততোই মঙ্গল। অস্থির হয়ে কেবিনের ভেতরে পায়চারি শুরু করল লেনি আর্থার। মাথায় গিজগিজ করছে চিন্তা। বেশ কিছুক্ষণ পরে হাল

ছেড়ে দিল। ভাঙা জানালাগুলো যেন সতর্ক হতে নীরব সঙ্কেত দিচ্ছে। নিজে সে এখন বিপদের মধ্যে আছে। সাহসের কোন কমতি নেই তার, কিন্তু সে ভেবেছিল বন্দুকের দক্ষতা অতীতে ফেলে এসেছে। আর ওই দক্ষতার প্রয়োজন পড়বে ভাবেনি। নিজেকে সে একজন সত্যিকারের মাথা ভাবতে শুরু করেছিল। অন্যরা তার হয়ে গুলি খাক, তার ওসবে সরাসরি জড়ানোর দরকার নেই। তার কাজ নির্দেশ দিয়ে সঠিক পথে লোক পরিচালনা।

'বস্?' গ্র্যাট এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। 'ওই লোক দুটো ঝামেলা পাকিয়ে দিয়ে গেছে। কুয়োর বালতির দড়িতে গুলি করে বালতিটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। খাওয়ার পানি পাওয়া মুশকিল হবে।'

'তোলো বালতিটা!' অধৈর্য শোনাল আর্থারের গলা। 'যে গাধাটা কুয়োর গর্ত অতো ছোট করে তৈরি করেছিল তাকে ধরে গুলি করে মারা উচিত। বালতিটা হুকে বাধিয়ে তুলতে পারবে না?'

'চেষ্টা তো করছি। ততোক্ষণ পানির ব্যবস্থা নেই। এমনকী চৌবাচ্চাও শুকনো!'

উঠানে বেরিয়ে এলো লেনি আর্থার। সন্ধের আঁধার নামতে শুরু করেছে। শহরের দিকে যাওয়া পথের দিকে তাকাল, নিচের ঠোঁট চুষছে। হয়তো জাড ক্রুসের ওখানে যাওয়া উচিত এখন। যদি তারা কিছু জেনেই থাকে, ঠিক কতোটা জানে? জনি কার্ভেল চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু সেটা রক বেননের জন্য। গানফাইটার হয়তো এব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা দেয়নি ক্রুসকে। লোকটা সম্ভবত এখনও জানে না কার্ভেলের সঙ্গে তার বা রাসলারদের সম্পর্ক আছে।

লরা ক্রুস–গম্ভীর হয়ে উঠল লেনি আর্থারের চেহারা। দারুণ সুন্দরী একটা মেয়ে। বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানে নাচার সুযোগ হয়েছে তার। হয়তো মেয়েটার সঙ্গে নিজেকে জড়ানোই গরু আর র্যাঞ্চটা হাতে পাবার সহজতম উপায়। বিশেষ করে এখন যখন লরার বাপ বিছানায় পড়ে আছে। সে যাই হোক, যাবে সে ওদের ওখানে, আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলবে, দেখা যাক তার ফলাফল কী দাঁড়ায়। আন্তরিকতা আর সহজ সরল আচরণ, জানে সে, মানুষকে অসতর্ক করে তোলে, হয়তো সত্যি সত্যি লরা ক্রুসকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলতে পারবে সে। অন্তত এটা একটা ভাল প্রয়াস হতে পারে। স্লিম হাওয়ার্ড তার হয়ে রক বেননকে শেষ করে দেবে সে-

মাথায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে আপাতত লাভ নেই।

দেরি না করে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল সে। পেছন থেকে কৌতূহলী নিষ্পলক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল গ্র্যাট। দু'জন গানহ্যান্ড কুয়ো থেকে বালতি তোলার কাজে ব্যস্ত। 'তাড়াতাড়ি করো!' তাদের ধমকে উঠল গ্র্যাট। 'এতো সময় লাগে নাকি! বস্ তো আমাদের ঘাড়ে কাজ চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা পানি পাই কী না পাই তাতে তার কচু আসে যায়।'

বিস্মিত হয়ে কাজ থামিয়ে গ্র্যাটের দিকে তাকাল গানহ্যান্ড দু'জন। তাতে গ্র্যাটের রাগ আরও বাড়ল। উঠানটা আড়াআড়ি পার হলো সে, ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। *কোথায় যাওয়া যায়?*

ক্রীকে। জায়গাটা বেশি দূরে নয়। ওখানে এক বালতি পানি অন্তত পাওয়া যাবে, ক্যান্টিনগুলো ভরে আনা সম্ভব হবে। একটু ইতস্তত করল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা বুঝছ?'

জবাব দিল রেট। 'আটকে গেছে। বালতিটা বোধহয় ভেঙে বের করতে হবে।'

'সকাল পর্যন্ত থাকুক ওরকমই। বাকবোর্ডের ঘোড়ায় রাস পরিয়ে কয়েকটা ব্যারেল তুলে ফেলো ওটায়। ক্রীকে যাব পানি আনতে। জাহান্নামে যাক ওই হারামজাদা রাস্টি ফেরিস! আমি জানি, এ ঠিক ওই বদমাশটারই কাজ। আর কেউ এতো দূর থেকে দড়িটা গুলি করে ছিঁড়তে পারত না।'

মুখ থেকে ঘাম মুছল রেট। 'তা পারত না,' সায় দিল সে। 'রাস্টি ফেরিসও দু'একটা গুলি মিস করেছে। ফ্রেমে একটা গুলি ঢুকেছে, জ্যাম হয়ে গেছে ওটা। ওই লোক সত্যি রাইফেলের জাদুকর।'

তিক্ত মনে নীরবে সায় দিল গ্র্যাট। 'ব্যারেলগুলো বাকবোর্ডে তুলে ফেলো। আমি যাচ্ছি স্কাউটিং করতে। সোজা ক্রীকে চলে এসো।'

*

একটানা পথ চলছে লেনি আর্থার। ফোর স্কয়ারের ট্রেইলটা আঁকাবাঁকা, যতো সে এগোচ্ছে, ততোই মনের ভেতর ধারণা দৃঢ় হচ্ছে, লরাকে বাগিয়ে র‍্যাঞ্চ পাওয়াই সত্যিকারের বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সত্যিটা নিজের কাছে স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই তার। গোলাগুলি আর বুলেটের শিস তার ভেতরে একটা পরিবর্তন এনেছে। চার বছর হলো

গানফাইটিং করেনি সে, খুন করেনি, ফলে চিন্তাধারা অন্যখাতে বইতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মেঝেতে শুয়ে থেকে কেবিনের দেয়াল ফুটো করা বুলেটের গুঞ্জন শুনতে শুনতে প্রতিটা মুহূর্ত সে অনুভব করেছে যেকোন একটা বুলেটই তাকে শেষ করে দিতে যথেষ্ট। উপলব্ধিটা সাঙ্ঘাতিক প্রভাব ফেলেছে তার মনে। পেটের ভেতরে পাক খেয়ে উঠেছে কী যেন। গুলি খেয়ে মরতে হতে পারে ভাবনাটা তার পছন্দ হয়নি। বয়স যখন অপরিণত ছিল তখনকার কথা ছিল আলাদা। বেপরোয়া ঝুঁকি নিতে ভাল লাগত। তখন মনের ভেতরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এমন বুলেট আজও তৈরি হয়নি যেটা তাকে শেষ করে দিতে পারে। মৃত্যুর চিন্তা ছিল তখন সুদূরপরাহত।

তরুণ বয়সে কিছুই তোয়াক্কা না করবার একটা সময় সবারই যায়। সে-সময় পেরিয়ে এসেছে সে। এখন সে জানে মৃত্যু কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। র‍্যাঞ্চ আর গরু হাতে পাওয়ার অন্য কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। সহজ পথ লরাকে জয় করে নেয়া। বুদ্ধি আছে তার, এখন সেই বুদ্ধি কাজে লাগানোর উপযুক্ত সময়।

ফোর স্কয়ারের বাড়িঘর যখন লেনি আর্থারের চোখে পড়ল ততোক্ষণে আকাশের কোণে দেখা দিয়েছে রুপোলি চাঁদ।

দশ

গরম পানির ঝর্না পাশ কাটিয়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে আবার টিলার রাজ্যে ঢুকল বেনন, চারপাশের এলাকা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে আছে। ভাল করেই জানে, সামনে যেকোন সময়ে ওকে অ্যাম্বুশ করা হতে পারে। ওর ঘোড়াটা সত্যি ভাল জাতের, প্রায় স্পীডির মতোই, তবে আজ কয়েকদিন হলো প্রায় বিরতি না নিয়েই পথ চলতে হচ্ছে, বেনন বারবার করে অনুভব করছে স্পীডি সঙ্গে থাকলে ভাল হতো।

জ্বলজ্বল করছে সকালের সূর্যটা, আবহাওয়া সবে মাত্র উষ্ণ হয়ে

উঠতে শুরু করেছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গরুগুলোর ট্র্যাক। চিহ্ন দেখে বুঝতে ওর দেরি হলো না যে ক্রিস হাওয়ার্ডের দল গরুর পালের কাছে পৌঁছে গেছে। এখানে ওখানে দু'একটা গরুর ছাপ ওর স্মরণে রাখা চেনা ঘোড়াগুলোর খুরের দাগ নষ্ট করে দিয়েছে।

হাই রকে পৌঁছে গেছে গরুগুলো। ট্রেইলের ওপর ঝুঁকে আছে চার-পাঁচশো ফুট উঁচু খাড়া দেয়াল। ক্যানিয়নের মেঝেতে জন্মেছে রাই ঘাস। ক্যানিয়নটা বেশিভাগ জায়গাতেই সরু, তবে মাঝেমধ্যে চওড়াও হচ্ছে। কোথাও কোথাও ডোবায় পানি দেখতে পেল বেনন। দু'বার ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে আর তৃষ্ণা নিবারণ করতে দিল ও। সে সুযোগে পায়ে হেঁটে সামনের পথ পর্যবেক্ষণ করে এলো। সর্বক্ষণ সতর্ক, যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফাঁদে পড়তে না হয়। এখানে ওখানে ওয়্যাগনের পুরোনো ট্র্যাক চোখে পড়ল ওর। বৃষ্টির পানির কারণে কোথাও কোথাও চাকার দাগ অনেক গভীর। সামনে বড় বড় ঘাস ছেয়ে আছে ক্যানিয়ন। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ খোলা একটা ঘাসজমিতে এসে বেনন দেখল ট্রেইল নেই আর সামনে।

ধাঁধায় পড়ে গেল ও। এখানে ওখানে দেখল মাত্র দু'একটা গরুর চিহ্ন। কিন্তু আস্ত গরুর পাল যেন ঘোড়ার পেট সমান উঁচু ঘন ঘাসের সবুজ প্রান্তরে হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেছে। আচমকা একটা বাছুরের বাঁ-বাঁও চিৎকার শুনতে পেল। খুবই কাছে!

খুঁজতে শুরু করল বেনন, প্রথমে দেখা পেল একটা বক্স ফোর ব্র্যান্ডের বাছুরের। বাছুরটা যদি অন্য র‍্যাঞ্চের হয়ে থাকে তাহলে বলতেই হবে রিব্র্যান্ডিঙের কাজটা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সারা হয়েছে। ও যখন বাছুরটা পেল তখন ওটা ক্যানিয়নের দেয়ালের কাছে জন্মানো একটা ঝোপের কাছে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গরুটার ব্র্যান্ডও নতুন করে দেয়া হয়েছে। পোড়াটা এখনও কাঁচা। তবে ব্র্যান্ডটার ওপর কারিগরী ফলানো হয়েছে কিনা তা বোঝার কোন উপায় নেই ওটাকে মেরে চামড়া ছাড়িয়ে উল্টোদিক পরখ না করলে। সামনে বাড়ল বেনন, যদিও ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা গরুর দেখা পেল, কিন্তু গরুর পালের চিহ্ন আর চোখে পড়ল না।

ক্যানিয়নে আরও ঘুরে ফিরে দেখল ও, কোন ট্রেইল খুঁজে পেল না। ইয়েলো রক ক্যানিয়নে মাত্র একটা বাছুরের চিহ্ন আছে। ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলো ও পাথুরে দেয়ালের ওপর থেকে ঝরে পড়া একটা

ঝর্নার কাছে। অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। সারাটা বিকেল ট্রেইল খুঁজেই কেটে গেছে, সাফল্যের মাত্রা শূন্যের কোঠায়। শুকনো ঝোপ জোগাড় করে আগুন জ্বালল ও, রাতের খাবার তৈরি করল। খেতে খেতে চিন্তা করল বর্তমান পরিস্থিতি। ভেবে দেখল এপর্যন্ত যা ঘটেছে।

অনেক খুঁজেও ঠিক কোথায় ট্রেইলটা অদৃশ্য হয়েছে সে-জায়গাটা বের করতে পারেনি ও। মনে হচ্ছে গরুর পাল অল্প অল্প করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাই রকে রয়ে গেছে বেখেয়ালে ফেলে যাওয়া সামান্য কয়েকটা গরু।

ভোরে আবার রওনা হলো ও, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া গরুর পাল আর চোরাই গরুর চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলল কয়োট স্প্রিঙের দিকে। এক অশ্বারোহী এসেছে ওপর্যন্ত। যে-লোকটার ঘোড়া অবাধ্যতা করছিল সে। ওখানে থেমে ক্যাম্প করল বেনন। কাছের ম্যাসাকার লেক শুকিয়ে খটখটে হয়ে থাকলেও কয়োট ঝর্নায় পানি আছে এখনও। এতো উত্তরে এখন পর্যন্ত একটা গরুর চিহ্নও চোখে পড়েনি ওর। ঠিক করল, কাল সকালে দক্ষিণের দিকে ফিরে যাবে আবার।

*

আবছা আলোয় সামনের রাস্তায় চোখ বুলাল রাস্টি ফেরিস। 'ঠিক জানো তো, জিম, এটাই সেই পথ? ওই ট্র্যাকগুলো দেখে বেননের বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু এতো বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল কেন ও?'

'হয়তো রাসলারদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে বেনন,' মন্তব্যের সুরে বলল জিম হ্যানন। 'কয়েক মাইল আগে আমরাও তো হারিয়ে ফেলেছিলাম। কয়েকদিন আগে আমাদের র‍্যাঞ্চের এক ছেলে এদিকে গরুর পালের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল। পরে ট্র্যাক হারায়, যেন গরুগুলো বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

এগিয়ে চলেছে দু'জন। হঠাৎ থামল হ্যানন। 'সামনে আগুন। ওই যে, ডানদিকে।'

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে আগুন লক্ষ করে এগিয়ে চলল ওরা, আগুনের তিরিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গিয়েও কারও দেখা পেল না। একটা শীতল গলা বলে উঠল, 'সোজা আগুনের সামনে গিয়ে ঘোড়াগুলো থামাও। আগুনের দিকে মুখ করে নামবে, যাতে তোমাদের মিষ্টি

চেহারা আমি দেখতে পাই।'

'বেনন!' গলাটা চিনতে পেরে মুচকি হাসল রাস্টি। 'বুড়ো গাধা!'

'এখনও উনত্রিশ হয়নি আমার, রাস্টি,' আহত স্বরে প্রতিবাদের সুরে বলল বেনন, প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'কী অবস্থা তোমার, প্রাচীন শেয়াল? নামো ঘোড়া থেকে। এক্ষুণি কফি চড়িয়ে দিচ্ছি। রেঞ্জ থেকে এতো দূরে করছটা কী তোমরা?'

'তোমাকে অনুসরণ করে এসেছি। কী ভেবেছিলে তুমি?' হাসল রাস্টি। বেনন ওর বয়স উল্লেখ না করাই তার কারণ। 'আমরা ভয় পাচ্ছিলাম তুমি রাসলারদের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারো।'

'বানি রেমন্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমাদের? ওকে ফোর স্কয়ারে পাঠিয়েছিলাম আমি। র‍্যাঞ্চে ওকে দরকার হবে।'

'না, ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। হবে কী করে, র‍্যাঞ্চে তো আমরা থামিইনি। কয়েক মিনিটের জন্য এগেটে থেমেছিলাম, এক বুড়ো ফসিলের সঙ্গে কথা হলো, ওর নাম সারডো। যা বলল তাতে তো মনে হলো খুব এক হাত দেখিয়েছ তুমি ওখানে।'

'আগের চেয়ে বড় ঝামেলায় আছি এখন,' বলল বেনন। গরু খুঁজতে গিয়ে কী ঘটেছে খুলে বলল ও। শেষে বলল, 'অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে স্বীকার করতেই হয় যে ট্রেইল হারিয়েছি। এখন ভাবছি দক্ষিণে যাব। সোজা লং ভ্যালিতে। দেখব পশ্চিমের দিকে ওদের ট্র্যাক পাই কিনা। উত্তরে আসেনি চোরগুলো। পুবে তো ফিরে যাবেই না, যদি না ইডাহোতে যাবার ইচ্ছে থাকে।'

চিন্তিত চেহারায় রাস্টিকে দেখল বেনন। 'তুমি ঠিক আছো তো? মানে বলতে চাইছি যে ধরনের কাজে নেমেছ সে-তুলনায় সুস্থ বোধ করছ তো? অনেক রক্ত হারিয়েছ তুমি।'

'শুধু সুস্থ?' নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল রাস্টি। 'যেকোন দিন তোমাকে আমি ঘোড়া চালিয়ে পেছনে ফেলে দিতে পারব। সেজন্য অর্ধেক দক্ষতাও কাজে লাগাতে হবে না আমাকে। আর রক্তের কথা যদি বলো, যা রক্ত হারিয়েছি তার দ্বিগুণ হারালেও যেকোন সময়ে রাসলাদের মুখোমুখি হতে পারব।'

'শুনেছ ওর কথা?' জিম হ্যাননের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল বেনন। 'নিরেট মাথার মর্কটটা এমনই লোক যে প্রেয়ারিতে আগুন লাগলেও ক্যাম্প সরাবে না। ব্যাগলে নামের মহা বিজ্ঞ এক লোক ওর

সম্বন্ধে বলেছে, এই মর্কটের শরীরটা পূর্ণ বয়স্কদের হলেও মগজটা দু'বছরের বাচ্চাদের মতোই অপরিপক্ক।'

'ও বললেই হলো?' খেপাটে গলায় জিজ্ঞেস করল রাস্টি। 'বিপদে আমাকে পাশে দেখলে খুশি হয়নি ব্যাগলে?'

'তা হয়েছে,' স্বীকার করল বেনন। পরমুহূর্তে বলল, 'বিপদে আপদে থাকলেও বাচ্চাদের সত্যি পছন্দ করে ও।'

রাতের তর্কবিতর্ক শেষে ঘুম দিয়ে সকালে নাস্তার পালা সেরে রওনা হয়ে গেল ওরা। আগে আগে চলেছে বেনন, ওর অ্যাপালুসা সারারাত বিশ্রাম পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে।

কয়েক মাইল পশ্চিমে ম্যাসাকার ক্রীক পেরিয়ে শুকনো ম্যাসাকার লেকের ওপর ঝুঁকে আছে পেইন্টেড পয়েন্ট, আকাশছোঁয়া বিরাট একটা দর্শনীয় টিলা, লং ভ্যালির প্রবেশ পথ নির্দেশ করছে।

'পেইন্টেড পয়েন্ট পর্যন্ত গিয়ে ছড়িয়ে পড়ব আমরা,' বলল বেনন। 'তারপর খুঁজে দেখব এতো উত্তরে গরুর কোন চিহ্ন আছে কিনা। না পেলে যতোক্ষণ না পাই দক্ষিণে যাব। আমার ধারণা গরুর পাল নিয়ে হয় উত্তরে নয়তো পশ্চিমে এসেছে রাসলাররা। এগোতে থাকলে ওদের চিহ্ন চোখে পড়তে বাধ্য।'

নীরবে সায় দিল রাস্টি, বিড়বিড় করে বলল, 'আমার যেটা অবাক লাগছে, ওরা হাই রক থেকে বের হলো কী করে!' বেননের দিকে তাকাল। 'তুমি তো বলছ চিহ্ন হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে। ঠিকই বলেছ। তোমার মতো করে খোঁজার সুযোগ হয়নি আমাদের, কিন্তু আমরাও তো ওই একই অবস্থা দেখলাম। তার মানেটা দাঁড়াল কী! এতোগুলো গরু গায়েব হয় কী করে এভাবে?'

সূর্যটা প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে ওরা। ট্র্যাক দেখাল বেনন। 'এ-ব্যাটাও একই দিকে গেছে। লোকটা গরুর পালের সঙ্গে ছিল।'

আরও এক মাইল পরে রহস্যময় আরোহী উত্তরে সরে গিয়ে শুকনো লেক পাড়ি দিয়ে এগিয়ে গেছে সুদূর ইয়েলো পীকের দিকে। ক্ষণিকের জন্য দ্বিধায় ভুগল বেনন, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, 'যেতে দাও ব্যাটাকে। আমরা যেমন ঠিক করেছিলাম তেমনি দক্ষিণেই যাব।'

ক্রমেই চিন্তিত হয়ে পড়ছে বেনন। ফোর স্কয়ার থেকে এতো দূরে এতোদিন সরে থাকতে হচ্ছে সেটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। এলাকার

পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। র‍্যাঞ্চে একজন কাউহ্যান্ড ছাড়া একেবারেই একা আছে আহত ক্রুস আর লরা। বিপদ ঘটলে একা কী করতে পারবে বানি রেমন্ড? কিন্তু এখন ফিরে যাওয়া মানে অনেক দূরের পথ পাড়ি দেয়া, তাছাড়া যদি হাই রক থেকে উধাও হওয়া গরুর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে সেটা ভবিষ্যতে ওদের জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে।

পেইন্টেড পয়েন্ট পেরিয়ে লং ভ্যালির বিশাল বিস্তারে প্রবেশ করল ওরা। এখান থেকে দৈর্ঘ্যে অন্তত নয় থেকে দশ মাইল হবে লং ভ্যালি, প্রস্থের কথা যদি বাদও দেয়া যায়, তবুও মাত্র তিনজনের পক্ষে পুরো এলাকা তন্নতন্ন করে খোঁজা এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা একটা দুরূহ কাজ। সহজতম উপায়টা হচ্ছে উপত্যকা আড়াআড়ি ভাবে পার হওয়া, একবার পার হয়ে পানির উৎসগুলো যাচাই করে দেখা যে গরুর কোন চিহ্ন আছে কিনা।

এক ঘণ্টা পরে উপত্যকার মাঝখানে ছোট একটা সমতল চুড়োওয়ালা টিলার ওপরে বেননের সঙ্গে দেখা হলো রাস্টির। 'হ্যানন আসছে,' জানাল ও। 'কিচ্ছু না! কোন চিহ্নই পাইনি আমরা।'

'আমিও না।' খসখসে দাড়ি ভরা চোয়াল ডলল বেনন। মেজাজটা আরও খিঁচড়ে গেল পাকা কয়টার কথা মনে পড়ায়। বিরক্ত হয়ে বলল, 'আর কিছু করবার নেই, এবার সোজা পিন্টো স্প্রিং পর্যন্ত গিয়ে দেখতে হবে। গরুর পালের জন্য যথেষ্ট পানি আছে ওখানে। কিছু গরু ওদিকে গেছে সেই চিহ্নও দেখেছি আমি। তবে মনে হয় ওগুলো চরে বেড়াতে বেড়াতে ছড়িয়ে পড়া গরু।'

'নাহ্!' ফিরে এসে হতাশ গলায় বলল হ্যানন। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। 'কিছু পেলাম না।' পিন্টো স্প্রিঙে যাওয়ার কথা শুনে বলল, 'একটা টিলার পাশে স্প্রিংটা, আমি চিনি, কিন্তু একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ওটা দেখতে পাবার কোন উপায় নেই। ওখানে যাওয়া বিপজ্জনক। যাওয়া কী ঠিক হবে আমাদের?'

'কী বলছ বুঝতে পারছি,' বলল বেনন। 'ওরা যদি টিলার ওপরে অথবা মেসায় কাউকে পাহারায় রেখে থাকে আর তার কাছে যদি বিনকিউলার থাকে তাহলে সে-লোক অন্তত এক ঘণ্টা ধরে আমাদের চোখে চোখে রেখেছে।'

পরবর্তী উঁচু টিলাটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল রাস্টি।

মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রায় কাঁপছে বাতাস, সেই সঙ্গে নাচছে সামনের দৃশ্যটা। মুখ থেকে ঘাম মুছল ও, হ্যাটের কানা চোখের কাছে নামিয়ে আনল যাতে আরও ভাল করে দেখা সম্ভব হয়। বিস্তৃত সমতলে প্রায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুটো টিলা। 'রাইফেল হাতে কোন লোক ওখানে অপেক্ষা করলে সত্যি আমাদের কপালে দুঃখ আছে,' হ্যানন আর বেননের কথায় সায় দিল ও। বেননের দিকে তাকাল। 'পানি আছে তোমার কাছে?'

'আছে। আগের ওয়াটার হোল থেকে ক্যান্টিন ভরেছি। প্রায় ভরতিই আছে এখনও।'

'আমারটা প্রায় খালি হয়ে গেছে,' লজ্জিত শোনাল হ্যাননের গলা। পরমুহূর্তে ব্যাখ্যা করল, 'আমি যেখানে ছিলাম সেখানে ধুলো ছাড়া আর কিছু ছিল না যে ক্যান্টিন ভরব।' রাস্টির দিকে তাকাল। 'তুমিও কোন ওয়াটার হোল পাওনি?'

'পাইনি,' জানাল রাস্টি, 'তবে অর্ধেক ভর্তি আছে এখনও ক্যান্টিনটা।' ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে ওর চেহারা। 'রাইফেল হাতে কেউ যদি ওদিকে থেকে থাকে তাহলে সহজেই ওয়াটার হোলের কাছ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে বহুক্ষণ।'

'সেক্ষেত্রে তাকে ভালরকম লড়াই করতে হবে,' বলল বেনন। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না। 'চলো, যাওয়া যাক।'

রওনা হয়ে গেল ওরা, পেছনে উড়ছে শুকনো ধুলো। ক্রমেই বেননের মনের ভেতরে একটা ধারণা ঠাঁই করে নিচ্ছে। গরু যেখানেই সরানো হয়ে থাকুক না কেন, এই উপত্যকায় সরিয়ে আনা হয়নি। ঘাস এখানে একেবারেই কম, পানির উৎসও অপ্রতুল; যে-বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে সে-বছর এই উপত্যকা হয়তো চমৎকার চারণভূমিতে পরিবর্তিত হবে, কিন্তু এ-বছরটা গেছে শুকনো। সামান্য কয়েকটা গরু হয়তো কোনরকমে টিকে যেতে পারবে এখনও, কিন্তু বড় কোন পালের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তবু যদি ধরে নেয়া যায় গরুর পাল উপত্যকার নিচের অংশ দিয়ে এসেছে, তাহলে পিন্টো স্প্রিংই একমাত্র উপযুক্ত পানির উৎস।

বাট ঘুরে এগিয়ে চলল ওরা। রাস্টি বেনন চমকে গেল হ্যাননের হঠাৎ চিৎকারে।

'সাবধান!'

সহজাত অভ্যেসে ঘোড়াটাকে চট করে এক পাশে সরিয়ে ফেলল বেনন, মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল সূর্যালোকে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে একটা রাইফেলের নল। কী যেন ওর মাথার পাশ দিয়ে বাতাস কেটে গুঞ্জন তুলে বেরিয়ে গেল, পরমুহূর্তে শুনতে পেল ও রাইফেলের হুঙ্কার। সামনে নিয়ে সরাসরি টিলার দিকে ঘোড়াটাকে ছোটাল বেনন। বুঝতে পারছে টিলার কাছে চলে যেতে হবে। এতো কাছে যাতে সাইটে ওকে পেয়ে গুলি করতে হলে রাইফেলধারীকে আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। ওর আন্দাজ যদি সঠিক হয় তাহলে আড়াল ছেড়ে বের হওয়া রাইফেলধারীর জীবনের শেষ ভুল হবে।

আবার গর্জে উঠল রাইফেলটা। টিলার ওপর থেকে গুলিটা করা হয়েছে। কিন্তু বেনন এখন প্রায় টিলার গোড়ায় পৌঁছে গেছে। দ্রুত ছুটছে ঘোড়াটা, সোজা যাচ্ছে ওয়াটার হোল লক্ষ করে। ছোট একটা ঢালের আড়ালে চট করে সরে গেছে জিম হ্যানন। রাস্টি গায়েব হয়ে গিয়েছে কয়েকটা বড় পাথরখণ্ডের পেছনে। আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো, তারপরই বেননের পেছন থেকে গর্জন ছাড়ল রাস্টির রাইফেল। ততোক্ষণে টিলার ছায়ায় পৌঁছে গেছে বেনন। সামনে থেকে পরপর কয়েকটা গুলি চলল। হঠাৎ হোঁচট খেল অ্যাপালুসাটা, থমকে দাঁড়াল, পরমুহূর্তে পড়ে গেল কাত হয়ে। আগেই লাফ দিয়েছে বেনন, তবু তাল সামলাতে না পেরে বেকায়দা ভঙ্গিতে জমিতে আছড়ে পড়ল ও। ঠিক ওর পাশেই মাটিতে গাঁথল পরবর্তী বুলেট। শরীরটা গড়িয়ে দিল বেনন, একটা বোল্ডারের ধারে ধাক্কা খেয়ে থামল। তিক্ত চোখে তাকিয়ে দেখল ওর ধার করে আনা অ্যাপালুসা মরেছে কিনা। ঘোড়াটা উঠে দাঁড়াতে দেখে মনটা কিছুটা ভাল হলো ওর। ঘোড়ার গলায় রক্তের একটা রেখা। বুলেট চামড়া চিরে বেরিয়ে গেছে। ভয় পেয়েই পড়ে গিয়েছিল ওটা। ছুটে বেশ কিছুদূর গিয়ে থামল।

আরেকটা বুলেট বেনন যেখানে পড়ে আছে তার পাশে পাথরে পিছলে বেরিয়ে গেল। ওর গায়েও লাগতে পারত। কিন্তু আপাতত করবার কিছু নেই। চুপচাপ পড়ে থাকল। মনে মনে ভাবল, *ধরে নে আমি নেই। অতো মনোযোগ পাবার মতো গুরুত্বপূর্ণ লোকই আমি নই!*

ওর রাইফেলটা রয়ে গেছে অ্যাপালুসার স্ক্যাবার্ডে। অ্যাপালুসা এখন অত্যন্ত বিব্রত এবং বিচলিত, সে বেচারা আশ্রয় নিয়েছে কিছুটা

দূরে কয়েকটা বড় পাথরের আড়ালে। অবলা ভোলা মনের প্রাণী, সামান্য কয়েকটা তাজা ঘাস পেয়ে নিশ্চিন্তে পেটপুজোয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অন্তত তিরিশ গজ দূরে আছে ঘোড়াটা। দূরত্বটা এই পরিস্থিতিতে এখন চাঁদের পিঠের চেয়ে কম নয়। দু'শো গজ দূরেও হবে না, তক্কে তক্কে অপেক্ষা করছে দক্ষ রাইফেলবাজরা।

সূর্যটা যেন সত্যিই আগুন ঝরাচ্ছে। চিন্তিত চোখে চারপাশটা দেখল বেনন। যে বোল্ডারটার পেছনে ও আছে সেটা আশ্রয় হিসেবে খুব একটা সুবিধের নয়। অবস্থা করুণ হয়ে উঠবে যদি রাইফেলধারীদের একজন বামদিকে সরে গিয়ে অবস্থান নেয়। সেক্ষেত্রে ওকে স্পষ্ট দেখতে পাবে লোকটা। এক গুলিতে সাধের জীবনটা খতম করে দেবে।

চোখ কুঁচকে ঘামের ফোঁটা সরাবার চেষ্টা করল ও, শঙ্কা নিয়ে বামদিকে তাকাল। ওদিকে সবচেয়ে কাছের আড়াল হচ্ছে অ্যাপালুসা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাথরগুলো। বেশ কিছু ঝোপও আছে ওখানে। ওসবের আড়ালে অন্তত দশ-বারোজন লোক নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবে। কিন্তু এখন ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করা মানে সজ্ঞানে আত্মহত্যা করা। ডানদিকে কিছু পাথর আছে। ওগুলো আকারে ছোট আর ছড়ানো ছিটানো, আড়াল হিসেবে যথেষ্ট হয়তো নয়, কিন্তু বিশ গজ দূরে একটা খাঁজমতো আছে।

কিছুক্ষণ দ্বিধায় ভুগে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেনন, ঝুঁকিটা নেবে। রাইফেলধারীরা এখনও চিন্তা করলেও শীঘ্রি টের পেয়ে যাবে যে ওকে সহজেই কোণঠাসা করা সম্ভব। সরে যদি যেতেই হয় তো এখনই বোধহয় শেষ সময়। সিক্সগান হাতে ক্রল শুরু করল বেনন, বালির সঙ্গে মনে প্রাণে মিশে যেতে চাইছে। ক্রল করে চলে এলো পরের পাথরটার কাছে। ওপর মাথার মাত্র এক ইঞ্চি ওপর পর্যন্ত আড়াল দিচ্ছে পাথরটা। একটা বুলেট পাথরটার খানিকটা অংশ চিরে দিল। টান পড়ল বেননের হ্যাটে। কুঁজো হয়ে তিন পা দৌড়ে এগোল ও, তারপর ঝাঁপ দিল, চোখ বুজে ফেলেছে অজান্তে। বালি আর ধুলোর একটা মেঘ তুলে জমিতে পড়ল ও। ওর চারপাশে রাগী ভোমরার মতো গুঞ্জন তুলল বেশ কয়েকটা বুলেট।

সামলে নিয়ে গম্ভীর দুঃখিত চেহারায় নিজের অবস্থান খেয়াল করল বেনন। আগের চেয়ে খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই ও। কিন্তু সান্ত্বনার

কথা হচ্ছে খাঁজটা এখন আগের চেয়ে কাছে। দুটো পাথরের মাঝ দিয়ে লুকিয়ে থাকা রাইফেলধারীদের অবস্থান আন্দাজ করল ও। হঠাৎ দেখতে পেল একটা বুটের গোড়ালি। দূরত্বটা সিক্সগানের জন্য একটু বেশিই হয়ে যায়, তবে নিজের ওপর ভরসা আছে ওর, তাছাড়া ড্র করতে হচ্ছে না, দ্রুত গুলি করবার প্রয়োজনীয়তা নেই, কনুই রাখতে পারছে রেস্টে, গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমই। চিন্তা করতে যা দেরি। সে-তুলনায় গুলিটা পাঠিয়ে দিতে সময় নিল না ও। তাড়াহুড়োটা ভাল ফলাফল বয়ে আনল না। এক ইঞ্চি আগে বালিতে নাক গুঁজল বুলেট। চট করে পা সরিয়ে নিল রাসলার।

বেননের পেছনে কড়াৎ করে উঠল রাস্টির রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট চিৎকার ছাড়ল এক লোক। কুৎসিত গালাগালের মাধ্যমে প্রকাশ পেল তার মনোভাব। দুঃখই হলো বেননের। রাস্টির মরা বাপ-মা যদি শুনত তাঁদের বিনা দোষে কী বলা হচ্ছে তাহলে নির্ঘাত চমকে কবরে উঠে বসত।

আবার গুলি করেছে রাস্টি। গালাগাল থেমে গেল, পরিবর্তে বিস্মিত রাগান্বিত একটা চিৎকার ছাড়ল লোকটা। বালির ওপর দিয়ে ক্রল করে এগোতে শুরু করল বেনন, খাঁজের কাছে পৌঁছে শরীর গড়িয়ে দিয়ে নেমে গেল নিচু জমিতে। এতোক্ষণে রাইফেলের গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা দূর হলো। কোল্ট দুটো পরীক্ষা করে দেখল ও, যে অস্ত্রটা দিয়ে গুলি করেছিল সেটায় নতুন একটা বুলেট ভরে নিল।

ঠিক কোথায় কী অবস্থায় আছে ভাল করে দেখে নিল ও। এবার মনোযোগ দিল পরিস্থিতি বোঝার জন্য। রাস্টি গুলি চালিয়ে যাচ্ছে, তার মানে ভালই আছে। কিন্তু জিম হ্যাননের কোন সাড়াশব্দ নেই। লোকটা হয়তো আহত হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে ভাল কোন অবস্থানে যাওয়ার জন্য নীরবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রাসলাররা চারশো ফুট উঁচু টিলার কিনারায় কয়েকটা পাথরের পেছনে আছে। এখানে ওখানে প্রায় খাড়া দেয়াল বেয়ে টিলাটার ওপরে ওঠবার উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। সরু সরু খাঁজ-ভাঁজ আছে হাত-পা ভরার জন্য। টিকটিকির মতো উঠে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু কাজটা করা বোকামি হবে। রাস্টির গুলির পথে সরাসরি বাধা হয়ে দাঁড়াতে হবে টিলায় ওঠবার চেষ্টা করলে। রাসলাররা যেখানে আছে নিশ্চয়ই তার পেছনে অথবা সমতল চুড়োর

কোথাও বেঁধে রাখা হয়েছে আউট-লদের ঘোড়াগুলো। উঠে দাঁড়াল বেনন, নিশ্চিন্তে দ্রুত পায়ে খাঁজ ধরে সামনে বাড়ল।

এই ভাঁজটা দিয়ে একসময় নিশ্চয়ই প্রচুর পানি বয়ে যেত, পরবর্তীতে পানির প্রবাহ থেমে গেছে, বাতাসে বৃষ্টিতে বালি এসে জমেছে, সেই সঙ্গে জমেছে নানা আবর্জনা। টিলা থেকে খসে পড়েছে বহু পাথর। বেশিরভাগ পানিই নিশ্চয়ই টিলা থেকেই গড়িয়ে আসত। যদিও খাঁজটা উপত্যকার দিকে গেছে, কিন্তু একটা পর্যায়ে নেমেছে টিলার কাঁধ থেকে। কারও চোখে ধরা না পড়ে যদি ওপর্যন্ত যেতে পারা যায় তাহলে পৌঁছে যাওয়া যাবে রাসলারদের পেছনে। তাদের ঘোড়াগুলোকেও পাওয়া যাবে আওতার মধ্যে।

রাস্টির রাইফেলের নিয়মিত বিরতির গর্জন শুনতে শুনতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল বেনন। ড্র ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। যতোই টিলার দিকে এগিয়েছে ততোই পাহাড়ী নদীর মতো গভীর হয়েছে খাদটা। সহসা ওকে দেখা যাবে বা গুলি করা সম্ভব হবে তেমন উপায় এখন নেই। গন্তব্যে পৌঁছোতে পুরো পনেরো মিনিট লেগে গেল ওর। কাছাকাছি গিয়ে গতি কমে গেল হাঁটার, মুখে জমে ওঠা ঘাম মুছে কান পেতে গুলির আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যায় কিনা সে-চেষ্টা করল ও। নাহ্, বাড়তি কোন আওয়াজ নেই। গ্রিসউডের একটা ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিল ও।

টিলার খাড়া পাথুরে দেয়ালের পায়ের কাছে এখানে পড়ে আছে ভাঙা পাথরের অসংখ্য টুকরো। কোন ট্র্যাক নেই। ঘোড়ার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। এক ছুটে ক্লিফের আড়ালে পৌঁছে গেল বেনন, একটু থামল একটানা পরিশ্রমের পর দম নেবার জন্য। এবার আবার সামনে বাড়ল ও, ক্লিফের গা ঘেঁষে এগোচ্ছে, যতোটা পারছে বিরক্তিকর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী পাথরগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে ও। আন্দাজ করল সম্ভবত আউট-লদের অবস্থানের ওপরে কোথাও পৌঁছে গেছে। অথচ এখনও ব্যাটাদের ঘোড়াগুলোর কোন খবর নেই।

হঠাৎ ওর সামনে কিছুটা দূরে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক, ওর দিকেই আসছে দেখে দেরি না করে হাঁটু লক্ষ্য করে গুলি করল বেনন। ঠিক জায়গামতোই লেগেছে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল লোকটার, হুমড়ি খেয়ে বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। হাত

থেকে ছিটকে গেছে রাইফেলটা, কিছুদূর পিছলে এগিয়ে থামল ওটা।

পাগলের মতো রাইফেলটা ধরতে হাত বাড়াল লোকটা, পরক্ষণে বেননের গুলি তার আঙুলের ডগার কাছে বালিতে বিঁধতে দেখে নিরস্ত হলো। এতো দ্রুত হাত ফিরিয়ে নিল যে মনে হলো আগুনে হাত দিয়ে ফেলেছিল।

'আহত হবে তো তুমি!' আন্তরিক সাবধানতা ঝরল বেননের গলায়। 'সিক্সগানটাও খুলে ফেলো। ওসব সঙ্গে রাখা কি ঠিক?' মাথা নাড়ল ও। 'বিপজ্জনক জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভাল। আমি বলি কী শোনো, তোমার আর লড়াই করে কাজ নেই।'

অপমানিত চেহারায় হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকা বেননের দিকে তাকাল আউট-ল, রাগ চেপে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'মরবে তুমি। ওরা তোমার তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি।'

'কই, অস্ত্রটা ফেললে না!' তাগাদা দিল বেনন। 'আমার মরণ নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।' একটু কঠোর হলো ওর কণ্ঠ। 'কবর যদি কাউকে দিতেই হয় তাহলে এটা বরং নিশ্চিত করো যে প্রথম কবরটা তোমার হচ্ছে না।'

বাস্তবতা বুঝে তিক্ত চেহারায় রাইফেলের পাশে সিক্সগানটা বের করে রাখল লোকটা। নিচু গলায় অভিযোগের সুরে বলল, 'আমার পা-টা গেছে।' চট করে ডানদিকে সরল আউট-লর চোখের মণি। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল বেনন, সতর্ক। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে খেয়াল করেছে ও, সেটা যে ওর গুলির কারণে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাস্টি এবং রাসলাররা চিন্তায় পড়ে গেছে এবার কী করবে।

পরিস্থিতির পরিবর্তনে আউট-লরাই আগে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছে...

এগারো

পাথরগুলোর পেছনে দ্রুত নড়াচড়া দেখা গেল, পরমুহূর্তে একটা বুলেট পাথরের টুকরো ছিটাল বেননের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা গুলি করল বেনন। গাল দিয়ে মাথা নিচু করে নিল আউট-ল। আবার গুলি করল বেনন। পিছিয়ে এসে চার হাত-পায়ে বসে পড়ল, তারপর গানবেল্ট আর রাইফেল সিক্সগান হাতড়ে তুলে নিল। ড্যাবড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে আহত আউট-ল। বলল, 'সত্যি তুমি চালু। ভিক্টরের কী অবস্থা?'

'শিলনোড়া? ও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। দুটো বুলেট ঠেকিয়েছে।'

'ও তোমাকে খুন করবে,' নিশ্চিত শোনাল আউট-লর গলা। 'ম্যাচ হবে তোমার কাছে?'

পকেট থেকে ম্যাচ বের করে আহত লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিল বেনন। 'আগুন জ্বেলে ফেরত দাও।'

সিগারেট ধরিয়ে ম্যাচটা ফেরত দিল আউট-ল। চারপাশে বিরাজ করছে নিঃসীম নীরবতা। দুপুরটা গরম। বাতাস বইছে না এক ফোঁটা। কপাল বেয়ে ঘামের ধারা নামছে বেননের। 'পা-টা বরং ব্যান্ডেজ করে ফেলো তুমি।'

সায় দিল আউট-ল, কাজ শুরু করে বলল, 'মনে হচ্ছে এবারের মতো টাকার ভাগ থেকে বঞ্চিত হলাম আমি।'

আন্দাজে ছোঁড়া একটা বুলেট ওদের মাথার ওপর গ্রিসউডে এসে লাগল। পাল্টা গুলি করল না বেনন, অপেক্ষা করছে। শীঘ্রি কাউকে না কাউকে পাঠানো হবে এদিকে কী ঘটেছে তা দেখার জন্য। রাসলারদের ঘোড়া কোথায় সে-চিন্তাটা আবার দোলা দিল ওর মাথায়। ঠিক করল আউট-লকে জিজ্ঞেস করে দেখবে। যদিও তাতে সত্যি

কথাটা জানা যাবার সম্ভাবনা কম, নেই বললেই চলে। তবে কৌশল সঠিক হলে বেশিরভাগ সময়ই কাজে দেয়।

'তোমাকে হয়তো বহুক্ষণ এখানেই থাকতে হবে,' বলল বেনন। 'সহজে এখান থেকে বের হতে পারবে না তোমার সঙ্গীরাও।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' স্বীকার করল আহত আউট-ল।

'আশা করি পাথরের পেছনে ক্যান্টিনটা আছে তোমার? যে গরম পড়েছে তাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃষ্ণায় গলার ছাতি ফেটে যেতে চাইবে।'

'তাই তো!' তিক্ত চেহারা হয়ে গেল লোকটার। 'এহ্হে! আমার ক্যান্টিনটা স্যাডলে!'

'যাহ্! বাজে ব্যাপার হয়ে গেল।' মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করল বেনন। গম্ভীর ওর চেহারা। 'ঠিক আছে, আমি তোমার হয়ে ওটা নিয়ে আসব। তৃষ্ণায় কেউ মারা যাবে এটা হতে দেয়া যায় না।'

'সত্যি বলছ?' বেননের আন্তরিক আচরণে অবাক হয়ে তাকাল আউট-ল। 'তাহলে তো খুব ভাল হয়। ওই যে ওদিকের লম্বা পাইন গাছটা দেখছ না? ওর পেছনে রাখা আছে আমাদের ঘোড়াগুলো। আমার ঘোড়াটা...' হঠাৎ থেমে গেল লোকটা বেননের চোখের দিকে তাকিয়ে। 'ও, তাহলে আমার মুখ থেকে কথা বের করবার জন্য...' দৃষ্টি দিয়ে বেননকে ভস্ম করে দিল সে।

হাসল বেনন। বালির ওপর ঘষা খাওয়ার একটা মৃদু আওয়াজ মনোযোগ দিয়ে শুনছে। বলল, 'ক্যান্টিন এনে দেব ঠিকই, চিন্তা কোরো না। তবে তোমাকে কথা দিতে হবে চিৎকার করে সঙ্গীদের সতর্ক করবার চেষ্টা করবে না। যদি করো তাহলে ফিরে এসে তোমার মগজটা কান দিয়ে বের করে ছাড়ব আমি।'

বালির ওপরে ঘষা খাওয়ার আওয়াজটা থেমে গেছে। পাইন গাছের কাছে পাথরের স্তূপের পেছন থেকে আসছিল বলে মনে হলো। উত্তর দিক থেকে ভেসে এলো রাস্টির রাইফেলের গর্জন। আগের জায়গা থেকে সরে গেছে রাস্টি। দুটো গুলি রাস্টির বুলেটের জবাব দিল। পাল্টা গুলি করল রাস্টি। অস্ত্রে ওর হাত কেমন সেটা ভাল করেই জানা আছে বেননের। কারণ ছাড়া গুলি করে না রাস্টি। ঠিকই আউট-লদের কেউ না কেউ এখন মহা বিপদের মধ্যে আছে।

আউট-লর সিক্সগানটা কোমরে গুঁজে নিল বেনন, গানবেল্টটা

ঝোলাল কাঁধে, তারপর ডান হাতে কোল্ট আর বাম হাতে উইনচেস্টার নিয়ে রওনা হলো ঘষা খাওয়ার আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে। খুবই সাবধান। পাইন গাছটার দিকে যাচ্ছে। থেমে কিছুক্ষণ শুনল কোন আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা। আবার হলো শব্দটা। চ্যাপস বা জিন্স বালির ওপর ঘষা দিয়ে যাচ্ছে। মাটিতে রাইফেলটা নামিয়ে রেখে কোল্ট হাতে দৌড় দিল ও, পাথরের স্তূপটাকে পাশ কাটাল, হাতে .৪৫ তৈরি।

ঠিক যেন ওর মুখের সামনে বিস্ফোরিত হলো গুলিটা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল বেনন। কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আউট-ল, এগেটের সেলুনে এ-লোকটাকে দেখেছিল, চিনতে পারল ও। গুলিটা লোকটার মাথার হাড় চেঁছে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সাদা হাড় আস্তে আস্তে রক্ত মেখে লালচে হয়ে গেল। বেঁচে আছে লোকটা।

অস্ত্রগুলো নিয়ে দূরের একটা ঝোপের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বেনন। ঠিক তখনই দুটো অস্ত্রের গর্জন ভেসে এলো। কে যেন গর্জন করে উঠল। তারপর ঝটকাঝটকির আওয়াজ হলো। পাথরের মাঝ দিয়ে এগিয়ে থমকে থেমে দাঁড়াল বেনন।

জিম হ্যানন, মুখ থেকে রক্ত ঝরছে, মোটাসোটা এক মুশকো চেহারার রাসলারের সঙ্গে প্রাণপণে কুস্তি লড়ছে। বেননকে দেখতে পেয়ে ধাক্কা দিয়ে হ্যাননকে সরিয়ে দিল রাসলার, অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু হ্যানন সামলে নিয়েছে, দ্রুত হাতে ডান হাতে ঘুসি চালাল। থ্যাপ করে আওয়াজ হলো। চ্যাপ্টা হয়ে গেল কুস্তিগিরের নাক। ফুটোগুলো দিয়ে গলগল করে নামতে শুরু করল রক্তের দুটো ধারা। টলে উঠল লোকটা। থেমে নেই হ্যানন, দু'হাত সমানে চালাচ্ছে। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল রাসলার।

লোকটার অস্ত্র কেড়ে নিল বেনন, ঝোপের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গেল দীর্ঘ পাইন গাছটা লক্ষ্য করে। ওর মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে ছুটে গেল একটা বুলেট। বেশ কয়েকটা ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পেল ও। ঝড়ের গতিতে ওকে পাশ কাটাল একটা বে ঘোড়া। এতো কাছ দিয়ে গেল যে ধাক্কা লাগল। তাল হারিয়ে একটা ম্যাঞ্জানিটা গাছের ওপর দিয়ে পড়ল ও। সামলে নিতেই গর্জে উঠল হ্যাননের অস্ত্র। নীরবতা নামল তারপরে।

'ভেগেছে!' হতাশ গলায় বলল হ্যানন। 'অথচ কোণঠাসা করে

ফেলেছিলাম আমরা।'

'রাস্টির কী খবর?' জিজ্ঞেস করল বেনন। 'দেখেছ ওকে?'

গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছাড়ল উইনচেস্টার। পর পর দু'বার। এবার রাস্টিকে দেখতে পেল বেনন। উঠে দাঁড়িয়েছে ও, হ্যাট নাড়ল। পলাতক আউট-লদের উদ্দেশ্য করে গুলি ছুঁড়ছিল। ফাঁদ পেতে লোকগুলোকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয়েছে। দু'জন আহত হয়েছে, অন্যরা অক্ষত অবস্থায় পালিয়েছে।

'চলে গেল,' রাস্টির গলার স্বরে মনে হলো কাঙ্ক্ষিত অতিথির তড়িৎ বিদায়ে ও মর্মাহত।

'যেতে দাও,' বলল বেনন। 'ব্যাটারা বুঝেছে ফাঁদ পাতলে কেমন লাগে। আরেকটু হলেই যে মরত সেটা ভাবতে থাকুক। পরেও ওদের ট্র্যাক খুঁজে পাব আমরা।'

নিজেরটা আর হ্যাননের ঘোড়া নিয়ে ফিরল রাস্টি। অ্যাপালুসার জন্য গেল বেনন। ফিরে এসে মনে পড়ল আহত লোক দুটোর কথা।

'সঙ্গে নিয়ে যাই, কী বলো,' প্রস্তাব করল ও। 'বিশেষ করে ওই ঠ্যাং ভাঙাটাকে নিয়ে যাওয়া উচিত। ডাক্তার না দেখালে পা-টা হারাতে হবে ওকে।'

'ওকে পাওয়া গেছে,' জানাল রাস্টি। 'বাকি দুটো। পালিয়েছে। একজন পেছনে প্রচুর রক্ত ফেলে গেছে।'

'ওটা হচ্ছে মাথাছেলাটা,' মন্তব্য করল বেনন। 'অনেক রক্ত যাবে ওর, আর মাথাটা যা ব্যথা করবে তাতে ওর মনে হবে খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রাখে। যাকগে, ওরা তো গেছে, কীভাবে সাহায্য পাবে বা কী করবে সেটা এখন ওদের ব্যাপার। আমরা যাব গরুর পালের খোঁজে।'

'আন্দাজ করতে পারো কোথায় আছে ওগুলো?' সূর্যের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল রাস্টি। 'না পারলে বলে ফেলো, সেক্ষেত্রে আমাদের এই পিন্টো স্প্রিঙেই ক্যাম্প করা উচিত। দূরে যাওয়ার তুলনায় অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'ক্যাম্পই করব তাহলে,' বলল বেনন। 'তবে কফি বানাবে হ্যানন। তোমারটার স্বাদ গন্ধক মেশানো অ্যালকালির মতো।'

'তাই নাকি!' ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল রাস্টির চেহারা। 'আর তুমি যে বাদামী জিনিসটা বানাও, ওটা কী? জীবনেও তুমি আমার মতো কফি বানাতে পারবে না, বেনন! বহু কিছু তোমার শেখার আছে আমার

কাছ থেকে।'

হাতের ঝাপ্টায় রাস্টির কথা তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিল বেনন। হ্যাননের দিকে তাকাল, 'চলো কমপাদরে, রাস্টি আগুন জ্বালাক, আমরা খাবার তৈরি করব। বেকন আর সারডো রুটি ঠিকই আছে, তবে পাথরের কাছে কয়েকটা সেজ মুরগি দেখেছি, ওগুলোর স্বাদ আরও ঢের ভাল।'

ঠ্যাং ভাঙা আউট-লকে ঘোড়ায় চাপিয়ে টাসকোটালের দিকে রওনা করিয়ে দিল ওরা।

বেনন বলল, 'ব্যাটা স্টিরাপে ঠিক মতো পা রাখতে পারবে না। ছুটন্ত ঘোড়ার স্যাডলে বসে থেকে থেকে পাছা ছিলে যাবে। বুঝবে কাহাকে কহে যাতনা।'

পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় কথাটা না মেনে পারল না বাকি দু'জন।

সন্ধে নামছে। দীর্ঘ হচ্ছে টিলার ছায়া। ঝর্নার কাছে একটা ঝোপের ভেতরে ঘোড়া বেঁধে রাখল হ্যানন। নিজের বিছানাটা ওগুলোর কাছেই করল। পাথরের মাঝে একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে বেনন, আগুনের কাছে ফিরে এলো। দাউদাউ করে জ্বলছে ক্যাম্পের আগুন। রান্নায় লেগে পড়ল হ্যানন।

'আমরা সোলজার মিডোর পশ্চিমে আছি,' মন্তব্য করল সে। 'রাসলাররা নিশ্চয়ই ট্র্যাক থাকবে না এমন কোন একটা পথ খুঁজে পেয়ে লিটল রকের ভেতর দিয়ে গরু নিয়ে এসেছে।'

'অসম্ভব,' দ্বিমত পোষণ করল বেনন। 'ওদিকটা ভাল করে দেখেছি আমি। অন্য কোন উপায়ে গরু সরিয়েছে তারা। কীভাবে সেটা আমার এখন জানা দরকারী নয়, জানা দরকার কোথায়।'

'আর পশ্চিমে কী আছে?' জিজ্ঞেস করল রাস্টি। 'ওদিকে যেতে পারে ওরা?'

'ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্ত,' জানাল হ্যানন। 'হয়তো সারপ্রাইজ ভ্যালিতে ওদের একটা আস্তানা আছে। জায়গাটা পাহাড় পেরিয়েই।'

'কালকে দেখব ওদিকে,' কফির কাপ ভরে নিল বেনন। 'সকালে রওনা হবো।'

*

আজ রাতে আগুনের ধারে বসে নেই স্লিম হাওয়ার্ড। লেনি আর্থারের সঙ্গে কথা বলেছে সে। আর্থারের অধৈর্য মনোভাব তাকে বিরক্ত করে

তুলেছে। সিদ্ধান্তে এলো, আর্থার ভয় পেতে শুরু করেছে। আসলে চিন্তার কোন কারণই নেই। যতোক্ষণ গরুর পালের পেছনে ছুটছে বেনন, রাস্টি আর হ্যানন, ততোক্ষণ তাদের ধরা খুবই সহজ। আর একবার ওদের কাছে যেতে পারলে সহজেই অস্ত্রের ভাষায় সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে ফেলা যাবে।

ক্রিস নিজের ভাই হতে পারে, কিন্তু ওর লড়াই করবার ক্ষমতার ওপর আস্থা রাখা যায় না। দলের মধ্যে ক্রিস হচ্ছে গরুর সত্যিকার যোদ্ধা। যদিও ভালই অস্ত্র চালায়, কিন্তু লেনি আর্থার বা ওর নিজের ধারেকাছেও লাগে না সে। ক্রিসের দায়িত্ব স্টেট লাইন পেরিয়ে ওয়াল ক্যানিয়নে গরু নিয়ে যাওয়া। ওখানে ওগুলোকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আগে যতোবার গেছে কোন ট্র্যাক রেখে যায়নি ক্রিস। সাবধানে কাজ সেরেছে, যাতে কেউ তাদের কোন কারণে সন্দেহ করতে না পারে। এতোদিন সফলই হয়েছে ওরা।

স্লিম হাওয়ার্ডের সঙ্গে তিনজন লোক রয়েছে। প্রত্যেকেই তারা কঠোর লোক—আউট-ল। ক্রিসের সঙ্গে আরও বেশি লোক আছে। গরুর পাল অনুসরণ করছে বেনন আর ওর বন্ধুরা। তাদের ঠিকই খুঁজে বের করবে স্লিম। স্যাডলে নড়েচড়ে বসল সে। একবার তাদের ধারেকাছে পৌঁছে গেলে সহজেই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যাবে। এলাকাটা বসতি থেকে এতোই দূরে যে কেউ কখনও লাশ তিনটে খুঁজে পাবে সে-সম্ভাবনা খুবই কম। খুন করে দেহগুলো সিঙ্কহোল বা কোন হটস্প্রিঙে ফেলে দিলেই চলবে। তাতেই কাজ হয়ে যাবে, চেনার আর উপায় থাকবে না কঙ্কাল পেলেও। লোকে বড়জোর বলতে পারবে যে লোক তিনটে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে।

পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি খুঁজে পেল না স্লিম। পশ্চিম থেকে তাদের কোণঠাসা করবে ক্রিস, আর নিজের লোক নিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ করবে সে। ফাঁদে পড়ে যাবে লোকগুলো, খতম হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। খুবই সহজ কাজ। এখন তার কনুইয়ের কাছে বসে আছে লেস্টার গ্রিম। লেস্টার, যে মানুষ খুন করতে ভালবাসে। পিস্তলে তার হাত খুব একটা চালু নয়, কিন্তু যেকোন অস্ত্রে দুর্দান্ত তাক। যেকোন কোণঠাসা বুনো জানোয়ারের মতোই হিংস্র আর বেপরোয়া।

*

টাসকোটাল থেকে বের হয়ে এগেটের রাস্তা ধরেছে তারা। শহরে

ঢুকতেই সারডো দেখেছে তাদের। যখন ঘোড়া থেকে নামল তখন খুব গম্ভীর হয়ে উঠেছিল বুড়ো সারডোর চেহারা। তাকে কারও বলে দিতে হয়নি বেননের দিন শেষ হয়ে এসেছে। ক্রিস হাওয়ার্ডের পেছনে পশ্চিমে গেছে সে, আর এখন তার পেছনে যাচ্ছে স্লিম হাওয়ার্ড। এগেটে ভিক্টরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে স্লিম। হাত অনেকটা সেরে উঠেছে তার। বুকের ভেতরে ক্রমেই বাড়ছে প্রতিহিংসার আগুন।

স্লিমরা যখন সেলুনে ঢুকল তখন পুরোনো শত্রু মরমন জনকে রাস্তার ওপারে দেখেছে সারডো। স্লিমদের সার্ভ করবার পরে দরজায় এসেছিল মরমন। সারডো হেঁটে যায় তার কাছে। দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। কেউ কোন কথা বলেনি। দু'জনই বুঝতে পেরেছে এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে। বেননরাই প্রথম লোক নয় যারা হাওয়ার্ডদের দলের পেছনে পশ্চিমের বুনো এলাকায় গিয়েছিল।

*

এখন প্রায় মাঝরাত। আউট-লরা এখনও সেলুনে হৈ-হট্টগোল করছে। অগ্রসরমান ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল সারডো। সেলুনের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল অশ্বারোহী। অন্ধকার জানালা দিয়ে তাকাল সারডো, দেখল আরোহী প্রায় পড়ে যাচ্ছিল ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে। লোকটা ওয়াল্টার, হাওয়ার্ডদের সঙ্গে ঘোরে। লোকটার শার্ট রক্তে লাল হয়ে আছে। মাথায় ব্যান্ডেজ। দরজা খুলে সেলুনের ভেতর টলতে টলতে ঢুকল সে।

ঘুরে দাঁড়াল স্লিম হাওয়ার্ড, চকচক করে উঠল চোখ। 'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল। 'কী হয়েছে?'

'রক বেনন!' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল ওয়াল্টার। 'ড্রিঙ্ক দাও আমাকে!'

আধ গ্লাস হুইস্কি মুহূর্তে নিঃশেষ করে ফেলল সে। ঘনঘন ঢোক গিলল, তারপর বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম ওদের ফাঁদে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু পরে ঘটনা উল্টে যায়। আমাকে আহত করে, করডোযার পা ভেঙে গেছে, আর অন্যান্যদের অবস্থাও কাহিল।'

'ক্রিসের কী হয়েছে?'

'ও আর অন্যরা আগেই গরুগুলোর কাছে চলে গিয়েছিল। আমি যখন চলে এলাম তখন রক বেনন পিন্টো ক্রিকে ছিল।'

কুৎসিত হয়ে উঠল স্লিম হাওয়ার্ডের চেহারা, হিসহিস করে বলল,

'সকালে রওনা হবো আমরা। তারপর ওর নাক গলানোর সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেব।'

বারো

ঘোড়ায় উঠে স্যাডলে বসা রাস্টির দিকে তাকাল বেনন। পা দিয়ে বালি সরিয়ে ওদের আগুনের চিহ্ন মুছছে জিম হ্যানন। কাজটা শেষ করে ঘোড়ায় উঠে বসল। দিনের আলো ফোটেনি এখনও, পুব দিগন্তে শুধু সামান্য একটু ধূসরের ছোপ লেগেছে। টিলার ছায়ায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে আস্তে করে ডাক দিল একটা সেজ মুরগি। অধৈর্য হয়ে পা ঠুকল বেননের অ্যাপালুসা, রওনা হতে চাইছে।

আগে এগোল বেনন, গভীর মনোযোগে ট্র্যাক দেখছে। পলাতক আউট-লরা গতকাল দক্ষিণের দিকে গেছে। আস্তে আস্তে পশ্চিমের দিকে সরছে কি চিহ্ন?

'দক্ষিণ-পশ্চিমে বিরাট একটা চৌকো উপত্যকা আছে,' বলল হ্যানন। 'দুটো ক্রীক আছে উপত্যকায়। ফক্স আর কটনউড। পানি কতোটা আছে এখন তা অবশ্য জানি না। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন ছিল। হতে পারে সারাবছর পানি থাকে না।'

'দেখব সেটা,' বলল বেনন। 'আউট-লরা গরুর দিকেই যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এখন ওরা জানে চিহ্ন চিনি আমরা। হয়তো সেজন্যই অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাইবে। উপত্যকায় ঢোকবার মুখটা কোন্ দিকে?'

'এখান থেকে দেখা যাবে না,' জানাল হ্যানন। 'প্রথমে দক্ষিণ-পুবে যেতে হবে, ওই বড় পাথরের কাছে, তারপর যেতে হবে পশ্চিমে।'

যতো ওরা সামনে এগোল দু'পাশ থেকে চেপে এলো সুউচ্চ পাহাড়, ক্রমেই সরু হয়ে গেল উপত্যকা। আবার চওড়া হতে শুরু করল এক সময়। পশ্চিমে বাঁক নিল ওরা। চৌকো উপত্যকা তন্নতন্ন

করে খোঁজাই সার হলো, পাওয়া গেল না গরুর পালের চিহ্ন। দু'একটা বাছুর অথবা দু'তিনটে গরুর ছাপ আছে শুধু। ওরকমই একটা ট্র্যাক অনুসরণের সময় বেনন হঠাৎ করে বলল, 'মনে হচ্ছে রহস্যের সমাধানটা আমি পেয়ে গিয়েছি।'

'তাই?' ভ্রূ উঁচু করল রাস্টি। 'তাহলে সমাধানটা খুব সহজ, তুমি যখন করতে পেরেছ।'

'আসলেই সহজ,' বন্ধুর টিটকারি গায়ে মাখল না বেনন। 'সর্বক্ষণ ভেবেছি কী করে হাই রক ক্যানিয়ন থেকে গরু সরায় ওরা। এখনও জানি না ঠিক কোথায় কাজটা সারে, কিন্তু এটা জানি যে কীভাবে। যখন বালির ওপর দিয়ে যায়, ট্র্যাক হয়ে যায় ঝাপসা, তখন পালের খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যায় ওরা, অন্য অংশটাকে পরিচালিত করে আসলে যেদিকে যাবে সেদিকে।

'একটা একটা করে বাছুর সরায়, ফলে ট্র্যাক থাকে না আর। গরুর পালের একটা অংশ খানিকদূরে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে ট্রেইলের কিছুটা এমন করে রাখে যে মনে হয় বিরাট এক পাল গরু গেছে। পরে যখন সময় পায় তখন এগিয়ে যাওয়া গরুগুলোকে আবার সংগ্রহ করে নেয়। অবশ্য এমনিতেই ওগুলোর কিছু অংশ ফিরে যায় প্রধান পালের কাছে।'

'কিন্তু হাই রকের কোন্‌খান থেকে বের হয় ওরা?' চিন্তিত দেখাচ্ছে হ্যাননকে। 'লিটল রকের কোথাও আমি গরুর চিহ্নও দেখিনি।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল বেনন, 'তবে ইয়েলো রক ক্যানিয়নটা আরও ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার। ওখান থেকে পশ্চিমে যাবার কোন ট্রেইল যদি থাকে তাহলে সেখান দিয়েই কাজটা সারে ওরা।'

'হতে পারে,' সায় দিল রাস্টি। পরক্ষণে বলল, 'বেনন, হয়তো যতোটা ভেবেছি ততোটা নির্বোধ নও তুমি। সম্ভবত নারকেলের খোলটার ভেতরে মটরদানার সমান একটা মগজ থাকলেও থাকতে পারে।'

ঘোড়া থামাল বেনন, ওর চোখ স্থির হয়ে আছে সামনের পাহাড়শ্রেণীর ওপরে। 'ওপরদিকে যাওয়ার ট্রেইল আছে একটা, চলো, এগোই। ওপরে উঠতে পারলে সম্ভবত অনেকখানি এলাকা দেখা যাবে।'

আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট ট্রেইলটা ধরে সিডারে ছাওয়া পাহাড়ে উঠে

এলো ওরা। কোন চিহ্ন নেই ট্রেইলে, বহুদিন ব্যবহৃত হয় না। কোথায় গেছে এ-পথ কে জানে! ঘোড়াগুলোকে থামিয়ে বিশ্রাম দিল ওরা, নিচে তাকিয়ে কটনউড আর ফক্স ক্রীকের দু'ধারে জন্মানো গাছের দিকে তাকাল বেনন। এতোদূর থেকে শুধু সবুজ একটা রেখা মনে হচ্ছে দেখে। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। এমন কোন চিহ্ন নেই যা দেখে মনে হতে পারে গরুর পাল গেছে।

'জাড ক্রুসের কী অবস্থা কে জানে!' বলল হ্যানন। 'কি মনে হয়, রাসলাররা ক্রুসকে ঝামেলায় ফেলবে?'

'মনে হয় না,' জবাব দিল বেনন। নিজেও কিছুটা চিন্তিত বোধ করছে ও, কিন্তু স্বীকার করতে চাইছে না। 'লরা আছে ওর সঙ্গে। এদিকে কেউ মহিলাদের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে সে-ঝুঁকি নেবে না। যতো খারাপ লোকই হোক, সমঝে চলতে বাধ্য।'

'বানি রেমন্ড আছে ওদের সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল হ্যানন।

'থাকবার কথা। ফিরতি পথে রওনা দিয়েছিল ও।'

'স্লিম হাওয়ার্ড কোথায় আছে জানতে পারলে কিছুটা স্বস্তি পেতাম আমি,' বিড়বিড় করল রাস্টি। 'একবার ওরা আমাকে প্রায় খতম করে ছেড়েছিল। এবার আমি শোধ নিতে চাই।'

'সুযোগ আসবে,' বলল বেনন। 'পিছাবে না ওরা এখন কিছুতেই। অনেক বড় অঙ্কের বাজি ধরে বসেছে লোকগুলো।'

আবার এগোল ওরা, ঘোড়াগুলোকে নিজেদের ইচ্ছায় চলতে দিল। ক্রমেই খাড়া হচ্ছে পাহাড়ী পথ, একবার ঘোড়া থেকে নেমে একটা বোল্ডার পথ থেকে গড়িয়ে নিচে ফেলতে হলো। কর্কশ আওয়াজ তুলে গড়াতে গড়াতে নিচে গিয়ে পড়ল পাথরখণ্ডটা। প্রায় আট হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে এসেছে ওরা। নিচের উপত্যকা থেকে আধমাইলেরও বেশি ওপরে আছে এখন। বাতাস পরিষ্কার আর তাজা। সূর্য এখনও তীব্র উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেনি।

চূড়োয় উঠে থামল, চোখ চালাল ওরা বিস্তৃত সমতলে। কিছুটা সামনে আরেকটা চূড়ো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। ওদিকে পাহাড়শ্রেণী কুয়াশার ভেতরে মিশে গেছে। বিশাল একটা বেসিন পড়ে আছে মাঝখানে। ঘোড়ায় বসেই ওদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল বেনন। দূরের ওই রেঞ্জটা ক্যালিফোর্নিয়ায়। ওখানে চোরাই গরু কারও র‍্যাঞ্চে থাকলেও আইনী ঝামেলার সম্ভাবনা নেই।

সীমান্ত পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন আনে, বিশেষ করে কোন লোকের যদি নিজের এলাকায় যথেষ্ট সুনাম থাকে। চিন্তাটা মনে আসতেই গতকালের আলাপের কথা মনে পড়ে গেল ওর। হয়তো চোর তার চোরাই গরু নিয়ে র‍্যাঞ্চিং করছে অন্য কোথাও।

'ওদিকে কখনও গেছ, হ্যানন?'

'না। তবে অনেক কথা শুনেছি। ক্যালিফোর্নিয়ার ওদিকে বিরাট একটা উপত্যকা আছে। লোকে ওটার নাম দিয়েছে সারপ্রাইজ ভ্যালি। শুনেছি দারুণ জায়গা। কয়েকটা লেকও আছে ওখানে, যদিও বছরের বেশিরভাগ সময়ই শুকনো থাকে। তবে ঘাসের কোন অভাব নেই, পানিও আছে পর্যাপ্ত। আরও পশ্চিমে যাও, জমি নাকী আরও ভাল।'

'ফ্যানড্যাংগো পাসটা কোথায়?'

'কাছেই। উনচল্লিশে একটা দল পাহাড় পেরোনোর খুশিতে ওখানে ফ্যানড্যাংগো নাচের আয়োজন করেছিল। ওরা যখন ফ্যানড্যাংগো নাচছিল তখন ইন্ডিয়ানরা আক্রমণ করে, খতম করে দেয় লোকগুলোকে।'

সমতলে আগে আগে চলল বেনন। এখন উত্তরে চলেছে ওরা। দেখে মনে হচ্ছে পশ্চিমে যাওয়ার পথ নেই। ওদিকটা রুক্ষ এবড়োখেবড়ো জমিন, তিন-চার মাইলের বিস্তৃতি শেষে গভীর একটা খাদের পাড়ে শেষ হয়েছে। নামার উপায় হয়তো আছে, নামতে পারলে শীঘ্রি রাসলারদের দেখা পাওয়া যেতে পারে।

দুপুরে কালো একটা মসৃণ পাথরের পাশে থামল ওরা, দ্রুত খাওয়াদাওয়ার পালা চুকাল। পানি আছে কাছেই, ক্যান্টিনগুলো ভরে নিল টলটলে পাহাড়ী জলের ঝর্না থেকে। একটা ডোবায় তৃষ্ণা মেটাল ঘোড়াগুলো।

'ওদের যদি শীঘ্রি না পাই তাহলে খাবার জোগাড় করতে হবে,' বলল হ্যানন। 'আমাদের স্টক প্রায় শেষ।'

'আমি হয়তো হরিণ মারতে পারব,' বলল রাস্টি। 'কয়েকটা দেখেছি আসার পথে।'

'এ পর্যায়ে গরু খোঁজা বাদ দেব না আমরা,' বলল গম্ভীর বেনন। 'কখন বালিঝড় বা বৃষ্টিতে ট্র্যাক মুছে যাবে সে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আমার ধারণা কাছে চলে এসেছি আমরা।' সূর্যের দিকে তাকাল ও। 'এখনও রাসলারদের চিহ্ন খোঁজার জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা হাতে

আছে। ঠিক দিকেই যাচ্ছি মনে হয়। গরুগুলোকে কোথাও না কোথাও যেতেই হবে। আমাদের চোখে পড়তে বাধ্য।'

নিজের উইনচেস্টারটা পরিষ্কার করছে রাস্টি। ব্রীচে বুড়ো আঙুলের নখ ঢুকিয়ে ব্যারেলের ভেতরে চোখ বুলাল। নল সাফ করে বলল, 'তোমরা তৈরি থাকলে চলো। আমি তৈরি।'

ওদের সামনে দীর্ঘ সমতল ভূমি, তাতে পাথরের ওপরে পাতলা মাটির আস্তরণ। অবশ্য এখানে ওখানে রুক্ষ চেহারার গ্র্যানিট পাথরের খণ্ডও পড়ে আছে, দেখলে মনে হয় অতিভরা বাস্কেট থেকে উপচে পড়েছে। উত্তরের কিনারাটা আগুনের শিখা আকৃতির পাথর ঘিরে রেখেছে। ওগুলোর ছায়ায় যেখানে পানি আছে ওখানে জন্মেছে গাছপালা আর ঝোপ।

গরুর কোন চিহ্ন নেই এখানে। হরিণের গু আর খরগোশ অথবা ব্যাজারের ছাপ দেখা যাচ্ছে মাঝেমধ্যে। ধাওয়া করে একটা সেজ মুরগি মারল ওরা, কুড়িয়ে নিল যাওয়ার পথে। সমতল ভূমি দীর্ঘ কয়েকটা সিঁড়ির ধাপের মতো ক্রমেই নিচের দিকে ঢালু হয়ে নেমেছে। আস্তে আস্তে বেড়েছে গাছের পরিমাণ। পাহাড়ী মেহগনি দেখা গেল। আছে ম্যাঞ্জানিটা আর পাইন। নিচু টিলাগুলোর ঢালে ঘন হয়ে জন্মেছে অ্যাসপেন, ওগুলোর গোড়া পরস্পরের এতোই কাছে যে ভেতর দিয়ে পথ চলবার কোন উপায় নেই।

সূর্যে তাপ বাড়ছে, ঘামছে ওরা এখন। তিনজনের শার্টই ভিজে গেছে। রাস্টির দিকে তাকাল বেনন। 'গরম, কি বলো?'

'এটাকে আবার গরম বলে নাকি!' তাচ্ছিল্য ঝরল রাস্টির গলায়। 'গরম পড়ে সনোরায়। নে, একবার আমি টেক্সাসে দেখেছিলাম একটা কয়োট এক জ্যাক র‍্যাবিটকে শিকার করতে চেষ্টা করছে। দুটোই ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল!' ভ্রূ থেকে ঘাম মুছল ও। 'তবে মাঝেমধ্যে এখানে হালকা পাতলা গরম একেবারে পড়ে না তা নয়।'

বেশ কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, ওদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ছাড়া চারপাশে আর কোন শব্দ নেই। নীরবতা ভাঙল রাস্টি। 'ওই যে খরগোশ আর কয়োটের কথা বলছিলাম, এখন মনে পড়ছে দু'টোর কাছেই পানিভরা ক্যান্টিন ছিল। ওদিকে শুকনো কিছু লেক আছে যেখানে মাছরাও শুকনো মৌশুমে হাইবারনেশনে যেতে বাধ্য হয়। কাদার ভেতরে ঘুমিয়ে থাকে ওরা, অপেক্ষা করে কবে বৃষ্টি হবে আর

কবে সাঁতার কাটতে পারবে পানিতে।'

একটা সিগারেট জ্বেলে বেননের দিকে তাকাল হ্যানন। হেসে ফেলল বেনন। 'মাঝে মাঝে রাস্টি ওর একটা রাইফেলের গল্প বলে। রাইফেলটার গুলি পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে শিকার করতে পারত।'

'ঘটনাটা জানা দরকার,' গম্ভীর চেহারা হ্যাননের। 'ওরকম রাইফেলের কথা শুনেছি, তবে দেখিনি কখনও। মনে হচ্ছে গ্রিজলি ভালুক শিকার করতে কাজে দেবে। আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ায় এমন ভালুকও আছে যেগুলো লংহর্ন ষাঁড়ের চেয়েও ওজনে বেশি। কয়েক বছর আগে জাড ব্রুস একটাকে মেরেছিল। সব কয়জন রাউন্ডআপ ক্রু বসতে পারত ওটার চামড়ায়। ছড়িয়ে নিলে সবার বিছানার কাজ হয়ে যেত। পরে অবশ্য জিনিসটা হারাতে হয়।'

রাস্টি মুখ ফেরাল, দু'চোখ সরু হয়ে গেছে। সন্দেহ নিয়ে তাকাল সে। 'কীভাবে হারাল?'

'রুক্ষ এলাকায় রাউন্ডআপ করছিলাম আমরা। রাস্তা এতোই সরু আর আঁকাবাঁকা ছিল যে দুটো ওয়্যাগন পাশাপাশি চালানো যেত না।' সমতলের দিকে উদাস হয়ে তাকাল হ্যানন। 'ওই চামড়াটা বইতে দুটো ওয়্যাগন লাগত। তা-ও প্রতিটা টানতে দরকার পড়ত ছয়টা ষাঁড়ের।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে অবিশ্বাসের আওয়াজ করল রাস্টি, নিজের মনোভাব জানাতে হাঁ করেছিল, কিন্তু হ্যাননের কথায় থেমে গেল।

'ওই ভালুকটা আরেকটু হলে গুলি করত আমাকে।'

'গুলি করত? কীভাবে?'

'আমি তখন ছিলাম একটা লাইন ক্যাম্পে। ভোর বেলায় হঠাৎ বাইরে কেবিনের দরজার কাছে জোরে জোরে শ্বাস নেবার আওয়াজ পেলাম। যতোবার ভালুকটা শ্বাস নিচ্ছিল, বাতাসের টানে কার্পেটটা দরজার নিচে চলে যাচ্ছিল দু'ইঞ্চি পরিমাণ!

'বুঝলাম বিরাট বিপদে পড়ে গেছি। আমার পুরোনো স্পেন্সারটা নামিয়ে চেম্বারে একটা গুলি ভরে দিলাম। ভালুক যেখানে আছে সেখানে যাওয়ার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তবে ওটা যদি কেবিনটা তুলে তলায় কী আছে দেখতে চেষ্টা করে তাহলে ঠিক করলাম নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি চালিয়ে দেব। ওধরনের ভালুকরা কেবিন তুলে দেখে, ঠিক

যেমন করে গাছের গুঁড়ি সরিয়ে দেখে সাধারণ ভালুকরা।

'ভাবলাম হয়তো এই ভালুকটা ক্ষুধার্ত নয়। যাই হোক, একটু পরে চলে গেল ওটা। খুব সাবধানে দরজা খুললাম আমি। অনেকক্ষণ লাগল বুঝতে যে ওটা বার্ন নাকি সত্যি ভালুক। আলো খুব কম ছিল। তারপর ওকে দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম, কারণ ওটা নড়ছিল।

'বড় যতোই হোক আকারে, ওই ভালুকগুলো খুব দ্রুত নড়তে পারে। বুঝে গেলাম প্রথম গুলিতেই কাজ সারতে হবে। কিন্তু ওটা সোজা দূরে চলে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে ওটার লেজ চেপে ধরলাম আমি, তারপর গুলি করে দিলাম।

'বুঝলে, রাস্টি, ভালুকের বাচ্চা লেজে আমাকে নিয়ে এতো দ্রুত ঘুরল যে গুলিটা ওর বুক ফুটো করে দরজায় লাগল, ঠিক আমার মাথার ওপরে! হ্যাঁ, স্যার, ঠিক মাথার ওপরে! এখনও আমি জানি না ইচ্ছে করেই ওটা আমাকে মারতে চেয়েছিল, নাকি দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। চুল থেকে কাঠের কুচি পরিষ্কার করতে পুরো তিন ঘণ্টা লেগেছিল আমার।'

রাস্টি কড়া চোখে দেখল হ্যাননকে। 'আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম,' ঘড়ঘড়ে গলায় জানাল। 'ফালতু গল্প ফাঁদিনি।'

সরলতায় চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল হ্যাননের। 'রাস্টি, আমাকে…আমার সততায় নিশ্চয়ই সন্দেহ করছ না?'

হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল রাস্টির চোখ। 'তুমি প্রথমে বলেছিলে ব্রুস ওটাকে গুলি করেছিল। এখন বলছ তুমি।'

'ঠিক,' সায় দিল হ্যানন। 'ব্রুসই মেরেছিল ওটাকে। আমার গুলিতে ফুটো হয়ে গিয়েছিল ওটা।' হাই তুলল কাউবয়। 'ঘটনা হচ্ছে ওই ভালুকের কারণে সে-বছর সারাটা শীতকাল মাংস আর মধুর অভাব হয়নি আমাদের।'

'মধু?' ভ্রূ কুঁচকাল রাস্টি। ও যেখানে মানুষ হয়েছে সেখানে গল্প বলিয়ের অভাব নেই, কিন্তু এই মধুর ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে নতুন দিকে হ্যাননের কাহিনীর মোড় ঘোরাচ্ছে! 'মধু? খুলে বলো দেখি!'

'হ্যাঁ, মধু। আমি গুলি করেছিলাম স্পেন্সার ফিফটি-সিক্স দিয়ে, বুঝলে। জানো নিশ্চয়ই কতো বড় গর্ত করে ফিফটি-সিক্স ক্যালিবারের বুলেট? ওই গর্তটা এতো বড় হয়েছিল যে একদল মৌমাছি ওখানে বাসা বাঁধে। তারপর ব্রুস যখন শেষ পর্যন্ত ভালুকটাকে মারতে পারল,

দেখা গেল গর্ত ভরে আছে মধুতে।'

হাসছে বেনন। রাস্টি ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'হিরাম ব্যাগলের সঙ্গে তোমার দেখা হোক এটাই চাই। পারলে ওকে শুনিয়ো তোমার কাহিনী। ওর স্টকেও কিছু আছে, শুনলে থমকে যাবে।'

'একদিন ভালুকটা সম্বন্ধে সব ঘটনা খুলে বলব,' বলল হ্যানন। 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী।'

হঠাৎ ঘোড়া থামাল বেনন। যেখানে ও এখন আছে সেখান থেকে ক্লিফের ওপর দিয়ে ডাক ফ্ল্যাট উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। অনেক নিচে ধূসর-সবুজের মাঝে ছড়ানো ছিটানো প্রচুর ছোট ছোট ফোঁটা। 'ওই যে গরু,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল বেনন। 'আমার ধারণা ওগুলোই চোরাই মাল।'

রিমের কিনারায় ঘুরে এলো ওদের দৃষ্টি, নামার কোন পথ দেখতে পেল না। 'রাইড করতে থাকি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রাস্টি। 'আশা করি সামনে কোথাও নামার পথ থাকবে।'

নড করল বেনন। এগোল ওরা। এক মাইল যাওয়ার আগেই ঢালু হয়ে নিচে নামল ট্রেইল, একটা ডোবার ভেতর দিয়ে এগোল, তারপর দ্রুত নামতে শুরু করল নিচে।

'ওই দেখো!' হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলল হ্যানন। 'এটাই!'

যে ট্রেইলটা ওরা অনুসরণ করে আসছে সেটা কয়েকশো ফুট নিচে একটা ক্যানিয়নের মেঝেতে নেমেছে। পুব থেকে আরেকটা ট্রেইল যোগ দিয়েছে ওদেরটার সঙ্গে। এতোটা দূর থেকেও ওরা দেখতে পেল সম্প্রতি ট্রেইলটা ব্যবহার করা হয়েছে। ঘাসগুলো এমন ভাবে দুমড়ে মুচড়ে আছে যার একটাই মানে হতে পারে: গরুর বড় একটা পাল গেছে এদিক দিয়ে বেশিক্ষণ হয়নি।

ক্যানিয়নের মেঝেয় নামতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল ওদের। এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খুরের খুরের চিহ্ন। বিরাট এক পাল গরু এদিক দিয়ে গেছে, এসেছিল পুরের ঢাল পেরিয়ে।

'আর কোন সন্দেহ নেই,' বলল রাস্টি। 'পিন্টো ক্রীক এখান থেকে উত্তর-পুবে। ইয়েলো রকের ভেতর দিয়ে গরু নিয়ে এসেছে এখানে।'

'এটাই প্রথম পাল নয়,' বলল বেনন। 'প্রচুর ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে।

আগেও বেশ কয়েক পাল গরু গেছে এখান দিয়ে।'

'এবার সাবধানে পথ চলতে হবে,' বলল হ্যানন, গলা নিচু হয়ে গেছে। 'আউট-লরা যেকোন জায়গায় থাকতে পারে।'

অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখল বেনন। সিক্সগান দুটোর সিলিন্ডারে পুরো ছয়টা গুলি আছে দেখে নিল। স্যাডলে আড়াআড়ি ভাবে উইনচেস্টার রাইফেলটা রাখল রাস্টি আর হ্যানন। এবার এগোল ওরা। ধীরেসুস্থে যাচ্ছে, যেন বেড়াতে বেরিয়েছে বিকালে।

ক্যানিয়নের মেঝে ছায়াময়, বিশেষ করে দু'দেয়ালের কাছে। সামান্যতম বাতাসও বইছে না। গরম, বন্ধ, থম খাওয়া একটা জায়গা। মুখের ভেতরটা শুকনো ঠেকল বেননের, ডানেবামে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল। প্রতিটা পাথর, লুকানোর মতো জায়গা, খাঁজ-ভাঁজ—কিছুই নজর এড়াচ্ছে না।

'উপত্যকা আর কতোদূরে?' জিজ্ঞেস করল রাস্টি।

'পাঁচ মাইল,' জবাব দিল হ্যানন। 'একটু কম-বেশি হতে পারে।'

'আজ রাতে এখান থেকে ফিরতে পারব মনে করো?' বেননের দিকে তাকাল রাস্টি। যতো তর্কই করুক আর ঠাট্টা, ও জানে, এসব পরিস্থিতিতে বেননের বিচার বিবেচনা সাধারণত ভুল হয় না। এমন কোন বিপদে আজও সে বেননকে জড়াতে দেখেনি যে বিপদ থেকে ও নিজে নিজেকে উদ্ধার করতে পারেনি। স্বীকার না করলেও একথা মনে মনে না মেনে উপায় নেই যে বেননের বিবেচনার ওপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'না,' একটু ভেবে জবাব দিল বেনন। 'রাতের আঁধারে বেরিয়ে না গেলে পারব না। আমরা বরং আজ রাতে এই ক্যানিয়নেই ক্যাম্প করব।'

'এই ক্যানিয়নের কথা আগেও শুনেছি,' বলল হ্যানন। 'একটা উল্টোদিক আরেকটা, দুটো শাখা ক্যানিয়ন আছে। কাছেই হবে ওগুলো। উত্তরেরটায় থাকতে পারি আমরা। ওটা শেষের দিকে গিয়ে মূল ক্যানিয়নের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ওখানে চোখের আড়ালে থাকা যাবে।'

'যদি আমাদের অনুসরণ করা হয়?' জিজ্ঞেস করল রাস্টি। 'আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে।'

বন্ধুর দিকে তাকাল। 'যা ভাবছ তা হতেও পারে। এতোক্ষণে

রাসলারা জানে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে এগেটে আমার ঝামেলা হয়েছে। শিলনোড়া ভিক্টর নিশ্চয়ই মুখ বন্ধ রাখেনি।'

জরুরী প্রসঙ্গেই থাকল রাস্টি। 'তার মানেই বিপদের সম্ভাবনা। ওরা বুঝে নেবে এটা তোমাকে শেষ করবার উপযুক্ত জায়গা। এদিকে আসে না কেউ। গত কয়েক বছরেও রাসলাররা ছাড়া কেউ এসেছে কিনা সন্দেহ।'

'ওই যে!' বলে উঠল জিম হ্যানন। 'শাখা ক্যানিয়ন।'

জমিটা ওরা পরখ করে দেখল। রাত নামতে যদিও আরও ঘণ্টাখানেক বাকি, তবুও পাহাড়ী খাদের ভেতরে নেমেছে গাঢ় ছায়া। তবুও দেখতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। শাখা ক্যানিয়নের দুটোর কোনটাতেই যাতায়াতের কোন চিহ্ন নেই। এক মাইল পরে শাখা ক্যানিয়ন আরেকটা শাখা ক্যানিয়নের সঙ্গে মিশেছে। বামদিকে বাঁক নিয়ে সেটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। দু'পাশের দেয়াল উঁচু হচ্ছে ক্রমেই, সেই সঙ্গে চেপে আসছে দু'দিক থেকে। এদিকটা বেশ শীতল। দেয়াল থেকে যেখানে একটা পাথর চাতালের মতো বেরিয়ে এসেছে, ওখানে ঘোড়া থামিয়ে নামল বেনন।

হঠাৎ বুঝতে পারল কতোটা ক্লান্ত ও। মনে হলো দিনের পর দিন বিরতি না দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইছে।

মাটিতে নেমে একটু টলে উঠল রাস্টি।

স্যাডল-ব্রিডল খুলে ঘোড়াগুলোকে বেঁধে ফেলল ওরা। ঘাসের কোন অভাব নেই ছায়াময় ক্যানিয়নে, ওগুলোর খাবারের অসুবিধে হবে না। শুকনো কাঠ জোগাড় করল বেনন। খাবারের থলে হাতড়াচ্ছে হ্যানন, বিরস মুখে বলল, 'কফি প্রায় শেষ। এক টুকরো করে রুটি হবে। আর আছে একটা সেজ মুরগি, ব্যস।'

'চলে যাবে,' বিড়বিড় করল রাস্টি।

তেরো

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে লরা ক্রুস, পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর দিয়ে সূর্যের শেষ রশ্মি অদৃশ্য হতে দেখছে। বাঙ্ক হাউসে দড়াম করে বন্ধ হলো একটা দরজা। চোখ ফিরিয়ে লরা দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে বানি রেমন্ড। গম্ভীর তার চেহারা।

'কিছু জানা যাচ্ছে না,' নিচু গলায় বলল কাউবয়। 'কিচ্ছু না। কোন একটা খবর পেলে স্বস্তি পেতাম হয়তো।'

'ঠিক বলেছ।'

একটু দ্বিধা করল রেমন্ড, তারপর হ্যাট পেছনে সরিয়ে বলল, 'কাল রাতে একজন অতিথি এসেছিল দেখলাম।'

'হ্যাঁ। লেনি আর্থার। খুব ভাল ব্যবহার করে গেল।'

'তা-ই করে সবসময়।' ওর গলার স্বরেই বিরূপ মনোভাব বোঝা গেল।

'এখন মনে হচ্ছে ওর ব্যাপারে ভুল ভেবেছিলাম আমি, বানি। খুবই ভদ্রলোক লেনি আর্থার। কথায় কথায় বলল কোন রকমের সাহায্য লাগলে যেন তাকে বলতে দ্বিধা না করি।'

তামাক চেবানো বন্ধ করে থুতু ফেলল রেমন্ড, তারপর বলল, 'ম্যাম, ওর চালাকিতে ভুল কোরো না। লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'কেন?' ভ্রূ উঁচু করল লরা। 'আর্থার বলেছে দরকারে সে আমাদের গরুর পাল পাহারার ব্যবস্থা করবে। কয়েকজন কাউবয়কে পাঠিয়ে দেবে চোখ রাখবার জন্য। তারপরও যদি আমাদের গরু চুরি যায় তাহলে নিজের গরু দিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেবে।'

'এ-কথা বলেছে?' অবাক হলো বানি রেমন্ড। 'আমি লোকটাকে এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না।'

চুপ করে থাকল লরা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিরক্তি বোধ করছে। যে যাই বলুক, লেনি আর্থারের বিরুদ্ধে খারাপ কোন কাজের কোন প্রমাণ তো নেই। সামান্য সন্দেহ, ব্যস। ট্রেইলের দিকে নজর চলে গেল ওর। আজ রাতে আবার আসবে বলেছে লেনি আর্থার। হয়তো রক বেননের কোন খবর পাওয়া যাবে তার কাছে। বাড়ির ভেতর থেকে বাবার গলা শুনতে পেল লরা, তাকে ডাকছে।

'কেমন আছে ও?' জিজ্ঞেস করল রেমন্ড।

'আগের চেয়ে ভাল। এখন ভাবছে ঘুরেফিরে বেড়ানোর অবস্থায় চলে এসেছে, বিছানায় শুয়ে থাকবার আর প্রয়োজন নেই। আগে কখনও বাবা অসুস্থ হতো না, তুমি তো জানোই, সেজন্য অসুস্থ থাকবার চিন্তাটা সহ্যই করতে পারে না।'

ট্রেইলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। চট করে ঘুরে তাকাল রেমন্ড, অস্ত্রের কাছে চলে গেছে হাত। মাথা নাড়ল লরা। 'চিন্তার কিছু নেই। লেনি আর্থার আসছে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রেমন্ড, মুখটা গম্ভীর। তিক্ত স্বরে বলল, 'আমার ধারণা লোকটা আসায় বহুৎ দুশ্চিন্তা করবার কারণ আছে।'

হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে নামল আর্থার। 'কেমন আছো, লরা? আবার তোমাকে দেখতে পেয়ে মনটা ভাল লাগছে।'

'ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ, লেনি। চলো ভেতরে?'

'এক মিনিট!' প্রায় কড়া স্বরেই প্রতিবাদ করে বসল আর্থার। পরক্ষণেই গলার স্বর নরম করল, 'আমরা কি একটু হাঁটতে যেতে পারি না? গরম পড়েছে বেশ, তাছাড়া হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতেও ভাল লাগবে।'

'বাবা আমাকে ডাকছে, লেনি। এখন যেতে পারব না।'

চেহারা থেকে বিরক্তি লুকিয়ে হ্যাট খুলে হাতে নিল আর্থার, লরার পিছু নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, প্রবোধ দিল নিজেকে। স্লিম হাওয়ার্ড বেননের ব্যবস্থা করবে, তারপর ও নিজে প্রচুর সময় পাবে এদিকটা গুছিয়ে নিতে। জাড ব্রুস ওর পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ালেই ভাল করবে, নইলে তাকে সরিয়ে দেয়া কোন বড় সমস্যা নয়। পরিকল্পনার এই হঠাৎ পরিবর্তন খারাপ ফল আনবে না। চলে। এমন কোন কারণ নেই যে বিয়ে করাটা উচিত হবে না। আর লরার চেয়ে সুন্দরী পাওয়া যাবে কোথায় আশেপাশের কয়েকশো মাইলের

ভেতরে? তাছাড়া বিরাট একটা র‍্যাঞ্চ আছে ওর। অন্তত থাকবে…ওর বাবা মারা গেলে।

বক্স ফোরে রাস্টি ফেরিস আর জিম হ্যানন গোলাগুলি শুরু করবার পরে বিরাট একটা পরিবর্তন এসেছে লেনি আর্থারের মনে। গোলাগুলিতে জড়িয়ে আহত হওয়া অথবা মারা যাওয়ার তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান সে। খামোকা ঝুঁকি নেবে কেন সে, যখন সমস্ত কিছুই অন্য পথে আদায় করা যাবে? টপ গানম্যান ছিল সে, এখনও আছে, দরকারে সে-দক্ষতা কাজেও আসবে, কিন্তু গানম্যান হয়ে সত্যিকার অর্থে কী লাভ করতে পারে লোকে? প্রত্যেকে তারা সস্তা নাম কুড়াতে ব্যস্ত নতুন গানম্যানদের লক্ষ্য হয়ে যায়। অবস্থাটা যা দাঁড়ায় তা মোটেই স্বস্তিকর নয়।

ক্যানিফোর্নিয়ায় তার নিজের র‍্যাঞ্চ আছে, তাতে কী;ফোর স্কয়ারও তার হলে কোন মন্দ হয় না। এবং মালিকানা অর্জন করা সহজেই সম্ভব। অন্তরে অনুভব করল আর্থার, লরা ব্রুস ওর সঙ্গ পছন্দই করবে। মোলায়েম কথার লোক সে, বুঝতে পারছে মেয়েটার ভেতরে এখনও সন্দেহ আর সতর্কতা পুরোপুরি দূর হয়নি। তবে এক বিকেলের বন্ধুত্বপূর্ণ কথা অনেকখানি কাজে দিয়েছে। অন্তত তাই তো মনে হচ্ছে। জাড ব্রুস ওর উপস্থিতি খুব একটা পছন্দ করেনি, তবে এব্যাপারে কোন কথাও বলেনি। যথেষ্ট ভদ্রতাই দেখিয়েছে।

ভেতরে ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল জাড ব্রুস। লোকটার চোখে শীতল দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখল আর্থার। তবু হাসল প্রৌঢ়, ভদ্রতার সঙ্গে সম্ভাষণ জানাল। 'আজ কেমন বোধ করছ, মিস্টার ব্রুস? ভাবলাম একবার তোমাদের দু'জনকে দেখেই যাই। জানি আমি সত্যিকারের ভাল প্রতিবেশী কখনও হতে পারিনি। তবে প্রতিবেশীর দরকারে নিজেকে গুটিয়ে নেয়াও আমার স্বভাব নয়।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু গলায় বলল জাড। মেয়ের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। বুঝতে পারছে না লরা কী পেয়েছে এই লোকটার ভেতরে।

'রক বেননের কোন খবর শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল লরা। 'চিন্তিত হয়ে পড়েছি আমরা।'

'না।' আরও কিছু বলবার আগে ভাবনা গুছিয়ে নিল আর্থার। 'কিছুই শুনিনি। তবে চিন্তিত হওয়া ঠিক নয় তোমাদের। আসলে সে এবং রাস্টি ফেরিস ভবঘুরে ছাড়া আর তো কিছু নয়। লড়াকু লোক

দু'জনই। স্বভাব দুটো মানুষের রক্তে মিশে যায়। ঘুরে বেড়ানো আর লড়াই ছাড়া থাকতে পারে না। শুনেছি রাস্টি ফেরিস যে র‍্যাঞ্চে কাজ করত সেখানে সবাই নাকি গানম্যান ছিল।'

ঘাড়ের কাছে চুল দাঁড়িয়ে গেল জাড ক্রুসের। 'রাসলার আর চোরদের জন্য ওরা জলজ্যান্ত বিপদ,' প্রায় খেঁকিয়েই উঠল। 'সবসময় ওরা আইনের পক্ষে কাজ করছে।'

শ্রাগ করল লেনি আর্থার। 'আমার চেয়ে ওদের তুমি ভাল চেনো।' গলার স্বর আগের চেয়ে ঢের নরম করে বলল, 'তবে নিশ্চিত করে কেউ কী বলতে পারে ওরা সবসময় আইনের পক্ষে কাজ করেছে? রক বেনন তো আউট-ল ছিল। অনেক লোক খুন হয়েছে তার হাতে। রাস্টিও নিশ্চয়ই একই ধরনের লোক। অনেকেই বলে এধরনের খুনগুলো অপ্রয়োজনীয়।'

'মোটেও নয়,' উত্তেজনা প্রশমন করতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে ক্রুসের। 'ন্যায্য কাজই করেছে ওরা। নিজেকে বাঁচানোর অধিকার সবারই আছে। আমি চাই না তুমি আমার এখানে এসে আমারই বন্ধুদের সম্বন্ধে যা-তা কথা বলো।'

'দুঃখিত। হয়তো সময়ের আগেই নিজের মতামত জানিয়েছি আমি।' লরার দিকে চট করে তাকাল লেনি আর্থার। মেয়েটার চোখে মুহূর্তের জন্য খেলে যাওয়া দুশ্চিন্তার চিহ্ন পড়তে ভুল হলো না। বুঝতে পারল ঠিক পথেই এগোচ্ছে সে। এভাবে রক বেননকে পচাতে পারলে উদ্দেশ্য পূরণ সহজ হবে। রক বেনন আর রাস্টি ফেরিসের কাজকর্ম আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে তুললে লোক দুটোকে বিনা ঝামেলায় সরানো যাবে। উর্বর জমিতে এধরনের সন্দেহের বীজ বপন করলে চারাগাছ বাড়তে থাকা স্বাভাবিক।

জাড ক্রুসকে প্রভাবিত করবার কোন দরকার নেই, জানে আর্থার। লোকটার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বেনন আর রাস্টি সম্বন্ধে খানিকটা কমলেই যথেষ্ট। আসলে প্রভাবিত করতে হবে লরাকে।

যদিও সুদর্শন লোক নয় সে, কিন্তু এক ধরনের আকর্ষণ আছে তার, জানে আর্থার। লরা কথা বললে মনোযোগী শ্রোতার মতো শোনে, চেহারায় থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার ভঙ্গি। রীতিমতো সম্মান দেখাচ্ছে সে মেয়েটাকে। কথায় যতোটা না প্রশংসা করছে তার চেয়ে ঢের বেশি কাজে দেবে নীরব মনোযোগ। আর্থার ভাল করেই জানে,

কখনও কখনও নীরবতাই বেশি কাজে দেয়।

লরা কফি তৈরি করল। কফির মগ হাতে আলাপ শুরু করল আর্থার। অত্যন্ত কৌশলী সে, লরার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দিকে আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। গভীর মনোযোগে শুনছে, কখনও কখনও জোরাল সমর্থন দিচ্ছে। তারপর উপযুক্ত সময় যখন এলো, নিজের কথা শুরু করল সে। 'সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটছে, লরা; মানুষ বাড়ছে। বন্দুক আর ফাঁসির দড়ির আইনকে সভ্য মানুষের স্বার্থে পথ ছেড়ে সরে যেতেই হবে। বাড়ি দরকার আমাদের, স্কুল, চার্চ দরকার। ওসব আমরা করতে পারবও, কিন্তু তার আগে পুরোনো নিয়ম আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকা লড়াকু লোকগুলোকে সরাতে হবে। উদাহরণ হিসেবে রক বেননের কথাই ধরো, আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে একসময় মানুষটা সে ভাল ছিল। কোন সন্দেহ নেই যে অনেক ভাল কাজ করেছে সে। কিন্তু এখন সভ্য আইনের সময় এসেছে, নিয়মশৃঙ্খলার সময় এসেছে। একবার মানুষ বেননের মতো জীবন ধারণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তার পক্ষে আর সুস্থ জীবনে ফিরে আসা কঠিন। সত্যি বলতে কী, লোকটার প্রশংসা না করে পারি না আমি, কিন্তু ও আসলে অতীতের এক কিংবদন্তী, এমন এক সময়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে ও, যে-সময় চলে গেছে। এলাকায় আমাদের শান্তি আনতে হবে, লরা।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে বুকের ভেতরে দ্বিধার মেঘ ঘন হতে অনুভব করল লরা। লেনি আর্থারের মতো একজন মানুষ কী করে রাসলারদের সঙ্গে নিজেকে জড়াবে? অস্ত্র আর খুনজখম ও ঘৃণা করে, কাজেই লেনি আর্থারের কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়তে সময় লাগল না ওর। কয়েকবার এর মধ্যেই লুকিয়ে আর্থারকে দেখেছে ও। মানুষটার ভেতরে কী যেন আছে যেকারণে মনের ভেতর থেকে অস্বস্তির বোধ দূর হয় না। তবে নিজেকে বলতে বাধ্য হলো, ওর মনোভাবটা অযৌক্তিক। প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা সুযোগ পাবার অধিকার আছে।

'রক বেনন সম্বন্ধে খারাপ কোন কিছু আমি কখনও বিশ্বাস করব না,' বলল লরা। 'অনেকদিন থেকে ওকে চিনি। জানি কতো ভাল সব কাজ করেছে ও।'

'নিশ্চয়ই ভাল কাজ করেছে। নিজের ধারায় ভাল একজন মানুষ ও। কিন্তু মিসৌরির জেসি জেমস ডাকাতও নাকি অনেক ভাল কাজ

করেছে, লোকে বলে। সেজন্য ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময় এক স্কুল ছাত্রকে গুলি করে মারতে দ্বিধা করেনি সে। বাচ্চাটার হাতে বই ছিল। রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল বেচারা।

'বেননের বিরুদ্ধে অমন কোন ঘটনা আমার জানা নেই। কিন্তু বন্দুকে ওর হাত চালু। বড় বেশি চালু। দ্বিধা না করে অস্ত্র ব্যবহার করে। এখন ও এদিকের পাহাড়ে মানুষদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে, গোলমালে জড়াচ্ছে নিজেকে। ওর ধারণা লোকগুলো গরুচোর। কিন্তু আসলেই কি তারা তাই? বিচারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাবে লোকগুলো? নাকি আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে গুলি করে তাদের মারবে বেনন?'

বারান্দায় বয়ে গেল এক ঝলক শীতল বাতাস। উঠে দাঁড়াল লেনি আর্থার। 'সেরাটা তোমার প্রাপ্য, লরা। যা খুশি হতে পারো তুমি, এদেশে ক্ষমতাশালী ভদ্রলোকদের পাশাপাশি চমৎকার ভদ্রমহিলারও প্রয়োজন আছে। ক্ষমতাশালী কঠোর অথচ ভদ্রলোক আমাদের দরকার, লরা, যদি আমরা সত্যিই এদেশটা মনের মতো করে গড়ে তুলতে চাই।'

আর্থার চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও কানের ভেতরে লোকটার কথাগুলো ঘুরেফিরে বাজতে শুনল লরা। অস্থির হয়ে পায়চারি করল ও র‍্যাঞ্চ হাউসের উঠানে। মাঝে মাঝে বারান্দায় বসে ভাবল। দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওর। রক বেননকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। তবে আগের মতো নিশ্চিন্ত নয় সে আর। এখন মনটা দুলছে দ্বিধাদ্বন্দ্বে।

রক বেনন কোথায়? ওদের হারানো গরু উদ্ধার করতে কোথাও গেছে। এটাই ও জানে। এটাই শুনেছে। গরু কি খুঁজে পাবে? সেজন্য খুন হয়ে যাবে মানুষ?

পশ্চিমে তাকাল আবার লরা। ওদিকে বেশিদূরে কখনও যায়নি ও। তবে বাবা বহুবার বলেছে ওদিকে আছে পাহাড় আর রুক্ষ বুনো এলাকা। ওরকম বুনো একটা পাহাড়ী এলাকা আর মরুভূমিতে কীভাবে গরু খুঁজে বের করবে বেনন?

বাড়িতে যখন ফিরল তখন ওর বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে বাবাকে দেখল ও। গত কিছুদিন বাবার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। স্যাডলে বসে দিন কাটানো মানুষকে বাধ্য হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে। তবে সেরে উঠেছে অনেক, আবার ঘোড়ায়

উঠতে পারবে শীঘ্রি। যতোগুলো গরু চুরি হয়েছে বলে ও শুনেছে তাতে ঘোড়ায় চেপে গরু দেখতে গেলে বাবা কেমন বোধ করবে তা ঈশ্বরই জানেন।

বহুদূরে থেকে গুলির মৃদু একটা আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। তারপর আরেকটা। পরপর কয়েকটা। বারান্দায় বেরিয়ে এলো লরা, আওয়াজ লক্ষ্য করে উত্তর-পুবে তাকাল। একটা কব্জা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। লরা দেখল বাঙ্ক হাউসের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বানি রেমন্ড। দূরবর্তী গোলাগুলির আওয়াজের দিকেই ওর লক্ষ্য। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, ঢুকে গেল বাঙ্ক হাউসের ভেতরে, কয়েক মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এলো আবার, এখন ওর হাতে রাইফেল।

'কী ব্যাপার, বানি?' জিজ্ঞেস করল লরা। 'কই যাচ্ছ?'

'যাচ্ছি?' হিংস্র শোনাল রেমন্ডের গলা। 'আরও গরু হারাচ্ছি আমরা। ওরা এখন গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি একা কী করতে পারবে, বানি?'

তিক্ত স্বরে বলল রেমন্ড, 'চোরগুলোর অন্তত একটাকে জাহান্নামে পাঠাতে পারব।'

'যেয়ো না, বানি। আমরা এখানে একা। ভয় করছে আমার।'

দ্বিধায় পড়ে গেল রেমন্ড। উত্তর-পুবে চাইল, কিন্তু দরজা থেকে আসা আলো আর নক্ষত্রের বিকিরণে লরার চেহারা বড্ড ফ্যাকাসে আর বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

'ঠিক আছে,' ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলল রেমন্ড। 'কিন্তু গরু হারাচ্ছি আমরা।'

পরদিন দুপুরে ওরা জানতে পারল কী ক্ষতি হয়ে গেছে। গোটা রেঞ্জ খালি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। শুধু ফোর স্কয়ার নয়, থ্রী টিএল আর ফোর এইচের গরুও গায়েব। রাতের কোন এক সময় সুচতুর কৌশলে তিনটে র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরি করা হয়েছে। অন্তত এক হাজার গরু হবে। দিনের আলোয় ট্র্যাক খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল নির্দিষ্ট একটা জায়গায় গিয়ে ঠিক আগের মতোই ট্র্যাক শেষ হয়ে গেছে।

চোদ্দ

ক্যাম্পের ওপরের রিজ থেকে ডাক ফ্ল্যাটের চওড়া বিস্তার বিনকিউলার দিয়ে দেখল বেনন। অন্তত ছয়শো গরু চরতে দেখছে ও। তবে ঘাস যে পরিমাণ আছে তাতে বেশিদিন চলবার কথা নয়। এটা অস্থায়ী একটা আশ্রয়, শীঘ্রি ওগুলোকে আসল আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

দক্ষিণে সমতলটা চওড়া হয়ে বিস্তৃত একটা উপত্যকায় মিশেছে। ওদিকে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন রাইডারকে, অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দলছুট গরুগুলোকে পালের ভেতর ফিরিয়ে দিচ্ছে। উত্তরে সমতলটা সরু একটা চ্যানেলের ভেতর দিয়ে গেছে, বড়জোর আধমাইল হবে চওড়ায়। ওই চ্যানেল দিয়েই গরু সরানো হবে। হ্যানন আর সারডোর মুখে যা শুনেছে তাতে উত্তরে কোথাও আছে সারপ্রাইজ ভ্যালি আর ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্ত। দীর্ঘ সময় নিয়ে চ্যানেলটা গভীর মনোযোগে দেখল বেনন। দু'পাশে পাথুরে দেয়াল। বিনকিউলার চোখ থেকে নামিয়ে পরিস্থিতিটা বিচার করতে শুরু করল।

বুদ্ধিমান লোক কখনও অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেয় না। চিন্তা ভাবনা না করে কাজ করবার অভ্যেস ছোটবেলাতেই ঝেড়ে ফেলেছে বেনন।

গরুর এই পালটা উদ্ধার করাই যথেষ্ট নয়। আসলে জানা দরকার আগের গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চুরির পেছনে হাত আছে কাদের। তবে সেজন্য এই গরুগুলোকে নিয়ে যেতে দেওয়ারও কোন মানে হয় না। এখন সমস্যা হচ্ছে কীভাবে গরুর পালের কিছুটা আটকে ফেলা যায়। বাকিটা অনুসরণ করবে, ঠিক করেছে ও।

কাছেই কোথাও হবে গরুগুলোর গন্তব্য সেই র‍্যাঞ্চ। দূরের নীল ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রাসলারদের ক্যাম্প খুঁজে বের করল ও। চমকে গেল একদল অশ্বারোহীকে দেখে। লোকগুলো ঠিক একই ক্যানিয়ন

দিয়ে ঢুকেছে। গতকাল রাতে যেখান দিয়ে ঢুকেছিল ওরা। উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছে লোকগুলো। বিনকিউলার দিয়ে দেখল বেনন।

ক্যাম্পের চেয়ে কাছে আছে আরোহীরা। লোকগুলোর চেহারা স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না প্রত্যেকে তারা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত। এরা সম্ভবত স্লিম হাওয়ার্ডের সঙ্গের লোক।

চোখ সরু হয়ে গেল বেননের। দলের শেষের লোকটাকে স্লিম হাওয়ার্ড বলে মনে হচ্ছে। লোকটা নিঃসন্দেহে ওদের ট্র্যাক দেখেছে। শাখা ক্যানিয়নে মোড় নিয়েছে ওরা সেটাও কী টের পেয়ে গেছে? ওখানটা পাথুরে, বালি নেই মোটেও। চিহ্ন পড়ার তো কথা নয়। লোকটা সম্ভবত ধারণা করবে ওরা উপত্যকার কোথাও আছে। কপালটা ভাল যে ওরা শাখা ক্যানিয়নে ঢুকেছিল, নইলে পেছন থেকে হামলা চালানোর সুযোগ পেত স্লিম হাওয়ার্ডরা।

রাসলারদের সংখ্যা ওদের তিনগুণ। সরাসরি লড়াই করবার কথা ভুলে যেতে হবে। লড়তেই যদি হয় তাহলে লড়তে হবে আড়াল থেকে, পরিকল্পনা থাকতে হবে সরে পড়ার। তাছাড়া লড়াই রাসলারদের দেরি করিয়ে দেবে শুধু, নিয়তি পাল্টাবে না তাতে। স্লিম হাওয়ার্ডের দলবলের আগমনে পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন চলে এসেছে। এখন একটা কাজ করাই যুক্তিসঙ্গত হবেঃ গরুর পালকে এগিয়ে যেতে দেয়া এবং অনুসরণ করা।

সূর্য উঠছে, তবে এখনও ওর পেছনের পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে মুখ তোলেনি। যে পাথরটার ওপরে ও শুয়ে আছে সেটা রাতের শীতলতা বেশিরভাগটাই খুইয়েছে। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। যাতে আলো প্রতিফলিত না করে সেজন্য বিনকিউলারের কাঁচের ওপরে হাত রেখে আবার ক্যাম্পটা দেখল বেনন। আধঘণ্টার মধ্যে রাইডাররা ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে। ধরা যাক আরও আধঘণ্টা যাবে কথোপকথোন আর তর্কবিতর্কে। তারমানে লোকগুলোর রওনা হতে এখনও অন্তত পক্ষে একঘণ্টা দেরি আছে।

পাথরের ওপর থেকে নেমে খাড়া পথ ধরে ক্যাম্পে আগুনের ধারে ফিরে এলো বেনন।

ওকে দেখে হাসল রাস্টি। 'কাপটা শীঘ্রি জোগাড় করে ফেলো, বেনন, গত একমাসে এতো ভাল কফির স্বাদ পাইনি।'

'এই যাত্রায় এই শেষ কফি আমাদের,' গম্ভীর চেহারায় বলল

হ্যানন। 'খাবারও শেষ।'

'জোগাড় করে ফেলব,' বলল বেনন। 'খাবারের কথাই ভাবছিলাম আমি।'

ওপর থেকে কী দেখেছে খুলে বলল ও। এলাকার বর্ণনা আর কোন্ পথে গরু সরানো হতে পারে তা-ও জানাল। স্লিম হাওয়ার্ড এবং তার সঙ্গীদের কথাও বাদ গেল না।

'চ্যানেলে আমরা গরুর পাল থামাতে পারি,' বলল বেনন। 'সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে; তবে ওরা যদি গরু স্ট্যাম্পিড করায় তাহলে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতেই হবে। সেটাই করবে ওরা প্রয়োজনে। অনেক লোক আছে এখন ওদের। গরুর পাল দেখাশোনা করতে কয়েকজনকে রেখে বাকিদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে গোলাগুলি করতে বাধা নেই কোন। সেক্ষেত্রে আমরা কোনভাবেই লাভবান হবো না।'

'খাবারের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল রাস্টি। 'খাবার ছাড়া চলা যাবে না।'

সংক্ষেপে পরিকল্পনা জানাল বেনন। শুনতে শুনতে রাস্টি আর হ্যাননের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তাড়াহুড়ো করে হালকা নাস্তা সেরে নিল ওরা, ক্যাম্প গুটিয়ে ঘোড়ায় উঠল। আগে আগে চলল বেনন, ফিরতি পথে মূল ক্যানিয়নের দিকে চলেছে।

'ওদিকে লাল রঙের উঁচু একটা সমতলভূমি আছে,' বলল বেনন। 'সহজেই চেনা যাবে। ওটার পাশেই ক্যাম্প করেছে রাসলাররা।'

দক্ষিণে এগোচ্ছে ওরা। মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে লাল রঙের অধিত্যকা। ওরা যখন উল্টোদিকের ক্লিফের কাছে পৌঁছল, রাস্টি ততোক্ষণে পেছনের ক্যাম্পটা বিনকিউলার দিয়ে দেখে ফেলেছে।

'দলবল রওনা হয়ে গেছে,' খুশি খুশি গলায় বলল রাস্টি। 'মাত্র একজন আছে। ক্যাম্প গোটাচ্ছে। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

সামনেটা দেখে এলো হ্যানন। 'মনে হচ্ছে হরিণের চলবার একটা পথ পেয়ে গেছি। চলে এসো।'

খাড়া ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করল ওরা, উপত্যকার দিকে চোখ। ধুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে রাসলাররা ইতিমধ্যেই গরু সরাতে শুরু করে দিয়েছে। দক্ষিণে বাঁক নিল বেনন। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নেওয়ার মাধ্যমে নিচু জমি বেছে বেছে এগিয়ে চলল। সমতলে করা ক্যাম্পের কাছে চলে আসছে ক্রমেই। ওয়াশ থেকে বের হয়ে ওরা দেখল রাঁধুনি তার

পা ঘোড়ার স্টিরাপে তুলতে যাচ্ছে। লোকটা আর পঞ্চাশ গজ দূরেও নেই।

নীরবতা বজায় রাখবার জন্য ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল ওরা। নিঃশব্দে ভূতের মতো হাজির হলো লোকটার পেছনে। ছড়িয়ে পড়েছে, লোকটার পালাবার পথ নেই। 'ঠিক আছে,' শান্ত নিচু গলায় পাঁচ ফুট দূর থেকে বলল বেনন। 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও দেখি লক্ষ্মী ছেলের মতো। অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ালে খুন হয়ে যাবে।'

হাতে ল্যাসো নিয়ে তৈরি হয়ে আছে হ্যানন, রাসলার ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করতেই ছুঁড়ে দিল ল্যাসো। বিস্ময়ের অস্ফুট একটা আওয়াজ করে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল লোকটা। কিন্তু গলায় এঁটে বসেছে দড়ির ফাঁস। ধপ করে ধুলোর ভেতরে পড়ল লোকটা, এক হাতে গলা আরেক হাতে পাছা চেপে ধরে গুঙিয়ে উঠল। মাটিতে নেমে পড়েছে রাস্টি, দৌড়ে লোকটার কাছে হাজির হয়ে গেল। আধ মিনিটের মধ্যে চমকিত আউট-লকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে কোন ঝামেলা হলো না। লোকটা পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু মুখ থেমে নেই। তিক্ত স্বরে গাল বকে চলেছে।

মাঝে মাঝেই বলছে: 'খুন করে ফেলব! খুন করে ফেলব আমি!'

মাথা নাড়ল বেনন। 'কাউকে খুন করা তোমার ভাগ্যে নেই হে! রাস্টি, ওকে ছায়ার মধ্যে নিয়ে রাখো। কাজ সেরে ফেরার পথে আমাদের যদি মনে থাকে তো ওকে নিয়ে যাব।'

'না!' লোকটার গলায় আতঙ্কের সুর ফুটে উঠল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'কী হবে যদি একটা পাহাড়ী সিংহ এসে হাজির হয়?'

'প্যানথার বা পাহাড়ী সিংহ তোমাকে বিরক্ত করবে না,' বলল বেনন। 'খাওয়ার ব্যাপারে ওদের রুচি আছে।' রাস্টির দিকে ফিরল। 'ওর ক্যান্টিনটা নিয়ে নাও। হয়তো নিজেকে মুক্ত করতে পারবে ও। তৃষ্ণাও মেটাতে পারবে। কিন্তু ক্যান্টিন সঙ্গে না থাকলে যেতে পারবে না কোথাও।'

মালামাল আর খাবার বহন করা খচ্চর দুটো নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা দিল ওরা। ওদের পেছনে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল অভিশাপ, গালি এবং করুণা-প্রার্থনা।

পাহাড়ী এলাকায় ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে খাবার ভাগ করে নিল ওরা। বাকি যা আছে তা থেকে নিল গোলাগুলি আর অনেকখানি

তার।

ওটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকাল হ্যানন। 'এটা কিসের জন্য?'

'তুমি বোধহয় কখনও টেক্সাসে যাওনি, হ্যানন,' বলল বেনন। 'এটা বেইলিং ওয়্যার। ব্র্যান্ড বদল করতেও কাজে লাগে। রানিং আয়রনের চেয়ে ঢের বেশি কাজের। আকৃতি বদল করাও সোজা। এক মোচড়ের ব্যাপার। এতো সুন্দর ভাবে ব্র্যান্ড বদল করা যায় যে মেরে ফেলে জন্তুর চামড়ার ভেতরদিক না দেখলে বোঝার উপায় থাকে না। এখন বুঝতে পারছি আগে দেখা গরুগুলোর ব্র্যান্ডিঙের খুঁত চোখে পড়েনি কেন।'

'এবার কী?' জিজ্ঞেস করল রাস্টি। 'রাসলাররা তো গরুর পাল নিয়ে সরু এলাকায় পৌঁছে গেছে এতোক্ষণে।'

'যেতে দাও,' বলল বেনন। 'আমরা পেছনে যাব।'

'র‍্যাঞ্চে কী অবস্থা সেটা জানতে পারলে স্বস্তি পেতাম,' চিন্তিত স্বরে বলল রাস্টি। 'এদের কারও সঙ্গেই লেনি আর্থারকে দেখিনি। তার দলেরও কেউ ছিল না। গ্র্যাট বা কালেনকে দেখেছ, বেনন?'

'না।'

নিচু একটা ঢাল পেরিয়ে বহু সামনে গরুর ধুলো দেখতে পেল ওরা। সরু এলাকাটা পার হয়ে ধীরেসুস্থে সারপ্রাইজ ভ্যালির দিকে চলেছে রাসলাররা। কিছুক্ষণ ওদিকে চেয়ে থেকে সঙ্গীদের দিকে ফিরল বেনন, বলল, 'তিনজনই অনুসরণ করে কোন লাভ নেই। আমি ফোর স্কয়ারে ফিরে যাব ভাবছি। তোমরা দু'জন লেগে থাকো, দেখো কী ঘটে। হ্যানন, পরে তুমি রাঁধুনি আউট-লকে পারলে শহরে নিয়ে গিয়ে মার্শালের হাতে তুলে দিয়ো।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল রাস্টি। 'আমি গরু অনুসরণ করি, তোমরা যাও। চিন্তা কোরো না আমার জন্য।'

'হ্যানন কী বলো?'

একটু দ্বিধা করল হ্যানন, তারপর হেসে বলল, 'বুঝতে পারছি লড়াইতে থাকবার সুযোগ হবে না আমার। তবে বলছ যখন যাব। আউট-লকে টাসকোটালে দিয়ে তারপর কী করব?'

'তোমার বসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তারপর চলে আসবে ফোর স্কয়ারে। আমি যদি ওখানে না থাকি তাহলে খবর রেখে যাব। চললাম তাহলে।'

হাত নেড়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল বেনন, নিজের পথে রওনা হয়ে গেল। দ্রুত ছুটছে অ্যাপালুসা, শীঘ্রি ফেলে আসা ট্রেইলে চলে এলো ও। একটানা পথ চলছে। মাঝেমধ্যে থামছে শুধু ঘোড়াটাকে সামান্য বিশ্রাম দেওয়া আর ঘাস-পানির ব্যবস্থা করবার জন্য। এখনও বহুদূরে যেতে হবে। যেতে হবে যতোটা দ্রুত সম্ভব।

রাত নামতে সোলজার মিডোর প্রান্তে পৌঁছে গেল ও। ওটা পার হয়ে পাথরের মাঝখানে একটা গর্তমতো জায়গায় রাতের মতো ক্যাম্প করল। হট স্প্রিংস আর বেশি দূরে নেই। একটা ঝর্না থেকে গরম পানি সংগ্রহ করে কফি আর রান্নার আয়োজন করল ও। খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে। আকাশের হাজারো নক্ষত্রের আলো দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

ঘুমটা আচমকাই ভাঙল। কী জন্য ভেঙেছে বুঝতে পারল না। রাত অনেক হয়েছে। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। বাতাস শীতল, প্রায় গায়ে কাঁপ ধরিয়ে দেওয়ার মতো। তারাগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গরম পানির ঝর্নার ভেজা গন্ধ নাকে ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে ঘাসের তাজা সুবাস। দীর্ঘক্ষণ চোখ খুলে চুপচাপ শুয়ে থাকল বেনন। একসময় আকাশের পটভূমিতে ওর ঘোড়াটার মাথার আকৃতি দেখতে পেল। মাথা উঁচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে অ্যাপালুসা। কান খাড়া। রাতের আঁধারে উপত্যকার দিকে চেয়ে আছে।

দ্রুত হাতে গানবেল্ট পরে নিল বেনন। উইনচেস্টারটা হাতে পেয়ে বুট পরতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অস্ত্র হাতে পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল ও, বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলল ছোট্ট একটা ড্রয়ের দিকে। ড্রটা গেছে উপত্যকার ভেতরে। ড্রয়ের ভেতরে থামল ও, চুপ করে অপেক্ষা করল। অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। সময় যেন অতি ধীরে পার হচ্ছে। কানে কিছু শুনতে পেল না। কোন নড়াচড়াও চোখে পড়ল না। একটা ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করল। রাত জাগা বাজপাখি তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ল। তারপর আওয়াজটা ভেসে এলো।

গরুর ডাক!

আড়ষ্ট হয়ে গেল বেনন। গরু? এখানে? এখন? অপেক্ষা করল ও। এবার স্পষ্ট শুনতে পেল খুরের আওয়াজ। উপত্যকা ধরে এদিকেই আসছে বিরাট এক পাল গরু। বিশ্বাস হতে চাইল না, কিন্তু নিজের কানকে অবিশ্বাস করবারও কোন উপায় নেই। রাসলাররা কী তাহলে

আবারও আঘাত হেনেছে? কিন্তু হাওয়ার্ডরা, অন্তত তাদের দু'জন, ইতিমধ্যেই চলে গেছে পশ্চিমে।

এখন এই রাতের বেলা গরু সরানোর একটাই মানে—ওগুলো চোরাই গরু। তার মানে লেনি আর্থারের নিজের লোকরা এটা নিয়ে চলেছে! এই প্রমাণই তো দরকার—লেনি আর্থারও সঙ্গে থাকলে সাফল্যের ষোলো কলা পূর্ণ হয়।

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল বেনন, দৌড়ে চলে এলো ক্যাম্পে, তারপর ঘোড়ার পিঠে স্যাডল বেঁধে ফেলল, তৈরি হয়ে গেল যাত্রার জন্য। মাঠের মাঝখানে এসে সামনের লোকটাকে দেখতে পেল ও। চওড়া একটা হ্যাট তার মাথায়। লোকটা ওকে দেখেনি। লেনি আর্থারও হতে পারে জানার পরও তাকে পার হয়ে যেতে দিল বেনন। প্রথমে গরু দেখবে ঠিক করেছে। বিরাট এক পাল গরু। আজ রাতেই যদি চুরি করা হয়ে থাকে তাহলে এখনও ব্র্যান্ড বদল করা হয়নি।

এক পাশে সরে গেল বেনন, একটা গরুর কাছে গিয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বালল। দু'হাতে কাঠিটা আড়াল করে রেখেছে। ওটা নিভে যাবার আগে গরুর উরুতে দেখতে পেল ব্র্যান্ডটা।

ফোর স্কয়ার!

তার মানে আর কোন সন্দেহই নেই যে এগুলো চোরাই গরু। আরও সামনে ওগুলোকে এগোতে দেওয়ার কোন মানেই হয় না। গরুর পালের কাছ থেকে সরে গেল ও, তার পরপরই একটা চিৎকার শুনতে পেল।

'বোল্ট! ম্যাচ জ্বাললে কেন! জানো না, গাধা, এমন রাতে এক মাইল দূর থেকেও আলো দেখা যাবে!'

'ভুলে গিয়েছিলাম,' নিচু গলায় স্বর পাল্টে জানাল বেনন। 'ভুলটা পছন্দ না হলে কচু গাছে গলায় ফাঁস দাও গে যাও।'

'কীহ্!' সামনের রাইডার ঘোড়ার মুখ ফেরাল। 'সম্মান করে কথা বলতে শেখোনি, না? ঝামেলা পছন্দ? ব্রড়ারিকের সঙ্গে? বেশ...' মুহূর্তের জন্য থেমে গেল লোকটা, তারপর বিস্মিত গলায় বলে উঠল, 'আরেহ্! তুমি তো বোল্ট নও! তুমি তো...'

কাছে চলে এসেছে লোকটা। সিক্সগান বের করেই ওটার নল দিয়ে লোকটার মাথার পাশে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল বেনন। ঘোঁৎ করে উঠল রাইডার, তারপর পিছলে পড়ে গেল স্যাডল থেকে।

উবু হয়ে লোকটার কলার ধরে টেনে তুলল বেনন, গরুর চলবার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে ফেলে দিল। নিজে জায়গা নিল দলের সামনে। কৌশলে গরুর পালকে নির্দিষ্ট দিক থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করল একটু একটু করে। প্রথমে গেল উত্তর দিকে, তারপর সামান্য সরে উত্তর-পুবে। কাউবয়দের কাজ আগেও করেছে ও, জানে অন্তত এক ঘণ্টার আগে কোন কাউবয় প্রশ্ন করতে আসবে না।

এদিকের ট্রেইলটা ভাল। একটা ঢালু রিজের দিকে গেছে, তারপর পরিত্যক্ত একটা আর্মি ক্যাম্প পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে আবার মরুভূমিতে। ওপর্যন্ত যাওয়ার আগেই গরুর পালকে ফোর স্কয়ারের দিকে অনেকখানি নিয়ে যেতে পারবে বলে আশা করছে ও। বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এখন বেননের মুখে লেগে আছে একটুকরো হাসি। এগিয়ে নিয়ে চলেছে গরুর পাল। নিয়ে চলেছে যেদিকে চায়। মাঝে মাঝেই একটু পিছাচ্ছে, তাগাদা দিচ্ছে গরুগুলোকে।

পনেরো

চোরাই গরু নিয়ে ছয় মাইল চলে আসার পরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল বেনন। পালের দু'পাশ থেকে ছুটে আসছে দুটো ঘোড়া। এখন কথা বলার সময় নয়। দু'জন লোক আসছে, তার মানেই ঝামেলা আছে কোন। অজ্ঞান লোকটা হয়তো চেতনা ফিরে পেয়েছে, রাসলারদের জানিয়ে দিয়েছে কী ঘটেছে। ডানে বাঁক নিল ও, গরুগুলোকে পরিচালিত করল পাহাড়ী ঢাল ধরে, তারপর সরে এলো পালের এক পাশে, ওগুলোকে পথ দেখাতে শুরু করল। রাতের বেলা হঠাৎ দিক পরিবর্তনে কিছুটা অস্থির বোধ করছে গরুর পাল। একটু পরেই হালকা চালে দৌড়াতে শুরু করল। বজ্রপাতের মতো খুরের আওয়াজ তুলে ছুটছে, নেমে যাচ্ছে পাহাড়ী ঢাল ধরে। সোজা চলেছে মরুভূমির দিকে। গুলি ছুঁড়ে ওগুলোকে ফেরানোর চেষ্টা করল

রাসলাররা। কাজ হলো না কোন।

পালের পেছনে চলে এলো বেনন, দেখল একজন মাত্র রাসলার আছে পেছনে। টেক্সানদের মতো বিকট এক হাঁক ছাড়ল বেনন, পরপর দুটো গুলি করল আকাশে। ছুটন্ত গরুগুলো এবার সত্যিই ভয় পেল। শুরু হয়ে গেল স্ট্যাম্পিড। বিস্মিত রাসলার গালি দিয়ে উঠল, দ্রুত ঘোড়া ছোটাল বেননের দিকে। অস্ত্রটা নিচু করে রেখে অপেক্ষায় থাকল বেনন, রাইডার ড্র করতেই গুলি করল। গুঙিয়ে উঠল লোকটা। তার দিকে এগোল ও। লোকটা আহত হলেও জ্ঞান হারায়নি, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে আরেকদিকে ছুটল সে। মুহূর্তের জন্যে বেনন দেখতে পেল লোকটার ডানহাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ছুটছে গরুর পাল। পরপর আরও কয়েকটা গুলি করল বেনন আকাশে। অস্ত্র খালি করে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল ও, দ্রুত হাতে অস্ত্র রিলোড করল। এবার আড়াআড়ি এগোল টিলার রাজ্যের দিকে। আপাতত আর কিছু করবার নেই।

*

যে দুই রাইডার সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল তারা গ্র্যাট আর এক দো-আঁশলা। অনেকক্ষণ তারা গরুর পাল অন্যদিকে সরে যাচ্ছে সেটা খেয়াল করেনি। তারপর অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল দো-আঁশলা। কিছুক্ষণ পরে গ্র্যাটের মনোযোগ আকর্ষণ করল সে। কয়েক মিনিট খেয়াল করতেই গ্র্যাট দেখল প্যাহুট চুড়ো ওদের ঠিক দক্ষিণে। ব্রডারিকের আদেখলেপনায় খেপে গেল সে, ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে বাড়ল। সঙ্গে এলো ব্রীড। তারপরই শুরু হলো গুলি, গরুগুলো স্ট্যাম্পিড শুরু করল। গরুর স্রোতে গা মিলিয়ে এগোতে হলো ওদের। থামা বা সরে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। গরুগুলো মরুভূমিতে গিয়ে হাজির হওয়ার আগে পর্যন্ত দৌড় থামাল না, তারপর পুরু বালির কারণে গতি কমাতে বাধ্য হলো। মুক্তি মিলল তখন।

রাগে কালো হয়ে গেছে গ্র্যাটের চেহারা। এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘোড়া দাবড়াল সে, লোক সংগ্রহের চেষ্টা করল। ঠিক তখনই ফিরল ব্রডারিক আর বোল্ট, ব্রডারিকের মাথা থেকে রক্ত ঝরছে এখনও। কী ঘটেছে হড়বড় করে জানাল।

'লোকটা কে?' খসখসে, কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল গ্র্যাট।

'দেখতে পাইনি,' বলল ব্রডারিক। 'তবে ঘোড়াটা ছিল

অ্যাপালুসা।'

'রক বেনন!' প্রায় বিস্ফোরিত হলো বোল্ট। 'ওর ঘোড়াই অ্যাপালুসা।' রাগে দুঃখে বালির ওপর হ্যাট চাপড় দিল সে। 'লোকটাকে আমি খুন করব!'

'অথবা খুন হয়ে যাবে ওর হাতে,' শুকনো গলায় বলল গ্র্যাট। ঘটনা পছন্দ হচ্ছে না তার। ভোর হতে আর বড়জোর এক ঘণ্টা বাকি। সময় মতো মরুভূমি থেকে গরুর পাল বের করে নিয়ে যাওয়ার আর কোন উপায় নেই এখন। রাউন্ডআপই করা যাবে না, ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্তে নিয়ে যাওয়ার কথা না ভাবাই ভাল। আর একঘণ্টার মধ্যেই থ্রী এফ আর অন্যান্য র‍্যাঞ্চের রাইডাররা গরুর পাল খুঁজতে এসে হাজির হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্গীদের দিকে ফিরল সে।

'সরে যেতে হবে আমাদের,' তিক্ত স্বরে বলল, 'চলে না গেলে প্রমাণসহ ধরা পড়তে হবে।'

'এতোগুলো গরু ছেড়ে দেব?' ব্রডারিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। 'পাগল হলে নাকি, গ্র্যাট?'

'হতাম,' শান্ত থাকবার চেষ্টা করল গ্র্যাট, 'যদি গরুগুলোকে এখন রাউন্ডআপ করবার চেষ্টা করতাম। যেকোন সময় চলে আসবে সার্চ পার্টি। গলা বাঁচাতে হলে সরে পড়তে হবে। তুমি চাইলে ফাঁসিতে ঝুলতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই। আমি যাচ্ছি।'

'আর্থার কী বলবে?'

'ও কী বলবে তাতে আমার গলা বাঁচবে না।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল গ্র্যাট। 'বাঁচতে চাইলে চলে এসো।'

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না, একসঙ্গে ছুটল রাসলারদের ঘোড়াগুলো।

*

রাসলারদের পেছনের একটা রিজের মাথা থেকে লোকগুলোকে চলে যেতে দেখল বেনন। দূরত্ব অনেকখানি, তবু উইনচেস্টারটা স্ক্যাবার্ড থেকে বের করে গুলি করল একটা। লাগাতে পারবে না বুঝে ক্ষান্ত দিল। যথেষ্ট করেছে বলে মনে হচ্ছে ওর। জীবনে কখনও এতোবড় চোরাই গরুর পাল দেখেনি ও, সেটা চুরি ঠেকিয়ে দিয়েছে একা। এবার মরুভূমির শুষ্কতা ছেড়ে নিজেদের পরিচিত জমি আর পানির উৎসের দিকে আপনাআপনিই ফিরে যাবে গরুর পাল। বেশিদূরে যেতে

হবে না ওগুলোকে।

*

ব্রডারিকের মাথা ভীষণ ব্যথা করছে। রাগে ফুঁসছে সে। হঠাৎ করে ঘোড়ার গতি কমাল। 'গ্র্যাট, রক বেনন পেছনে কোথাও আছে। আমি যাচ্ছি। ওকে খতম করে তবে ফিরব।'

'বোকামি কোরো না,' রাগী গলায় সাবধান করল গ্র্যাট। 'তুমি কিছু টের পাওয়ার আগেই বেড়ার ওপর তোমার চামড়া ছিলে টাঙিয়ে দিতে পারবে ওই চতুর নেকড়ে।'

'অতো না!' রাগে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ব্রডারিককে।

লোকটার চেহারা দেখতে পেয়ে হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত পাল্টাল গ্র্যাট। 'যাও তাহলে। কিন্তু সাবধান। তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না।'

যাক না, ক্ষতি কী! রক বেননকে শেষ করতেই হবে। বেনন বেঁচে থাকলে ওদের মস্ত অসুবিধে। ব্রডারিক রাগে উন্মাদ হয়ে আছে, হয়তো সফল হলেও হতে পারে। চেষ্টা করে দেখুক না ব্রডারিক। ওর মনোভাব এখন যেমন তাতে বেপরোয়া হয়ে যেকোন সময় যা-তা কিছু একটা করে বসতে পারে। দল থেকে এমুহূর্তে লোকটা যতো দূরে থাকবে দলের জন্যে ততোই মঙ্গল।

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে টিলার দিকে ছুটল ব্রডারিক। এক মিনিট আগেই রওনা হয়ে গেছে বেনন। ও জানে না পেছনে কেউ আসছে।

প্যাহুটের চুড়োর নিচে কালো পাথুরে জমিতে এখনও রয়ে গেছে ছড়ানো ছিটানো কিছু গরু। ক্লান্ত বোধ করছে বেনন, এতোক্ষণে বুঝতে পারছে, শরীর যেন আর চলতে চাইছে না। তবুও গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে দক্ষিণে মূল দলটার দিকে চলল ও।

পুবাকাশে কিছুক্ষণ আগে দেখা দিয়েছে সূর্য, উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। মাংসপেশী জমে আড়ষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হলো বেননের। কপালের ওপর হ্যাট টেনে দিল ও। স্যাডলে বসে ঝিমাতে শুরু করল। অ্যাপালুসাটাও ক্লান্ত, ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে। প্রতি পদক্ষেপে উড়ছে ধুলোর একেকটা ছোট কুণ্ডলী। জড়ো করা গরুগুলো এখনও শান্ত ভঙ্গিতে ওদের আগে আগে চলেছে। আন্দাজ তিরিশটা হবে।

সোজা হয়ে বসে চোখ পিটপিট করে তাকাল বেনন। টিলার রাজ্য আর বিরান মরুভূমিতে ঘুরে এলো ওর নজর। আবার আচ্ছন্ন বোধ

করতে শুরু করেছে ও। সকালের সূর্যের উত্তাপ আরামদায়ক ঠেকছে। ইচ্ছে করছে ঘুমিয়ে পড়তে। চোখ বুজে এগিয়ে চলল।

অনেক পেছনে শোলজার মিডো পেরে এগিয়ে আসছে হেনরি ব্রডারিক। ইন্ডিয়ানদের মতোই ঘোড়ায় চড়তে জানে সে। স্যাডলের সামনের দিকে বসে, প্রতিটা স্নায়ু থাকে সচেতন। মুখের ভেতরটা এখন শুকনো লাগছে তার। পেটের ভেতরে পাক খাচ্ছে কী যেন একটা। রক বেনন সামনের যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে। যে-কোনখানে!

ব্যাপার কী? ভয় পাচ্ছে নাকি ও? বাচ্চা ছেলেদের মতো ভীত হয়ে পড়েছে? রক বেননের মধ্যে কী এমন আছে যে তাকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ভাবতে হবে? প্রচুর মানুষ মেরেছে সে। আগেও অস্ত্র হাতে বহু সশস্ত্র মানুষের মোকাবিলা করেছে। এখন তাহলে খামোকা মনের ভেতর দুশ্চিন্তা আসছে কেন?

ধরা যাক ভয় পেয়েছে গ্র্যাট। ধরা যাক সব কয়জন ভয় পেয়েছে। কিন্তু এমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে মানুষের মুখে যতোটা নাম ছড়িয়েছে আসলে তেমন শক্ত আর যোগ্য লোক নয় রক বেনন। গুজব কীভাবে ছড়ায় ভাল করেই জানা আছে তার। সে নিজে যতোজনকে খুন করেছে লোকে বলে তার দ্বিগুণ। তবে সেজন্যে কখনও সত্যিকার সংখ্যা বলে না সে। এখন বা পরবর্তীতে নিজের সম্বন্ধে গড়ে ওঠা ধারণা পাল্টে দেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। গানম্যান হিসেবে নিজের নাম ফুটাতে পছন্দ করে সে। রক বেননকে যদি খতম করতে পারে তাহলে—দৃঢ় সংকল্পে চোখ দুটো চকচক করে উঠল ব্রডারিকের—আশেপাশের সমস্ত গানম্যানদের মাঝে তাকে বিশেষ সম্মান করবে লোকে।

ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী? একবার দেখতে পেলেই হলো, সুযোগ না দিলেই চলে। পরে গিয়ে রক বেননের হাতে তার সিক্সগানটা ধরিয়ে দিলেই চলবে। দরকার হলে ওটা থেকে একটা গুলিও ছোঁড়া যেতে পারে। লোককে বিশ্বাস করানো যাবে যে সামনাসামনি গানফাইটে রক বেননকে খতম করে দিয়েছে সে।

সে যেমন একা, রক বেননও তেমনি একা। সত্যি সত্যি কী ঘটেছে তা জানবে কী করে লোকে! চিন্তাটা কয়েক মুহূর্ত মনের ভেতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ব্রডারিক। *রক বেননের অনেক বন্ধু আছে।*

।াস্টি ফেরিস, হিরাম ব্যাগলে ছাড়াও আরও কয়েকজন দক্ষ গানম্যান।
:তা কী হয়েছে? তারা কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে ওর বিরুদ্ধে?

ধরা যাক প্রমাণ করতে এলো না কেউ, এলো খুন করতে। সাবধানে থাকলেই হলো। বেননকে শেষ করে দেয়ার পর থেকে চোখ-কান খোলা রাখবে সে। দরকারে বেননের বন্ধুদের সুযোগ বুঝে খতম করতে দোষ কী! সমান সুযোগ দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। শীঘ্রি লোকে তাকে ওয়াইল্ড বিল হিকক, জেসি জেমস, জন ওয়েসলি হার্ডিন আর বিলি দ্য কিডের কাতারে ফেলবে। সে–হেনরি ব্রডারিক!

বুকটা ফুলে উঠল ব্রডারিকের। মনের চোখে দেখতে পেল রাস্তা ধরে বুক টানটান করে হেঁটে চলেছে সে। সেলুনগুলোতে লোকে ইশারায় তাকে দেখাচ্ছে। তাকে নিয়ে আলাপ করছে সবাই। হিংসে করছে তাকে। মেয়েদের জল্পনা কল্পনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

সূর্যটা যথেষ্ট উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ঘোড়াটা হোঁচট খেতে দিবাস্বপ্ন টুটে গেল তার। নিজেকে সাবধান করল, *সতর্ক হয়ে পথ চলতে হবে, নইলে সুযোগ পাওয়া যাবে না। রক বেনন মরেছে কল্পনা করা আর লোকটাকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলা দুটোর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। লোকটা সামনের যেকোন জায়গায় থাকতে পারে। গ্র্যাটের একটা কথার গুরুত্ব না দেয়া বোকামি হবে। রক বেননের মতো নাম করতে হলে কিছু না কিছু বিশেষ দক্ষতা অবশ্যই প্রয়োজন।*

এখন যদি লোকটার সঙ্গে দেখা হয়…

থামল হেনরি ব্রডারিক, জিভ নিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল। *কিন্তু এগোতেই হবে। ফিরে গিয়ে মিথ্যে বলে টিটকারি আর তাচ্ছিল্য থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কিছুতেই ওর কথা বিশ্বাস করবে না অন্যরা। একমাত্র রক বেননের লাশই পারে তার সম্মান রক্ষা করতে।*

বালুর ওপরে স্পষ্ট হয়ে আছে গরুর চিহ্ন। এখানে ওখানে ঘোড়ার খুরের ছাপও চোখে পড়ছে তার। *রক বেনন ঠিক কোথায় তার মাথায় বাড়ি দিয়েছিল? মাথাটা বড্ড ব্যথা করছে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অস্বচ্ছ ঠেকছে।* গতি কমাল তার ঘোড়াটা, বাঁক নিয়ে ঝর্নার দিকে এগোল। যেতে দিল ব্রডারিক। তৃষ্ণা মিটিয়ে রওনা হলো আবার। এক সময় পৌঁছে গেল শোলজার মিডোর মাঝখানে। সামনে দেখা যাচ্ছে বিস্তৃত উপত্যকা। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল ব্রডারিক।

অনেকখানি দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট এক পাল গরু। ওগুলোর

পেছনে এগিয়ে চলেছে এক নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী!

রক বেনন!

লোকটা একা! ধীরে ধীরে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল ব্রডারিকের মুখে। রক বেনন গরুর পাল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই সে প্যাহুট চুড়ো পাশ কাটিয়ে পুব দিকে বাঁক নেবে। ওই রিজের ওপরে রাইফেল হাতে দক্ষ কেউ থাকলে সহজেই রেঞ্জের ভেতরে পেয়ে যাবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তারপরও যদি ভুল হয় তবুও রিজে উঠে ধাওয়া করতে পারবে না বেনন। কিন্তু গুলি মিস করার কোন ইচ্ছে তার নেই। নিজের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সে, ট্রেইল ধরে ছুটে এগিয়ে চলল। শর্টকাট পথে আড়াআড়ি এগিয়ে চলেছে। রিজের ওপর দিয়ে প্যাহুট চুড়োর কাছে পৌঁছে যাবে সে। তার মানে রক বেননের আগেই ওখানে হাজির থাকতে পারবে সে।

*

চোখ পিটপিট করে সামনে তাকাল বেনন। চারপাশ নীরব। খুশি মনে এগিয়ে চলেছে গরুগুলো, বুঝতে পারছে নিজেদের পরিচিত জমির দিকে যাচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে সন্দেহ করবার মতো বা সতর্ক হয়ে ওঠবার মতো কিছু চোখে পড়ল না ওর। প্যাহুট চুড়ো পেছনে পড়ে গেছে। বামদিকে খাড়া একটা দীর্ঘ রিজ। গরুগুলোকে হাঁটতে দেখল ও। বড় ক্লান্ত লাগছে, সেই সঙ্গে আছে নির্ঘুম রাতের অবষণ্ন ভাব, আর সূর্যের মৃদু উত্তাপ আরাম দিচ্ছে, স্যাডলে বসে ঝিমাতে শুরু করল ও আবার।

*

রিজের ওপর থেকে বেননকে দেখল হেনরি ব্রডারিক। হাতের ঘাম মুছে নতুন সাবধানতায় রাইফেলটা ধরল। আর মাত্র চারশো গজ দূরে আছে রক বেনন। আরও কাছে এগিয়ে আসছে। ঢোক গিলল ব্রডারিক, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বুকের ভেতরে পাগলা নাচ জুড়েছে হৃৎপিণ্ডটা। মুখ শুকিয়ে গেছে। অ্যাপালুসাটা গরুগুলোর পিছু নিয়ে কাছে চলে আসছে। রাইফেল তুলে কাঁধে ঠেকাল ব্রডারিক, বড় করে দম নিল, নলের মাছি তাক করল রক বেননের মাথায়, তারপর দম আটকে ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল।

বুম!

হঠাৎ স্যাডলে ঝুঁকে পড়ল বেনন, মাথার তালু থেকে ঝর্নার মতো ছিটকে উঠল তাজা রক্ত, তারপর স্যাডল থেকে পিছলে কাত হয়ে পড়ে গেল ও মরুভূমির বালিতে। চমকে পিছিয়ে গেল ওর ঘোড়াটা। স্টিরাপে পা আটকে ছিল বেননের, কয়েক ফুট ছেঁচড়ে গেল নিথর দেহ, তারপর বুট জুতো স্টিরাপ মুক্ত হতে অসাড় দেহটা পড়ে রইল বালিতে। অস্বস্তি নিয়ে আরও পিছাল ঘোড়াটা, নার্ভাস ভঙ্গিতে চারপাশে দেখল, তারপর এগিয়ে নাক দিয়ে গুঁতো মারল বেননের দেহে। তাজা রক্তের গন্ধে পিছিয়ে গেল আবার, নাক ঝাড়ছে। গরুর পাল থামেনি, এগিয়ে চলেছে নিজেদের গন্তব্যে। ওগুলোকে একবার দেখে নিয়ে দাঁড়িয়েই রইল অ্যাপালুসা। রাশ পড়ে আছে মাটিতে, কাজেই নিজের কতর্ব্য কী সেটা ওর অজানা নয়।

সূর্যটা বেননের কালো শার্টে গরম রোদ ঝরাচ্ছে। ঝকঝকে আকাশের অনেক ওপরে ঘুরছে একটা শকুন। উঠে দাঁড়াল হেনরি ব্রডারিক। ঝড়ো বাতাসে পড়া গাছের পাতার মতো কাঁপছে সে। 'পেরেছি!' ফিসফিস করে নিজেকে বলল, 'আমি রক বেননকে খুন করেছি!'

ষোলো

শুধু মাত্র লরা ব্রুসকে বিয়ে করতে পারা বা ফোর স্কয়ারের মালিকানা পাওয়াই লেনি আর্থারের বারবার এ র‍্যাঞ্চে আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এদিকে এলে গরুচুরির ঘটনার সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়বে, তাতে তাকে সন্দেহ করা আরও মুশকিল হবে, এটাই আসল উদ্দেশ্য।

এবারের রেইডটাই শেষ এবং সর্ববৃহৎ ছিল। নিজের লোকদের তো সে কাজে লাগিয়েইছে, বাড়তি লোকও নিয়েছে। তারা এমন সব লোক যারা সামান্য পয়সার জন্যে যেকোন খারাপ কাজ করতে পারে। ভবঘুরে ভাদাইম্যা লোক সব। জানে রাসলিঙে জড়ালে বিপদের

সম্ভাবনা আছে, ফলে চলে যাবে এরা এ এলাকা ছেড়ে। পকেটে থাকবে মদ খাওয়ার মতো পয়সা। তাতেই এরা সন্তুষ্ট। মাঝেমধ্যেই এধরনের লোক দরকার হয়ে পড়ে।

খোশ মেজাজে রাসলিঙের নতুন খবরটা শুনেছে লেনি আর্থার। বানি রেমন্ডের একা কিছুই করার ছিল না। আগেই আর্থার জানত একা লরা কিছুতেই রেমন্ডকে রাতবিরেতে যেতে দেবে না। আর থ্রী এফ অনেক খানি দূরে, অতো রাতে হঠাৎ করে লোক যোগাড় করা বা বাধা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অনুসরণ শুরু হওয়ার আগেই কীভাবে গরু সরিয়ে লুকিয়ে ফেলতে হবে সে-ব্যাপারে পইপই করে বলে দিয়েছে সে নিজের লোকদের। সমস্যা হবার কোন কারণই নেই।

পরদিন সকালে চমৎকার ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠল সে। ব্রেকাফাস্টের জন্যে তৈরি হতে হতে পরবর্তী পরিকল্পনা গুছিয়ে নিতে শুরু করল মনে মনে। ফোর স্কয়ারে যাবে সে, অভিযোগ করবে যে গরু হারাচ্ছে। শুনবে কীভাবে রাসলাররা গরু সরিয়ে নিয়ে গেছে, তারপর প্রস্তাব করবে নিজের লোকদের নিয়ে চোরাই গরুর পেছনে যাওয়ার। অনেক চেষ্টা করেও কাজে ব্যর্থ হবে সে, সেজন্য রাগে-দুঃখে বিষণ্ন হয়ে পড়বে। এতে করে লরার চোখে নিজেকে একজন সত্যিকার ভদ্রলোক বলে প্রমাণ করা যাবে। পরে, বিয়ের পরে, আবার সে খালি রেঞ্জে গরু আনাবে। নতুন করে, নিজের করে র‍্যাঞ্চিং শুরু করবে আবার।

প্রথম পাল এতোক্ষণে সারপ্রাইজ উপত্যকায় পৌঁছে গেছে। যদি বিরাট কোন ভুল বা গণ্ডগোল না হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় এতোক্ষণে রক বেনন এবং তার বন্ধুরা মারা পড়েছে। দ্বিতীয় পালও এগিয়ে গেছে অনেকদূর। মরুভূমির নরম বালিতে হারিয়ে গেছে ওগুলোর সমস্ত ছাপ, অথবা হারিয়েছে পাসের পাথুরে জমিনে। এখন যা-ই ঘটুক না কেন, তাকে আর ওসবের সঙ্গে জড়ানোর কোন উপায় নেই।

লেনি আর্থার যখন ফোর স্কয়ারের দিকে রওনা হলো ততোক্ষণে আলোয় ঝলমল করছে ট্রেইল। প্রধান সড়ক ধরে এগোচ্ছে আর্থার, এমন সময়ে এক একাকী অশ্বারোহীকে দেখে বিস্মিত হলো। অপূর্ব একটা কালো ঘোড়া নিয়ে পথ চলছে লোকটা। খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখটা দেখলে মনে হয় এর অভিজ্ঞতার কোন অভাব নেই। এমন কোন

পরিস্থিতি নেই যে পরিস্থিতি এ মোকাবিলা করেনি।

পাশে চলে এসে গতি কমাল আর্থার। চোখে প্রশংসা নিয়ে ঘোড়াটাকে দেখল, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না এমনই সুন্দর ঘোড়াটা। কিছুটা হয়তো রুগ্ন, কিন্তু যার চোখ আছে সে-ই বুঝবে এটাকে দৌড়ে হারাতে হলে পক্ষীরাজ লাগবে। 'কার ঘোড়া এটা?' জিজ্ঞেস না করে পারল না আর্থার। 'মালিক কে?'

'এটা? কেন, রক বেননের ঘোড়া। নাম স্পীডি।'

'আমি কিনব,' বলে বসল আর্থার। 'যতো দাম লাগে লাগুক।'

'পাগল নাকি! দুনিয়ায় এতো টাকা এখনও নেই যে বেনন এটা বিক্রি করবে।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল আর্থার। পরমুহূর্তে বলল, 'তবে রক বেননের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে এটা আমার কাছে বিক্রির জন্যে নিয়ে এসো।'

'আশা করে বসে থেকো না,' বলল দাড়িওয়ালা। 'রক বেনন নিজের কিছু হতে পারে তেমন ঝুঁকি নেওয়ার লোকই নয়। সত্যি বলতে কী, এতোদিনে ওর দিকে যতো গুলি ছোঁড়া হয়েছে ততো সীসে যদি একটা জাহাজে তোলা হয় তাহলে জাহাজটা স্রেফ ডুবে যাবে।'

অস্বস্তি বোধ করে হাসল আর্থার। লোকটার আত্মবিশ্বাস মনের ভেতরে কেমন যেন একটা অনুভূতি জন্ম দিচ্ছে। কী হবে যদি সত্যি স্লিম হাওয়ার্ড রক বেননকে শেষ করতে ব্যর্থ হয়? লোকটা যদি ফিরে আসে? ট্রেইল যতো ভাল ভাবেই গোপন করা হোক না কেন কখনোই তা সত্যিকারের দক্ষ ট্র্যাকারের কাছে চিরকাল গোপন করা যায় না। কোথা থেকে গরু গেছে আর কোথায় গেছে, কে নিয়ে থাকতে পারে—নানা প্রশ্নের জবাব পেতে হলে খুব বেশি বুদ্ধিমান হতে হবে না। লেনি আর্থার এসব ভাল করেই জানে। টেক্সাস যখন ছাড়ল তখন প্রায় তার লেজ ছুঁয়ে ফেলেছিল এক রেঞ্জার। ঠিক সময় মতো সরে পড়তে পারে সে। কিন্তু ভাগ্য সবসময় সহায়তা করবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

মন থেকে সন্দেহ দূর করে এগিয়ে চলল সে। ফোর স্কয়্যারের র‍্যাঞ্চ-বিল্ডিং চোখে পড়ার আগে পর্যন্ত গতি কমাল না। কাউকে না দেখে বিভ্রান্ত হয়ে উঠছিল সে, এমন সময়ে বেরিয়ে এলো লরা ক্রুস, পরনে রাইডিঙের উপযুক্ত পোশাক। বার্ন থেকে মেয়েটার ঘোড়া বের

করে আনল বানি রেমন্ড। ভ্রূ কুঁচকে গেল আর্থারের। শহরে যাচ্ছে নাকি মেয়েটা, নাকি আশেপাশে ঘুরতে বেরোচ্ছে? তেমন কিছু মনে আসেনি তার আগে। এখন কেন বাইরে যাচ্ছে? যাক না। ভালই তো হয় দু'জন যদি পাশাপাশি বেড়াতে বের হয়? মন্দ কী!

পাশে পাশে পথ চলতে চলতে হয়তো আন্তরিকতা বাড়িয়ে তোলায় অনেক বেশি সফল হবে সে। চোখ সরু হয়ে গেল আর্থারের, মুখে ফুটে উঠল স্মিত হাসি। এটা সত্যি একটা ভাল সুযোগ। একসঙ্গে বেড়াতে বের হবে ওরা!

লেনি আর্থার উঠানে ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল লরা। ওর মুখটা শুকনো, ফ্যাকাসে আর চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'গতকাল আমাদের এখানে রেইড হয়েছে, মিস্টার আর্থার। জানি না কতো গরু চুরি গেছে। বানি বলছিল রেঞ্জ খালি করে নিয়ে গেছে চোরেরা।'

'খালি করে নিয়ে গেছে?' ঠিক যতোটা বিস্ময় ফোটানো দরকার তা-ই ফুটাল আর্থার। 'এ কী করে সম্ভব। পরিস্থিতি নিশ্চয়ই এতোটা খারাপ হতে পারে না! আমি বলতে এসেছিলাম যে গতকাল আমিও গরু হারিয়েছি। তবে বড়জোর পঞ্চাশটা হবে।'

তীক্ষ্ণ চোখের কড়া দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারকে দেখল বানি রেমন্ড। 'অনেক বেশি হারিয়েছি আমরা! র‍্যাঞ্চের কাজে আমাকে দরকার না থাকলে খুঁজতে বের হবো।'

'মাথা গরম হয়ে গেছে বলে তোমাকে দোষ দিতে পারছি না,' সান্ত্বনার সুরে বলল আর্থার। 'আমার মনের অবস্থাও ভাল নয়।'

লরার দিকে ফিরে তাকাল। 'যাচ্ছ কোথাও? রেঞ্জে?'

'হ্যাঁ। বানি যাক তা চাই না। ও যেতেই থাকবে, চোরদের দেখা না পেলে থামবে না। হয়তো খুনই হয়ে যাবে শেষে। ও ছাড়া র‍্যাঞ্চে বন্ধু বলতে কেউ নেই আমাদের আর।'

আহত চেহারা হলো আর্থারের। 'মিস লরা! এ তোমার হৃদয়হীনতা। সবসময় নিজেকে আমি তোমাদের একজন ভাল বন্ধু মনে করে এসেছি। দুনিয়ায় এমন কিছু নেই যা তোমার জন্যে করতে পারি না আমি।'

দুঃখ প্রকাশ করল লরা, 'আমি ভেবে বলিনি। সত্যি দুঃখিত, মিস্টার আর্থার।'

বিরক্তির চোটে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল বানি রেমন্ড। চোখ সরু

করে বাঙ্ক হাউসের জানালা দিয়ে দেখল পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে লরা আর লেনি আর্থার। হয়তো আমি বোকা, মনে মনে বলল সে, কিন্তু লেনি আর্থার যদি সৎ মানুষ হয়ে থাকে তাহলে স্বয়ং শয়তানও লোক হিসেবে ভাল হতে বাধ্য।

*

বেশ কয়েক মাইল পশ্চিমে দুই বন্দি আউট-লকে নিয়ে পথ চলছে জিম হ্যানন। রাঁধুনি এখনও বোম ক্ষ্যাপা খেপে আছে। পথের মধ্যে পেয়েছে হ্যানন ঠ্যাং ভাঙা করডোবাকে, ঘোড়ায় চড়া কষ্টকর হলেও সে যথেষ্ট শান্ত। মারাই পড়ত যদি না তাকে খুঁজে পেত হ্যানন, সেজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে। তাকে স্যাডলে বেঁধে কোনরকমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে লোকটা। নিজে সে একসময় সৎ একজন কাউবয় ছিল, মনে পড়ল করডোবার। মনটা এখন বলছে তখনই ভাল ছিল সে। মাস শেষে বেতন, তা যতো সামান্যই হোক, ছিল নিজের পরিশ্রমের সম্মানী। ভালই চলে যেত তাতে। অন্তত জীবনের ঝুঁকি ছিল না, অসম্মান আর হীনম্মন্যতা ছিল না।

পেছনে পেছনে চলেছে জিম হ্যানন, স্যাডলের ওপর আড়াআড়ি ফেলে রেখেছে রাইফেলটা। করডোবার আঘাতের জন্যে যথেষ্ট আস্তে ঘোড়া চালাচ্ছে সে। তবে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যদি এদের নিয়ে সে বিপক্ষের হাতে ধরা পড়ে তাহলে কপালে কী আছে। দয়ার জন্য বিখ্যাত নয় হাওয়ার্ডরা। প্রত্যেকে তারা নীচ ঠাণ্ডা মাথার খুনি।

গতরাতে দূরে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে। সেজন্য চিন্তিত বোধ করছে। রক বেনন যেদিকে গেছে সেদিক থেকেই আসছিল আওয়াজগুলো। পরে আড়াআড়ি ভাবে বেননের ট্র্যাক পার হয়েছে সে, কিন্তু অনুসরণ করেনি। টাসকোটালের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণে চলেছে সে। বন্দিদের নিয়ে ঘুর পথে যেতে মনটা সায় দেয়নি।

তিন ঘণ্টা পরে একটা ঢাল পেরিয়ে থামল হ্যানন। সামনে ধীরেসুস্থে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে বিরাট এক পাল গরু!

'ব্যাপার কী!' চোখ বড় বড় করে গরুর পাল দেখল হ্যানন। ধাঁধার জবাব খুঁজে পেল না। একজন রাইডারও নেই গরুর পালের সঙ্গে। গরুগুলো তাদের নেতাকে অনুসরণ করে মরুভূমির প্রান্ত দিয়ে ফিরে চলেছে রেঞ্জের দিকে!

'কি মনে হয়, করডোবা?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল হ্যানন।

থুতু ফেলল করডোযা। 'মনে হচ্ছে রাসলাররা গোলমাল করে ফেলেছে কোন! হয়তো বিরাট কোন ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিল।'

'যেমন?'

জবাব দিল না করডোযা। বিরাট গরুর পালের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল রাঁধুনি আউট-ল। আবার এগোল ওরা; সহজেই ধীরে চলা গরুগুলোকে পাশ কাটাল তিনজন। স্কয়ার ফোর, থ্রী এফ আর ফোর স্কয়ারের গরুর ব্র্যান্ড চিনতে কারোরই ভুল হলো না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিরাট এক পাল গরু জড়ো করে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল রাসলাররা, পরে কোন কারণে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। গরুগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায় তারা। গতরাতের গোলাগুলির কথা মনে পড়তেই হ্যানন ঠোঁটে ঠোঁট পিষল। রক বেনন বোধহয় এই গরুর পালের দেখা পেয়েছিল। লড়াই হয় তারপর। কিন্তু রক বেনন তাহলে কোথায়?

চিন্তা করছে করডোযা। বড় ড্রাইভের গরু এগুলো। কিন্তু ড্রাইভটা সফল হয়নি। কিছু একটা ঘটেছে, কয়েকজন বা কেউ রেঞ্জের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে গরুর পালটাকে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে গ্র্যাট আর অন্যান্যরা কোথায়? রক বেননই বা কোথায়? গোলাগুলিতে পরস্পরকে খতম করে দিয়েছে নাকি লোকগুলো?

গরুর পালের পেছনে অবস্থান নিল জিম হ্যানন, ওগুলোকে দ্রুত চলতে তাড়া দিল। ঠিক জায়গায় বেঁধে রাখা হয়েছে করডোযার ভাঙা পা, আগের তুলনায় ভাল ভাবে ঘোড়ায় বসতে পারছে সে। এক পাশে ঘোড়া সরিয়ে নিয়ে হ্যাননকে সাহায্য করতে শুরু করল সে। রাঁধুনি আউট-লও অভিযোগ আর অভিশাপ ছেড়ে কাজে নেমে পড়েছে। এরা প্রত্যেকেই আগে গরুর সমঝদার, পরে অন্য কিছু।

মরুভূমির প্রান্তে চলে এসেছে ওরা, এমন সময়ে একটা ঢাল পেরিয়ে দেখা দিল কয়েকজন রাইডার। বসের কালো ঘোড়াটা চিনতে দেরি হলো না হ্যাননের। তার পাশেই আছে লরা ক্রুস। চোখ সরু হয়ে গেল ওর। লেনি আর্থারকেও দলের ভেতরে দেখা যাচ্ছে। লোকটার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল হ্যাননের বন্দিদের দেখে।

'জিম!' সুয়েড নিলসেন তার ঘোড়াটা থামিয়ে ফেলল। 'ব্যাপার কী? গরু পেলে কোথায়?'

স্যাডলে বসেই কী ঘটেছে জানাল হ্যানন, তবে বলল না রাস্টি

ফেরিস এখন কোথায়। লেনি আর্থারের সামনে বলা ঠিক হবে না।

টিলা পেরিয়ে আরেক রাইডার এসে উপস্থিত হয়েছে। এবার মুখ খুলল সে। রক বেননের ঘোড়া নিয়ে নতুন লোকটা হাজির হতে সেটাকে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে বানি রেমন্ড। ক্লান্ত আরোহীকে জাড ব্রুসের দেখাশোনার কাজে রেখে এসেছে সে।

'তুমি বলেছিলে তোমার গরুও চুরি গেছে। দলের মধ্যে তো একটাও তোমার গরু দেখছি না।'

হঠাৎ অস্বস্তিকর নীরবতা নামল। একটা ঘোড়া পা ঠুকল। কিন্তু গরুগুলোও যেন কিছু বুঝে চুপ হয়ে গেছে। লেনি আর্থারের বুকের ভেতর শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। উপস্থিত লোকগুলোর মুখের ওপর ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। 'কী বলতে চাও?' গলার ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু না,' শান্ত গলা রেমন্ডের, কিন্তু ডানহাত চলে গেছে অস্ত্রের বাঁটে। 'কিন্তু গরু যদি হারিয়েই থাকো তাহলে এটা আশ্চর্য যে এতোগুলো গরুর ভেতরে তোমার একটাও নেই।'

'আছে হয়তো। এটাই গরুর পুরো পাল তা নাও হতে পারে। গত রাতে ঠিকই গরু চুরি গেছে আমার।'

সুয়েড নিলসেন দেখল রেমন্ডের চোখ আর্থারের ওপর। প্রথমবারের মতো সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল থ্রী এফ মালিকের মন। 'সত্যি তোমার গরু না থাকলে সেটা আশ্চর্যের ব্যাপারই, লেনি। তোমার রেঞ্জের কোনা ঘুরে গেছে গরুগুলো।'

'ভেতরে আরও কোন কথা থাকলে স্পষ্ট বলে ফেলো,' কড়া চোখে র‍্যাঞ্চারকে দেখল লেনি আর্থার।

'না, কিছু বলার নেই,' শান্ত স্বরে বলল নিলসেন। 'তবে কৌতূহল বোধ করছি আমি।'

'আমিও,' সায় দিল রেমন্ড। লেনি আর্থারের চেহারা কঠোর হয়ে যেতে দেখছে সে। উত্তেজনা দানা বাঁধছে। কিন্তু এসব রেমন্ড তোয়াক্কা করল না। 'সাঙ্ঘাতিক কৌতূহল বোধ করছি আমি। মনে হচ্ছে আমাদের ব্যাক ট্র্যাক করা দরকার। জানা দরকার গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কে নিচ্ছিল।'

প্রত্যেকের চেহারায় ঘুরছে লরার দৃষ্টি। লোকগুলোর চেহারার

সন্দেহ হঠাৎ করে রাগিয়ে দিল ওকে।

'কী ভাবছ তোমরা?' কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল। 'যদি ভেবে থাকো এসবের সঙ্গে আর্থারের কোন যোগাযোগ আছে তাহলে অত্যন্ত ভুল ভাবছ তোমরা। রেইডের সামান্য আগে আমাদের ওখানে ছিল আর্থার। পরে উল্টোদিকে রওনা হয়। এলাকাটা তোমরা সবাই চেনো, ঘুরে রেইডে অংশ নেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

প্রথমবারের মতো কথা বলে উঠল হ্যানন। 'কেউ বলছে না চুরির সঙ্গে লেনি আর্থারের যোগ আছে, ম্যাম। আমরা শুধু ভাবছি তার কপাল এতো ভাল হলো কী করে।' একটু থেমে বলল, 'ওসব বাদ দাও, আমাদের হাতে দু'জন রাসলার আছে। হয়তো মুখ খুলবে।'

'আমি করডোযাকে চিনি,' থ্রী এফের এক কাউহ্যান্ড জানাল। 'ও স্লিম হাওয়ার্ডের লোক।'

চুপ করে থাকল করডোযা। রাঁধুনি স্যাডলে নড়েচড়ে বসে র‍্যাঞ্চার আর কাউহ্যান্ডদের দিকে তাকাল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

'আমাকে আইনের হাতে তুলে দাও,' আবেদনের সুরে বলল সে। 'আমি শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'তাহলে এ শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে চায়,' বলল হ্যানন। 'ঝুলিয়ে দেয়ার আগে একে আমরা কী শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে দেব? তাতে পরিস্থিতির সত্যিকার কোন পরিবর্তন হবে না।'

'তা হবে না।' লেনি আর্থারের ওপর স্থির হয়ে আছে বানি রেমন্ডের চোখ। 'রাসলারদের প্রত্যেককে ঝুলিয়ে দিতে হবে।'

'বেননের কী হয়েছে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল লরা। 'ও কোথায়?'

'আমার আগে রওনা হয়েছে ও ফিরতি পথে,' জানাল হ্যানন। 'আমার ধারণা ও-ই রাসলারদের কাছ থেকে গরুগুলোকে স্ট্যাম্পিড করিয়ে সরিয়ে এনেছে।'

চুপ করে বসে থাকল ওরা, রাতের আঁধারে গরু স্ট্যাম্পিড করানোর ঝুঁকি কতোটা সে-ব্যাপারে প্রত্যেকেই জানে। 'আমাদের বোধহয় ওকে খোঁজা দরকার,' নীরবতা ভাংল নিলসেন। 'সঙ্গে যাবে কে কে?'

'আমি যাব, যদি হ্যানন মিস ক্রুসকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেয়,' জানাল রেমন্ড। 'উপত্যকায় রাসলারদের কেউ না কেউ থাকবে। লেনি আর্থার নিশ্চয়ই যেতে চাইবে।'

রাগে লাল হয়ে গেল আর্থারের চেহারা। ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল,

'রেমন্ড, তুমি আমার ব্যাপারে নাক না গলালেই ভাল করবে। আজকের মতো যথেষ্ট ফালতু প্যাচাল পেড়েছ তুমি। যদি ঝামেলা চাও তো চেষ্টা করে দেখতে পারো। তোমার কাছে অস্ত্র আছে।'

হাসল রেমন্ড, শীতল হাসি। 'আমার আপত্তি নেই, আর্থার।'

দু'জনের মাঝখানে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে এলো নিলসেন। 'বাদ দাও তো! কী বাচ্চাদের মতো শুরু করেছ দু'জন! রেমন্ড, ইচ্ছে করলে তুমি আসতে পারো আমাদের সঙ্গে। লেনি যাক ওর র‍্যাঞ্চে ফিরে। খামোকা খুনোখুনির কোন অর্থ নেই।'

হ্যাননের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'জিম, তুমি মিস ব্রুসকে নিয়ে ওদের র‍্যাঞ্চে যাও । ওখানেই থেকো।'

সতেরো

শেষ পর্যন্ত আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক হলো পাঁচজন যাবে বেননকে খুঁজতে। অন্যান্যরা গরু নিয়ে ফিরতি পথ ধরল। হঠাৎ একা হয়ে গেল লেনি আর্থার। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল সে, চেহারাটা রাগে কালো হয়ে আছে। নিজের র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হয়ে গেল। বুকের ভেতরে বাজছে সতর্ক সঙ্কেত। বিপদের কাছাকাছি চলে আসছে সে ক্রমেই। কেন তাকে সন্দেহ করা হলো আজকে? জাহান্নামে যাক বানি রেমন্ড। চোখ সরু হয়ে গেল আর্থারের। সময় সুযোগ আসুক, লোকটাকে খুন করবে সে। কিন্তু এখন নয়। এখন নয়।

ঘটেছে কী আসলে? বোঝা যাচ্ছে বড় গরুর পাল চুরি করাটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়েছে গরুগুলো। তার লোকরা সরে গেছে।

র‍্যাঞ্চে ফিরে করালে সবার ঘোড়াগুলো দেখতে পেল সে। ফিরেছে তাহলে! এবার ব্যর্থতার কারণটা জানা যাবে।

বারান্দায় বসে আছে সবাই। চামড়া মোড়ানো চেয়ারে আয়েস করে বসে আছে গ্র্যাট। খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গম্ভীর চেহারায় এখনও

লেগে আছে ট্রেইলের ধুলো। ব্রডারিক, ব্রীড, কালেন আর বোল্টও থম মেরে আছে।

ব্রডারিকের ওপর স্থির হলো আর্থারের দৃষ্টি। লোকটা বারান্দার মাঝখানে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। 'হ্যাঁ, ওর হাত চালু,' বলছে সে। 'সত্যি চালু হাত। কিন্তু আমি ওকে হারিয়ে দিয়েছি। খতম করে দিয়েছি। বিশ্বাস যদি না করো তো নিজেরা গিয়ে ওর লাশ দেখে আসতে পারো।'

আর্থার ঘোড়া থেকে নামতে তার দিকে তাকাল গ্র্যাট। কড়া চোখের দৃষ্টি দেখে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

'একেবারে পেঁকিয়ে ফেলেছ সব,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'কী ঘটেছিল? এতোগুলো গরু হারালে কী করে!'

'বস্,' নরম গলায় শুরু করল গ্র্যাট। 'হয়েছে কী...'

'রক বেনন,' মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল ব্রডারিক। বিখ্যাত রক বেননকে সে খুন করেছে এটা এখনও তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। নিজের চোখে হঠাৎ মস্ত বড় একটা কিছু হয়ে গেছে সে। এখন গ্র্যাটের কারণে তার অবস্থান প্রচ্ছন্ন থাকবে তা কী করে হয়! কাউকে তোয়াক্কা না করলেও চলবে। তাছাড়া সবাই যেভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা পাড়তে চাইছে! 'রক বেনন, বস্। রক বেনন এসে হাজির হয়। আমাদের দলে মিশে গরুগুলোকে স্ট্যাম্পিড করায়। যেকারও ভাগ্যে এমনটা হতে পারে। গ্র্যাটের কোন দোষ দেয়া যায় না। কারোই দোষ নেই। কিন্তু চিন্তা কোরো না, এমনটা আর হবে না কখনও। অন্তত রক বেননের সাধ্য নেই আর কিছু করে।'

রক বেনন কেন আর ঝামেলা করবে না সেটা বস্ জিজ্ঞেস করুক তাই চাইল ব্রডারিক। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখ চকচক করছে। খেয়াল করল না লেনি আর্থার। চোরাই গরু হারানোর চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে আছে সে।

'এ স্রেফ দায়িত্বে অবহেলা,' মন্তব্য করল আর্থার। 'আর, ব্রডারিক, যদি কিছু জানার থাকে তাহলে আমি নিজেই তোমাকে জিজ্ঞেস করব।'

মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে গেল ব্রডারিক, তারপরই ফুঁসে উঠল। 'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ? আমার সঙ্গে? ব্রডারিকের সঙ্গে?' এক পা পিছাল সে। নিজেকে হার্ডিন আর বিলি দ্য কিডের সমকক্ষ ভাবছে।

'অনেক বেশি বসগিরি দেখিয়েছ এতোদিন, আর্থার! এখন থেকে ভদ্রলোকের মতো আচরণ করবে আমার সঙ্গে, নইলে...'

'নইলে কী!' এতোক্ষণে রাগ প্রকাশের উপযুক্ত লোক পেয়েছে লেনি আর্থার। 'নইলে কী, দু'পয়সা দামের কাঙাল কোথাকার!'

হেনরি ব্রডারিক চালাক লোক নয়। র‍্যাঞ্চে ফেরার পুরোটা সময় সে চিন্তা করেছে যে রক বেননকে সে খুন করেছে। মনের চোখে নিজেকে সে দেখেছে সুদক্ষ একজন গানম্যান হিসেবে। প্রথমে মনে করেছে যেভাবে গল্পটা বলবে তা-ই বিশ্বাস করবে লোকে। পরে মনে হয়েছে রক বেনন তাকে দেখেছে, তারপরও নিজের সুযোগ হারিয়েছে। মনের ভেতরে ব্রডারিক জানে আসলে কী ঘটেছে, কিন্তু বারবার করে নিজেকে বুঝিয়েছে যেদিন থেকে সে অস্ত্র ঝোলায় সেদিন থেকেই সে একজন *চালুহাত*। নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী যে আসলেই সে রক বেননের চেয়ে চালু না? অথবা ধরা যাক হার্ডিনের কথা। কখনও তো সে গানফাইটে হারেনি!

এখন লেনি আর্থার দাঁড়িয়ে আছে সামনে। হঠাৎ ব্রডারিক অনুভব করল সত্যিটা সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার। ঘটনা বলার সময় প্রত্যেকের চেহারায় সন্দেহের ছাপ দেখেছে সে। এবার চোখের সামনে শালারা প্রমাণ দেখুক।

'সাবধানে কথা বলবে,' নিচু গলায় বলল সে। 'নইলে খুন হয়ে যাবে আমার হাতে। ড্র করো সাহস থাকলে।'

ঝিলিক মারল লেনি আর্থারের ডানহাত। মাত্র একটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত। ওই এক মুহূর্তে সত্য কী তা জানতে পারল ব্রডারিক। ঝাপসা ভাবে আর্থারের অস্ত্রটা দেখতে পেল সে, দেখল কীভাবে ওটার নল তার দিকে তাক হলো। নলের গোড়ায় একটা কমলা ফুল ফুটতে দেখল সে। ধাক্কা অনুভব করে পিছিয়ে গেল। আস্তে করে বসে পড়ল, তারপর চোখ বুজল। জানলও না কখন সে মারা গেছে।

গ্র্যাট পড়ে থাকা ব্রডারিকের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আর্থারের দিকে তাকাল। চমকে গেছে, বিস্ময় বাধ মানছে না। কোনদিনও সে ভাবেনি বস্ এতো দ্রুত ড্র করতে পারে। আর ব্রডারিক? আবার লাশটার দিকে তাকাল সে। লোকটা হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করতেও পারেনি।

এক পা পিছাল লেনি আর্থার, চোখ দুটো সাপের চোখের মতো

চকচক করছে। উপস্থিতদের ওপরে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওর মাথায় কী পোকা ঢুকেছিল নাকি! মাতাল ছিল?'

মাথা নাড়ল গ্র্যাট। 'আমাদের বলছিল রক বেননকে ও খুন করেছে।'

লাশটা এক পলক দেখল আর্থার। 'কোথায়? কী করে! লাশ দেখেছ তোমরা?'

'না, কেউ কিছু দেখিনি। বেননের পিছু নেয় ব্রডারিক। বেননের হাতে মাথায় বাড়ি খেয়ে মেজাজ খাট্টা ছিল ওর। খুন করতে পিছু নেয়। তারপর আমার এখানে এসে হাজির হলো, বলতে শুরু করল রক বেননকে খুন করেছে ও।'

'বোধহয় মিথ্যে বলছিল,' মন্তব্য করল আর্থার।

'না,' বলে উঠল কালেন। 'বোধহয় সত্যিই পেরেছে। নইলে নিজেকে এতো বিরাট কিছু ভাবতে পারত না। হঠাৎ মাথা বিগড়ে যায়নি ওর। রক বেনন সত্যিই মরেছে। মনে হয় যেভাবে বলছিল সেভাবে ড্রতে হারায়নি বেননকে, কিন্তু যেভাবেই হোক খুন ঠিকই করেছে।'

রক বেনন মৃত! রাস্টি ফেরিস তাহলে কোথায় এখন? প্রশ্ন করে আর্থার জানল তার লোকরা কেউ রাস্টি ফেরিসকে দেখেনি, জানে না সে কোথায়। হ্যাননের মুখ থেকেও কিছু জানা যায়নি স্লিম হাওয়ার্ডদের লোকজনের সঙ্গে রাস্টি ফেরিস লড়েছে একথা ছাড়া। বেননের বন্ধুও যদি মারা যেত তাহলে হ্যানন নিশ্চয়ই জানাত। কিন্তু তা সে করেনি। তার মানে রাস্টি ফেরিস এখনও জীবিত। কিন্তু বেননের সঙ্গে নেই সে। তাহলে কোথায় আছে?

জবাবটা কী হতে পারে বুঝতে পারছে লেনি আর্থার, চিন্তাটা তার পছন্দ হলো না। প্রথম চুরি করা গরু অনুসরণ করছে তাহলে লোকটা। তার মানে লোকটা সম্ভবত দেখছে ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যাঞ্চের কাউবয়রা চোরাই গরু বুঝে নিচ্ছে। এর একটাই অর্থ: তার নিজের লোকরাও যা জানে না তা জেনে ফেলছে রাস্টি—আর্থারের আরেকটা র‍্যাঞ্চ আছে সীমান্তের ওপারে।

অধৈর্য পায়ে আলাপে ব্যস্ত হয়ে ওঠা লোকগুলোর কাছ থেকে সরে এলো আর্থার। হেনরি ব্রডারিকের দেহ সরানোর আওয়াজ পেল। একটু পরেই শক্ত জমিতে কোদালের আওয়াজ উঠল। কবর খোঁড়া হচ্ছে

লাশটার জন্য। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও সবকিছু ঠিক মতোই চলছিল, আর এখন সব যেন ধসে পড়ছে। রক বেনন যদি সত্যি মারা গিয়ে থাকে তাহলে রাস্টি ফেরিসকে যতো দ্রুত খতম করা যায় ততোই মঙ্গল। স্লিম হাওয়ার্ডের ওপরে এক্ষেত্রে নির্ভর করা যায়?

সাবধানে পরিস্থিতি বিচার করে দেখল লেনি আর্থার। বড় ড্রাইভটা মাঠে মারা গেছে। র‍্যাঞ্চাররা সতর্ক হয়ে উঠেছে। অন্য পাল অনুসরণ করছে রাস্টি ফেরিস। হ্যানন কথা না বলার একটাই কারণ থাকতে পারে, তাকে সন্দেহ করছে লোকটা। বানি রেমন্ড প্রায় মুখের ওপরই তাকে সন্দেহ করে বলে দিয়েছে। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছে সুয়েড নিলসেন। পরিস্থিতি এখন যেমন তাতে আপাতত সিং জোড়া খুলে রেখে কিছুদিন শান্ত জীবন যাপন করাটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রথম সুযোগেই এদিকের র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে সরে পড়বে সে।

*

বেনন গুলি খাওয়ার চার ঘণ্টা পর অস্থির হয়ে উঠল অ্যাপালুসা। চলার ওপরে থাকতে চায় সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'এক গুচ্ছ ঘাস খাওয়া পছন্দ হচ্ছে না। ছড়ানো ছিটানো গরুগুলো নিজেদের পথে চলে গেছে বহুক্ষণ হলো। অ্যাপালুসাও রওনা হতে চাইছে।

পড়ে যাওয়া লোকটা একেবারেই অনড়। রক্তের বিচ্ছিরি গন্ধ উপেক্ষা করে সামনে বাড়ল ঘোড়াটা। খুর দিয়ে বালি খুঁড়ল, নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল, তারপর নাক দিয়ে গুঁতো দিল পড়ে থাকা দেহটার বুকে।

চোখ মেলল বেনন। চোখের সামনে ধূসর বালি। চুপ করে শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বুঝতে পারল না কোথায় আছে, কী ঘটেছিল। আঙুলের নিচে ধুলো, টের পেল ও। মাথায় ভোঁতা একটা ব্যথা দপদপ করছে। আস্তে আস্তে দিনের উত্তাপ হারিয়ে শীতল হচ্ছে সন্ধে। এবার ঘোড়াটার আওয়াজ পেল।

'ঠিক আছে, বাছা,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'এক মিনিট সময় দে।'

কান খাড়া হয়ে গেল ঘোড়াটার, আরও সামনে বাড়ল। স্বস্তি পাচ্ছে সে আর একা নেই বুঝে।

আস্তে আস্তে স্মৃতি ফিরছে বেননের। একদল গরু নিয়ে ফোর

স্কয়ারের দিকে চলেছিল ও। রাসলারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা চোরাই গরু ছিল ওগুলো। তারপর মাথায় কিসের যেন আঘাত লাগে। আঙুল বোলাল ও খুলিতে। কপালে লেগে আছে রক্ত। এবার বুঝতে পারল কী ঘটেছে। খুলির হাড় চেঁছে বেরিয়ে গেছে বুলেট। একটা একটা করে চোখ বন্ধ করে দেখল ও। জমি আর দিগন্ত দেখতে অসুবিধে হলো না। হয়তো মারাত্মক ভাবে আহত হয়নি ও।

অ্যাম্বুশার কী দেখছে এখনও, অপেক্ষায় আছে? চিন্তা করল বেনন, মগজ কাজ করতে শুরু করেছে পূর্ণ উদ্যমে। বেশির ভাগ সম্ভাবনা লোকটা চলে গেছে। গুলি করার পর পার হয়ে গেছে বেশ কয়েক ঘণ্টা। এখন সন্ধে নামছে।

খুব সাবধানে উঠে বসল বেনন। পারল। এবার আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ঘুরে উঠল মাথা। মাথা ঘোরা থামলে চারপাশে তাকাল। কিছুক্ষণ পরে স্টিরাপে পা দিয়ে উঠে বসল অ্যাপালুসার পিঠে, রওনা হয়ে গেল দক্ষিণে।

যেতে যেতে চিন্তাগুলো গুছিয়ে আসতে শুরু করল। যে ওকে গুলি করেছে তার ধারণা হয়েছে খুন করতে পেরেছে সে। পড়ে গেছে ও, নড়াচড়া করেনি। কাছে যদি এসে থাকে আততায়ী তাহলেও পরীক্ষা করে দেখেনি ও সত্যি মরেছে কিনা। পরীক্ষা করলে মেরে রেখে যেত। তার মানে সে এখন মনে করছে মারা গেছে ও।

মাইল খানেক দূরে একটা ছোট ঝর্না আছে, মনে পড়ল ওর। সেদিকে এগিয়ে চলল। ওখানে পৌঁছে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে, স্যাডল খুলে বেঁধে ফেলল ঘোড়াটাকে। খুব ছোট করে আগুন জ্বালল, তারপর পানি গরম করে ক্ষতটা পরিষ্কার করল সাবধানে। কাজটা সেরে কফি তৈরি করল, খাবার রেঁধে নিল সামান্য। রাত দশটা বেজে গেল ওর কম্বল পেতে শুয়ে পড়তে পড়তে।

ভোরের ধূসর আলোয় ঘুম ভাঙল ওর। আগের চেয়ে অনেক বেশি তরতাজা মনে হলো নিজেকে। মাথার ব্যথাটা অবশ্য রয়ে গেছে। উঠে বসতেই দপদপ করতে শুরু করল। নাস্তা তৈরি করল বেনন, চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর। ক্যাম্প গোটানোর আগে এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেল দূরে। দূর থেকে তাকে চিনতে ভুল হলো না। রাস্টি ফেরিস।

কাছে চলে এলো রাস্টি, বেননের মাথার ক্ষতটা দেখে হাসি হাসি হয়ে গেল চেহারা। 'ওই মোটা মাথার কারণে আবারও বেঁচে গেছ

দেখছি! চিন্তা যেমন ঢোকে না তেমনি কোন বুলেটেরও সাধ্য নেই ওটার ভেতরে ঢোকে।'

'তোমার কী অবস্থা?' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল বেনন। 'ফালতু বকবক না করে কী দেখলে সেটা বলো।'

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল রাস্টি, বেনন বাকি কফিটুকু ফেলে দেয়ার আগেই মগের দখল নিল। চুমুক দিয়ে বলল, 'বহুৎ কিছু দেখলাম। ওই হাওয়ার্ডের বাচ্চারা একদল কাউবয়ের হাতে গরু তুলে দিয়েছে। সারপ্রাইজ ভ্যালিতে অপেক্ষা করছিল লোকগুলো। মোট সাতজন। ওদের ঘোড়ায় র‍্যাফটার ডি ব্র্যান্ড দেখলাম। হাওয়ার্ডরা ফিরতি পথ ধরেছে, এদিকেই আসছে। আমি টিলার ভেতর দিয়ে গরুগুলোকে অনুসরণ করি। প্রথমে উত্তরে যায় ওগুলো, তারপরে পশ্চিমে। শেষে থামে গুস লেকের কাছে ছোট একটা উপত্যকায়। চমৎকার ঘাসজমি ওখানে। অনেক গরু আছে। একজনকেও আগে দেখিনি কখনও। সুযোগটা নিলাম। উত্তর দিক থেকে হাজির হয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম।'

মগের কফি শেষ করে ঝর্নার পানিতে মগটা ধুলো রাস্টি। শুকনো ঘাস দিয়ে মুছল। ইচ্ছে করেই দেরি করছে।

'ঠিক আছে, মরা পচা গরুর গায়ে চরে বেড়ানো কেঁচো খেকো বুড়ো হারামি,' বিড়বিড় করল বেনন, 'বাকিটা বলে ফেলো। যদি আর কিছু বলার থাকে অবশ্য।'

'মনে হচ্ছে,' আয়েস করে একটা সিগারেট ধরাল রাস্টি। বেনন একটা সিগার। 'টড রলিন্স নামের এক লোক র‍্যাফটার ডি র‍্যাঞ্চের মালিক। গরু জড়ো করছে সে। সেজন্যেই ওয়াইয়োমিং থেকে গরু আনাচ্ছে নেভাডা হয়ে। এবছর গরু কেনা হয়েছে পনেরোশো। গত বছরও একই পরিমাণ। পুরোনো গরু বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। এই রলিন্স নাকি শীঘ্রি ওই র‍্যাঞ্চে থাকতে যাবে। গত কয়েকবছর গরু কিনতে নানা জায়গায় ব্যস্ত ছিল।'

সিগারেটে টান দিল রাস্টি।

'আমার মনে পড়ে গেল কলোরাডোতে রলিন্স নামের এক লোককে চিনতাম। কাউবয়রা বলল এ লোক সে নয়। চেহারার বর্ণনা দিল।'

'লেনি আর্থার?'

'হুঁ।'

চুপ হয়ে গেল দু'জন। একটু পরে নীরবতা ভাঙল বেনন। 'র‍্যাফটার ডি'র কাউবয়দের দেখে কী মনে হলো? রাসলার?'

'না। আমার ধারণা কিছুই জানে না ওরা। তবে একজন বোধহয় কিছু একটা সন্দেহ করেছে। চিকন গড়নের ধূসরচুলো এক লোক, চোখ দুটো সাগরের মতো নীল। কাউবয়দের আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখল সে, কিন্তু নিজে একটা কথাও বলেনি। তবে মনে হলো একবার দু'বার তাকে হাসতে দেখেছি আমি। মনে হয়েছে লোকটা অনেক কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে।'

স্যাডলে উঠে বসল বেনন। 'ঠিক আছে, রাস্টি, মনে হচ্ছে যা জানার দরকার ছিল তার সবই আমরা জেনেছি। এবার প্রমাণ দরকার হবে। মনে হয় এখন ভাল হয় টাসকোটালে গিয়ে টেলিগ্রাফ স্টেশনটা ব্যবহার করলে।'

'ওখানে কেন?'

'শেরিফ তো আছে গুস লেকের কাছে। তাকে জানাতে হবে। গরুগুলোকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। চলো।'

'গোলাগুলি ছাড়া আর সবই শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে,' বেননের পাশে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করল রাস্টি।

'আশা করি গোলাগুলি ছাড়াই এই ঝামেলাটা শেষ হবে,' বলল বেনন।

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ ছাড়ল রাস্টি। 'আশা করো? আমি করি না। অস্ত্রে তেল দিয়ে রাখব আমি। এ অবস্থায় যদি গোলাগুলি ছাড়া রেহাই পাওয়া যায় তাহলে বলতে হবে ভাগ্যটা সত্যিই খুব ভাল আমাদের।'

আঠারো

মাঝ সকালের জ্বলজ্বলে সূর্যের নিচে ঝিমাচ্ছে টাসকোটাল শহর, কিন্তু

এক চোখ যেন ঠিকই খোলা রেখেছে ঝামেলার জন্য। গরুর শহরের লোকদের বুঝতে দেরি হবার কথাও নয় যে পরিবেশে একটা টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোন সময় পরিস্থিতি বিস্ফোরোন্মুখ হয়ে উঠতে পারে। টাসকোটালে কোন থিয়েটার বা কার্নিভাল নেই। সাপ্তাহিক নাচের আসর বা মাঝে মধ্যে র‍্যাঞ্চের অনুষ্ঠান ছাড়া শহরে আনন্দ দানের কোন কিছুই নেই। তবে কখনও কখনও গোলাগুলির মাধ্যমে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে।

পরিবেশটা অন্যরকম বুঝে শহরে এসে হাজির হয়েছে সুদূর সড হাউস পয়েন্ট আর বটল হিলের ছেলেরাও। কাছাকাছি র‍্যাঞ্চগুলোর কাউবয়রা শহরে আসার অজুহাত খুঁজে বের করে চলে এসেছে। রক বেনন মারা গেছে–খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। হেনরি ব্রডারিক তাকে খুন করেছে। কীভাবে তার বিস্তারিত বর্ণনা একেকজনের মুখে একেকরকম হয়ে গেছে। শহরে এখবরও পৌঁছেছে যে পরে ব্রডারিকও খুন হয়েছে তার বস্ লেনি আর্থারের সঙ্গে গানফাইটে।

বয়স্ক লোকরা জল্পনা কল্পনা করছে বেননের বন্ধু আর রেঞ্জাররা এসে হাজির হবে কিনা তা নিয়ে। রাস্টি ফেরিস বেঁচে আছে সেটাও তাদের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। অপেক্ষা করছে গোটা শহর। আলাপ চলছে নিচু গলায়। সামান্য অস্বাভাবিকতার জন্যে অধীর হয়ে আছে সবাই। এছাড়া অন্যান্য গুজবও রসদ জোগাচ্ছে গনগনে আগুনে।

শহরে পশ্চিমে একটা গানফাইট হয়েছে, মারা গেছে বেশ কয়েকজন। করডোযার পা ভেঙে গেছে। স্লিম হাওয়ার্ডের দলের কয়েকজন আহত হয়েছে। বিরাট এক পাল গরু পাওয়া গেছে, কেউ ছিল না সঙ্গে। গরুর পালে একটাও বক্স ফোর ব্র্যান্ডের গরু ছিল না।

দুপুরের সামান্য আগে দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে ঢুকল দুই অশ্বারোহী। রেইলরোড স্টেশন লাগোয়া টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে থামল তারা, হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে প্রবেশ করল ভেতরে। যারাই তাদের দেখল, বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তাদের। রক বেনন আর রাস্টি ফেরিস! এক্সপ্রেস অফিসের সামনে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লোবো লার্সেন, আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, মনে মনে গুছিয়ে নিল নতুন এই তথ্য কীভাবে লেনি আর্থারকে বলবে। রক বেনন যখন মরেনি তার মানে ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে। বারান্দা

থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়ে বসল সে। খবরটা তাকে বেশ কিছু টাকা পাইয়ে দেবে।

খবর পাঠিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে এলো বেনন, রাস্তায় তীক্ষ্ণ নজর বুলাল। বক্স ফোরের কোন লোক দেখতে পেল না ও। তাদের ব্র্যান্ডের কোন ঘোড়াও চোখে পড়ল না। রাস্তায় যারা আছে তাদের মধ্যে হাওয়ার্ডদের লোকরাও নেই।

রাস্তার উজানে একটা দোকান থেকে বের হয়ে এলো লরা ক্রস। বোর্ডওয়াক ধরে তার দিকে পা বাড়াল বেনন। অনেক পুরোনো হয়ে গেছে বোর্ডওয়াকের মসৃণ কাঠ। আস্তে ধীরে হাঁটছে লরা, রাস্তার দিকে বারে বারে তাকাচ্ছে। প্রথমে বেননকে দেখতে পেল না। যখন দেখল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। খুশিতে অস্ফুট আওয়াজ বের হলো মুখ দিয়ে। ছুটে এলো বেননের দিকে।

'বেনন! আমরা তো ভেবেছিলাম খুন হয়ে গেছ তুমি।'

'এখনও হতে পারলাম কই!' মেয়েটার উত্তেজনা দেখে হাসল বেনন। 'আর কেউ হতে পেরেছে বোধহয়। তোমার বাবার শরীরের কী অবস্থা?'

'বিছানা ছেড়েছে। লাঠি নিয়ে হাঁটছে এখন। বারবার তোমার কথা বলে, দেখতে চায়। কোথায় ছিলে তুমি?'

'রাসলারদের ধারেকাছে। লেনি আর্থার কি শহরে নাকি?'

'তার মানে লেনি আর্থার?' গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা। 'তুমিও কী আর সবার মতো একই কথা বলবে? আর্থার দায়ী?'

'দুঃখিত,' শান্ত স্বরে বলল বেনন। 'কিন্তু এছাড়া আর কী বলার আছে। সন্দেহ নেই যে সে-ই রাসলারদের নেতা।'

'বিশ্বাস করি না আমি,' খানিকটা রাগ প্রকাশ পেল লরার গলায়। 'তোমরা সবাই কারও ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত হয়ে আছো। কিন্তু লেনি আর্থার সত্যিকারের ভদ্রলোক।'

মৃদু হাসল বেনন। 'কোন মানুষই পুরো খারাপ হতে পারে না, লরা। কেউ সবসময় খারাপ কাজও করে না। অসৎ হওয়ার সঙ্গে ভদ্র আচরণের কোন বিরোধ নেই, ম্যাম। এমন অনেক লোক আমি চিনি যাদের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। তাদের কথায় তুমি মুগ্ধ হবে। তার মানে এই নয় যে তারা সৎ।'

'আমি বিশ্বাস করি না আর্থার দোষী,' লালচে মুখে বলল লরা।

'বানি রেমন্ড বিশ্বাস করে। গরুর পালে বক্স ফোরের গরু না থাকায় অন্যান্যরাও এখন সন্দেহ করছে।'

'গরুর পাল পাওয়া গেছে তাহলে? ভাল। ওটা ফেরত পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সঙ্গে আসতে পারিনি। রাস্টি আরেকটা কাজে গিয়েছিল। আর আমি…আমাকে গুলি করা হয়।'

'গুলি করা হয়?' চমকে গেল লরা। 'কীভাবে? আহত হয়েছ তুমি? মানে…'

সাবধানে মাথা থেকে হ্যাট খুলল বেনন। এবার ওর মাথার ব্যান্ডেজটা দেখতে পেল লরা। চুলে লেগে আছে শুকনো রক্ত। 'আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম,' বলল বেনন।

ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাস্টি, নিচু স্বরে বলল, 'বেনন, লেনি আর্থার আসছে।'

'কিছু বোলো না,' দ্রুত বলল বেনন। 'শেরিফের কাছ থেকে খবর পাওয়া পর্যন্ত কথা নেই। নিশ্চিত হতে হবে যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

দু'জনের ওপর ঘুরে এলো লরার দৃষ্টি। 'কেন তোমাদের মনে হচ্ছে লেনি আর্থার রাসলার।'

কাছে চলে এসেছে আর্থার, এবার স্পষ্ট দেখতে পেল লরা ব্রুস আর রাস্টি ফেরিসের সঙ্গের লোকটা কে। মুহূর্তের জন্যে থমকাল সে, খানিকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। তারপর এগোল আবার। মুখে টেনে এনেছে হাসি। লোকটার চোখের দৃষ্টি পড়তে ভুল হলো না বেননের।

'বিরাট একটা চমক,' বলল আর্থার। 'তুমি নিশ্চয়ই রক বেনন? আমরা তো শুনেছিলাম তুমি মারা গেছ। মরোনি দেখে খুশি হলাম।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার আর্থার।' বেননও হাসল। 'সত্যি তোমার শুভ কামনা ভাল লাগল। কোথায় খবরটা শুনেছিলে বলবে একটু?'

দ্বিধা করল আর্থার, সামনের ফাঁদটা চিনতে তার ভুল হয়নি। সাবধানে পকেট থেকে সরু একটা কালো সিগার বের করল সে, 'মনে পড়ছে না ঠিক।' ভ্রূ কুঁচকে উঠল মনে করার চেষ্টায়। 'সবাই ওই এক কথাই বলছে। তবে জেনে বলেছে কিনা সন্দেহ। ওরা বোধহয় তোমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ কী সেটাই আন্দাজ করেছে।'

'শুনলাম তুমিও নাকি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল

রাস্টি।

'আমি,' অপেক্ষা করল আর্থার। পেটের ভেতরে যেন একটা গুটলি পাকিয়ে উঠছে। 'কখন?'

'তা জানি না। হেনরি ব্রডারিককে নাকি তুমি খুন করেছ?'

দ্বিধায় ভুগল লেনি আর্থার। এর মানে তার নিজের লোকরা মুখ খুলেছে? চোখ সরু হয়ে গেল। শ্রাগ করল সে। 'ও, ওইটা? হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে লড়াই হয়। কোন কারণে তার ধারণা হয়েছিল খুব চালু সে অস্ত্রে। বেশি আত্মবিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল।' বেননের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'আমার তো ধারণা ব্রডারিকই তোমাকে গুলি করেছে, বেনন। মনে হয় ভেবেছিল তোমাকে খুন করতে পেরেছে, সেজন্যেই নিজের সম্বন্ধে বিরাট ধারণা করে বসেছিল। জোর করে আমার ঘাড়ে লড়াই চাপিয়ে দেয় সে। খুন হয়ে যায় গানফাইটে।'

খবরটা নিঃসন্দেহে লরার জন্যে চমকপ্রদ। নতুন দৃষ্টিতে লেনি আর্থারকে দেখল মেয়েটা। লোকটা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে একজনকে খুন করেছে, সেটা তাকে মনে করিয়ে দিতে হলো? তাহলে কী বেননের কথাই ঠিক? আর্থার আসলেই রাসলার? বাবা লোকটাকে অপছন্দ করে। রেমন্ডও। ওদের কথা শুনতে শুনতে মৃদু শিউরে উঠল লরা।

'যদি তোমার মনে পড়ে কে বলেছে আমাকে গুলি করা হয়েছে তাহলে আমাকে জানিয়ো,' বলল বেনন। 'মাত্র দু'জনের কথাটা জানার কথা। আমি এবং যে আমাকে গুলি করেছে। আমি কাউকে বলিনি রাস্টি আর লরা ছাড়া, কাজেই যে খবরটা ছড়িয়েছে সে-লোকই আমাকে গুলিও করেছে।'

'তাহলে লোকটা হেনরি ব্রডারিকই হবে,' বলল আর্থার। 'তুমি নিশ্চয়ই কোন কারণে আমাকে সন্দেহ করছ না, বেনন?'

'কাউকেই আমি সন্দেহ করছি না,' বলল বেনন।

ওর বলার ভঙ্গিতে মনের ভেতরে সন্দেহ জেগে উঠল লেনি আর্থারের। কী জানে এরা? কী জানতে পারে?

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ইশারা করছে লোবো লার্সেন। সেদিকে তাকিয়ে নড করল সে। পা বাড়ানোর আগে বলল, 'যাই, ঘুরে ফিরে আসি। কাজ আছে। পরে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। বিদায়, মিস ক্রুস।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেছে লোবো লার্সেন। থামল

আর্থার, সিগারটা ধরাল, তারপর অলস পায়ে এগোল নিজের ঘোড়াটার দিকে। নিজের ঘোড়ার স্যাডল কষে বাঁধছে লোবো।

'রক বেনন কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে,' বলল সে। 'শহরে ঢুকেই আগে টেলিগ্রাফ অফিসে গেছে। কী করেছে জানি না, কিন্তু মনে হয় কোথাও খবর পাঠিয়েছে।'

খবরটা হজম করল আর্থার। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখছে। ঘোড়ার গায়ের গন্ধ এসে লাগছে তার নাকে। কী আবিষ্কার করেছে লোকগুলো? কোথায় তার করেছে? একবার ভাবল টেলিগ্রাফ অফিসে যায়, কিন্তু পরক্ষণে চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল। তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবু মেসেজটা কী তা জানতেই হবে। হয়তো তার পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওই তথ্যটার ওপরে।

ঘোড়ার কাছ থেকে সরে আসবে এমন সময়ে লিভারি স্টেবলের ছায়ায় এক লোককে নড়তে দেখল সে। হাত নাড়ল লোকটা। এগিয়ে গেল আর্থার। ফার্গো হাওয়ার্ডের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'গরু হারিয়েছি আমরা,' শ্রাগ করল ফার্গো। 'পরেরবার সফল হবো।'

'স্লিম কোথায়?'

'চলে আসবে শীঘ্রি। দেখে মনে হলো খুব রেগে আছে।' থুতু ফেলল ফার্গো। 'আমি কখনও রক বেননের জায়গায় থাকতে চাইতাম না।'

পরিস্থিতিটা চিন্তা করে দেখল আর্থার। ফার্গোর কথাগুলো ভাবল। ফার্গো লোকটা স্লিম আর ক্রিস হাওয়ার্ডের সৎ ভাই, জীবনের বেশিরভাগটাই কাটিয়েছে মেক্সিকোতে। দক্ষ খুনি সে, কিন্তু স্লিমের মতো অস্ত্রে হাত চালু নয়। কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তা এলো না আর্থারের মাথায়। ভারী ভারী লাগছে মাথাটা, সত্যি সত্যি চিন্তায় পড়ে গেছে সে। এতোদিন শত বিপদেও সফল হবার শতখানেক উপায় ছিল, ব্যর্থতার পরিমাণ ছিল নগণ্য, কিন্তু এখন শহরে এসে হাজির হয়েছে রক বেনন, স্লিমের কয়েকজনকে বন্দি করা হয়েছে, ড্রাইভটা ব্যর্থ হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে।

মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এতোদিন মাথায় যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল তা যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোন পরিকল্পনা নেই তার। জানে না কী করা উচিত। পরিবেশে ধ্বংসের ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে, মনে

হচ্ছে যেন প্রকৃতিও জানাচ্ছে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। বাতাস নেই এক ফোঁটা, দম বন্ধ করা পরিবেশ। আকাশটা মেঘমুক্ত, ঘন নীল। প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য।

এখন যদি টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে কী মেসেজ পাঠানো হয়েছে তা জানা যেত, তাহলে···

ঘুরে দাঁড়াল আর্থার, পরে দেখা হবে গোছের একটা ইশারা করল কাঁধের ওপর দিয়ে, তারপর হাঁটতে শুরু করল। বোধহয় শহর ছেড়ে সবে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখন। কিন্তু দূরে সরে থাকায় অ- বিধেও আছে। এমন নতুন কিছু ঘটতে পারে যা ওর সঙ্গে সঙ্গে জানা দরকার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, টিলার গোড়ায় গিয়ে রাতের আঁধারে টেলিগ্রাফ অফিসে ঢোকার চেয়ে শহরেই থাকবে বরং সে।

রাস্তা পার হয়ে সেলুনে ঢুকল। জিম হ্যাননের পাশে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে সুয়েড নিলসেন। কেউ তারা ঘাড় ফেরাল না, আচরণে প্রকাশ পেল না যে তারা লেনি আর্থারকে দেখেছে। পেছনের একটা টেবিল দখল করল আর্থার, পুরোনো তাসের পেটি তুলে নিয়ে সলিটেয়ার খেলায় মন দিল।

ছটফট করছে বুকের ভেতরটা। আভ্যন্তরীণ জ্ঞান আর হিম শীতল ভয় তাকে নিষেধ করছে পালিয়ে যেতে। একটা ঘোড়া নিয়ে সরে পড়তে। চলে যেতে এই কাউন্টি ছেড়ে যতো দূরে সম্ভব। তাসের ঘর ভাঙতে শুরু করেছে। দু'জন মাত্র লোক আজকের এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী। না, আসলে একজন। কারণ রক বেনন এসে উপস্থিত না হলে এতোক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেত রাস্টি ফেরিস। মাত্র একজন!

হাত থেকে তাস ফেলে দিল আর্থার। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এলো বার কাউন্টারে। জোরে এক চাপড় দিয়ে নির্দেশ দিল, 'রাই!' হঠাৎ করেই বুকের ভেতরে অন্ধ ক্রোধের অস্তিত্ব টের পেল সে। আর জোরে খেঁকিয়ে উঠল, 'কী হলো! রাই! জলদি!'

বারটেন্ডার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিল, আর্থারের চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে আরেকটা নিল র‍্যাঞ্চার। গ্লাসটা খালি করে বিল দিয়ে বেরিয়ে এলো সুইং ডোর ঠেলে। পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল হ্যানন। বলল, 'রেগে আছে লোকটা। কারণটা কী হতে পারে?'

'সত্যি যদি ও রাসলারদের নেতা হয়ে থাকে তাহলে এখন ও ভয়ে

কাঁপছে ভেতরে ভেতরে,' বলল নিলসেন। 'আমি জানি ও-ই রাসলারদের নেতা। আমি...'

'তাহলে বরং তৈরি হয়ে নাও।' গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যানন। 'বেনন কোথায় যেন টেলিগ্রাফ করেছে। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে ও জবাবটা পাওয়া মাত্রই ঘটনা শুরু হয়ে যাবে। রাস্টি ফেরিস বেশ কয়েকদিন এদিকে ঘোরাঘুরি করেছে। সম্ভবত প্রমাণ আছে ওর হাতে। বিশ্বাস করো আর না করো ঘন কুয়াশার মধ্যেও পাথুরে জমিতে সাপের চিহ্ন খুঁজে পাবে ওরা দু'জন।'

*

রোদের মধ্যে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে লেনি আর্থার, রাস্তার ওপরে চোখ বুলাচ্ছে। কেউ তার চোখে তাকাচ্ছে না, যেন এড়িয়ে যাচ্ছে। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওর দিন ফুরিয়েছে এখানে, এবার সামনাসামনি মোকাবিলা করতে হবে বিপদের। থোঃ করে থুতু ফেলল সে, কড়া চোখে বোর্ডওয়াকে বসে থাকা এক লোকের দিকে তাকাল। ইচ্ছে করলে লোকটাকে লাথি মারতে। ঘুসি মারতে। খুন করতে। অথচ লোকটাকে সে চেনেও না।

দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল সে। বুটের জোরাল শব্দ হলো বোর্ডওয়াকে, কিন্তু কেউ মুখ ফিরিয়ে তাকাল না। মনে হচ্ছে সে যেন মৃত এক লোক, এমন এক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে তাকে দেখাই যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই কাহিনী ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। লোকে বিশ্বাস করছে সে আসলেই রাসলার। ঠিক আছে! বিশ্বাস করুক শালারা! দেখিয়ে দেবে ও! রক বেনন তার আজকের এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী। মরতে হবে রক বেননকে!

হেনরি ব্রডারিক! গোঁয়াড় গোবিন্দ একটা নির্বোধ! গাধাটা বিশ্বাস করত বেননের মতো একজন লোককে সে খতম করে দিয়েছে! না, অমন লোককে মারতে হলে সুচতুর পরিকল্পনা অথবা ভাগ্যের উদার সহায়তা প্রয়োজন। হেনরি ব্রডারিকের মতো আচমকা কিছু একটা করে বসে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার নয়। অনেক বেশি দূরত্ব হলেও কাজটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল আর্থার। রাস্তার এদিক ওদিকে নজর চালাল। হিসেব কষতে গিয়ে সচল হয়ে উঠল ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। ব্যাঙ্কের ওপরতলার ওই জানালাটা। এক সময় ওখানে অফিস ছিল। কিন্তু

উকিল ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেছে। এখন ওটা খালি পড়ে আছে। রাইফেল হাতে এক লোক যদি ওখানে থাকে···আস্তে করে মাথা দোলাল সে। তার পরিকল্পনায় কোন ভুল নেই।

কিন্তু মাত্র একজনকে দায়িত্ব দিয়ে ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী! একজন থাকুক রাইফেল হাতে জানালায়। আরেকজন থাকতে পারে রাস্তার উজানে লিভারি স্টেবলের খড় রাখার দোতলার গুদামে। শুধু তাই নয়, আরেকজনকে রাখা যেতে পারে শহরের বাইরের ব্লাফটাতে। দ্রুত নিজের অবস্থান পরখ করে নিল সে। হয় কাজটা এখন সারতে হবে নয়তো কখনও নয়। হঠাৎ আক্রমণ শানাতে হবে, শানাতে হবে দক্ষতার সঙ্গে। নিখুঁত ভাবে কাজ সারতে হবে। একটা শত্রু বাদ গেলেও চলবে না। এমন ভাবে সমস্ত কিছু সম্পন্ন হবে যে এ শহরের কেউ আর কখনও তার দিকে আঙুল তুলে কথা বলার সাহস দেখাবে না।

যদি রক বেনন, রাস্টি ফেরিস, সুয়েড নিলসেন আর জিম হ্যাননকে একই সঙ্গে খুন করা যায়? তারপর যাওয়া যাবে ক্রুসদের র‍্যাঞ্চে। ওখানে বানি রেমন্ডকে খতম করে দিলে? ধরা যাক রাস্তায় ওদের দেখে হামলা করল সে, তাহলে? ধরা যাক কোন এক আগন্তুক তাদের কাছে একটা খবর নিয়ে যাবে। খবরটা পেয়ে তারা সবাই এক জায়গায় জড়ো হবে। সেটা এমন এক জায়গা হবে যেখান থেকে পরিষ্কার তাদের দেখতে পারে তার মার্কসম্যান। এক রাশ গুলি করতে হবে। তারপর বধ্যভূমিতে উপস্থিত হবে সে। বুকে থাকবে দুঃখ আর সমবেদনা।

স্লিম হাওয়ার্ড শীঘ্রি শহরে আসবে। তার সঙ্গে থাকবে ক্রিস আর অন্যান্য ছেলেরা। যথেষ্ট। নেতাগুলো যদি মারা পড়ে তাহলে অন্যরা যতো খুশি সন্দেহ পোষণ করুক, কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। এমনকি তাদের সংগঠিত হওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

ফার্গো হাওয়ার্ডকে পাশ কাটানোর সময় ফিসফিস করল আর্থার। 'ক্রীকের ধারের সেলুনটাতে এসো। দু'ঘণ্টা পর। স্লিমও যাতে আসে।'

উনিশ

রেস্টুরেন্টে ঢুকে টেবিল দখল করল বেনন। রাস্টিও এসেছে, উল্টোদিকে বসল। এমন জায়গায় বসেছে যে কিচেনের পেছনের দরজাটা দেখতে পাচ্ছে। যা-ই ঘটুক ঘটবে আজ রাতে। লেনি আর্থার যদি বুঝতে পারে তার ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত হয়ে গেছে তাহলে কিছু একটা করবার চেষ্টা অবশ্যই করবে লোকটা।

টেবিলের তলায় পা ছড়িয়ে দিল বেনন, কফি আর ডিমের দাগ ভরা মেন্যুটা কাছে টেনে নিল। ওটাতে চোখ বোলাবার আগে একবার রাস্তার দিকে তাকাল। কোনায় দাঁড়িয়ে আছে লেনি আর্থার, চেহারা দেখে মনে হয় খুব চিন্তিত।

সুয়েড নিলসেন ভেতরে ঢুকল। দীর্ঘদেহী গম্ভীর চেহারার লোক। পরনে র‍্যাঞ্চারদের পোশাক, দেখলেই বোঝা যায় তার পেশা কী। বেননকে নড করল সে, একটা চেয়ার টেনে বসল। একটু পরেই যোগ দিল জিম হ্যানন। চারজনই চুপ করে বসে আছে।

'এখানে ভাল খাবার পাওয়া যায়,' নীরবতা ভাঙল রাস্টি। 'নিজের রান্নার হাত থেকে বেঁচে গেলে ভালই লাগে।'

'তোমার রান্না?' হাসল বেনন। 'যা রেঁধেছে জিম রেঁধেছে। তুমি তো হরিণের ছাল রাঁধারও যোগ্যতা রাখো না।'

'নিজের কথা বলছ তুমি, আমার কথা নয়।' পেছনের দরজাটা চোখে সন্দেহ নিয়ে দেখল রাস্টি। লেনি আর্থারের দাঁড়িয়ে থাকাটা তারও চোখ এড়ায়নি।

'কতোক্ষণ লাগবে শেরিফের কাছ থেকে খবর আসতে?' জিজ্ঞেস করল নিলসেন।

শ্রাগ করল বেনন। 'হয়তো কয়েক ঘণ্টা। হয়তো কয়েক দিন। ঠিক বলতে পারছি না। মেসেজ সরাসরি যায় না। কয়েকবার খবরটা

হাত বদল হবে। সময় লাগবে হয়তো তাতে।'

'আশা করি আর্থার শহর থেকে চলে যাবে না।'

'না, তা যাবে না।'

*

দোকানের ছাউনির নীচে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় চোখ বুলাচ্ছে লেনি আর্থার। অর্ধেক পোষ মানানো দুটো মাসটাঙে টানা একটা বাকবোর্ড ঢুকল শহরে, রাস্তা ধরে চলে গেল। ওটার পরপরই গেল একটা ভারী ফ্রেইট ওয়্যাগন। খালি পায়ে হাঁটছে একটা বাচ্চা ছেলে, তার হাতে একটা লাঠি, পাশে লেজ নাড়তে নাড়তে চলেছে একটা নেড়ি কুত্তা। একটু পরে স্টেবলের কোনা ঘুরে তার দিকেই এগিয়ে এলো গ্র্যাট আর কালেন। আবার রাস্তায় নজর চালাল আর্থার। স্লিম আছে পিকেট পিনে, ছোট একটা বার ওটা, শহরের গলিতে অবস্থিত।

পিকেট পিন দীর্ঘদিন থেকে তার লোকদের আস্তানা। ক্রীকের ধারে ওটা, কয়েক সারি বিরাট কটনউড গাছের কাছে। অগভীর ক্রীকের ওপারে আছে একটা করাল। ওখানে শহরের লোকরা তাদের ঘোড়া রাখে। ব্রীডও হয়তো ওখানেই আছে। মুখোমুখি লড়াইয়ের সম্ভাবনা আছে, সেটা জানতে তাদের বাকি নেই।

ঘোড়া থেকে নামল গ্র্যাট। বিশালদেহী লোক সে, রুক্ষ চেহারা, পরনে কম দামি পোশাক। কঠোর মানুষ। চালু হাত। ব্রডারিক খুন হয়ে যাওয়ায় নতুন করে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে সে বসকে। ব্রডারিক কতোটা চালু ছিল জানে না সে, কিন্তু নিজেকে যথেষ্ট চালু বলত। তবে একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্ তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি চালু।

'কী ব্যাপার, বস্?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কিছু ঘটবে?'

'ঘটবে।' গ্র্যাটের আপাদমস্তকে চোখ বুলাল আর্থার। 'রেট আর ব্রীডকে বলো পিকেট পিন থেকে যেন না সরে। রক বেনন শহরে।'

হাঁ করেছিল গ্র্যাট, মুখটা বন্ধ করে ফেলল। রক বেনন তাহলে মারা যায়নি! ভুল করেছিল ব্রডারিক। কঠোর হয়ে গেল গ্র্যাটের চেহারা। শালা গাধা! একটা কাজও কী তোর ঠিক মতো পারতে নেই? ঘুরে দাঁড়িয়ে অধৈর্য পায়ে রাস্তা ধরে পা বাড়াল সে। একটু ইতস্তত করে অনুসরণ করল কালেন।

বেঁচে আছে রক বেনন! ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারল না গ্র্যাট।

সমস্ত কিছু যেন প্যাঁচ খেয়ে যাচ্ছে। রাস্টি ফেরিসও আছে। রাস্টি ফেরিসকে ধাওয়া করার সময় রক বেননের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল মনে পড়ল তার। বেননকে সে সতর্ক করেছিল, বলেছিল আবার দেখলে খবর আছে। ওই কথাটা কী রক বেনন এখনও মনে রেখেছে? না মনে রাখলেই ভাল। লড়াকু লোক সে, কিন্তু বেননের মতো যোগ্য কারও সঙ্গে লড়তে আপত্তি আছে তার। জীবনটা এমনিতেই অনেক সংক্ষিপ্ত, আর যদি কোন কারণে সে বেননকে হারিয়েও দিতে পারে, তাহলেও বেমক্কা মরতে হবে কোন এক নাম কামানে ব্যস্ত উজবুক ছোকরার হাতে। ঠিক হেনরি ব্রডারিকের পরিণতি হবে।

সিগারেটের স্বাদটা হঠাৎ করেই খারাপ লেগে উঠল তার। ধুলোর মধ্যে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। কোনা ঘুরে এগিয়ে চলল পিকেট পিনের দিকে। সেলুনের ভেতরটা শীতল এবং অন্ধকার। ক্রিস হাওয়ার্ড আর তার দুই সঙ্গীর সঙ্গে তাসের টেবিলে বসে খেলছে রেট। বারে দাঁড়িয়ে আছে ব্রীড, ড্রিঙ্ক করছে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল গ্র্যাট। সাবধান করল, 'বেশি গিলো না। লেনি আর্থার ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।'

ঘোলাটে হলুদ চোখ মেলে গ্র্যাটকে দেখল ব্রীড, সাদা সাদা ছোট ছোট অসমান দাঁত বের করে হাসল। নোংরা একটা লোক, অপছন্দ করে তাকে গ্র্যাট। পরনের পোশাক অত্যন্ত ময়লা। প্যান্টে কাদা লেগে আছে। বুট জুতো কতোদিন পালিশ করে না ঈশ্বর জানেন। খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়িতে আরও বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে। কয়েক সপ্তাহে বড়জোর একবার ক্ষুর চালায় লোকটা। একে এখন ড্রিঙ্ক করতে মানা করা মানে সময়ের অপচয়। নিজেও একটা ড্রিঙ্ক নিল গ্র্যাট, টের পেল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কালেন। হঠাৎ লোকটার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল তার মন। লোকটা যেন ঠিক ছায়া, সর্বক্ষণ গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে।

'গ্র্যাট!'

ঘুরে দেখল সেলুনে ঢুকেছে আর্থার, হাতের ইশারায় ডাকছে। ড্রিঙ্ক শেষ করে আর্থারের টেবিলের দিকে চলল সে। ব্রীড আর কালেনকেও ডাক ছিল আর্থার। ক্রিস হাওয়ার্ডও চলে এসেছে। ঘরের পেছন থেকে এসে হাজির হলো রেট। ক্রিসের সঙ্গের একজন টেবিল ছেড়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওখানে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল। কে আসছে তা স্পষ্ট দেখা যাবে আগেই।

আধঘণ্টা পরে গ্র্যাট যখন পিকেট পিন থেকে বের হলো, লিভারি স্টেবলের দিকে পা বাড়াল সে। প্রথমে রাস্তায় উঠে নিজের ঘোড়ায় চাপল, তারপর আস্তাবলের ছায়ায় নিয়ে বাঁধল ওটাকে। এখান থেকে সহজেই ঘোড়ার কাছে পৌঁছোতে পারবে। কারও চোখে ধরা পড়েনি সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে রাইফেল হাতে আস্তাবলের ভেতরে ঢুকল, লফটে উঠে এলো। যে দরজাটা দিয়ে খড় বোঝাই করা হয় সেটার বামদিকে খড়ের গাদায় আরাম করে উপুড় হয়ে শুলো সে। এখান থেকে রাস্তার প্রায় পুরোটা কাভার করা যায়। চেম্বারে একটা গুলি ঢোকাল। শীঘ্রি হাতে টাকা চলে আসবে, মনটা ফুরফুর করছে। এখন বেশি দেরি না করতে হলেই ভাল। এখনই মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে তার।

ব্যাঙ্কের ওপরের খালি অফিসটাকে জানালার পাশে সাবধানে নিজের রাইফেলটা নামিয়ে রাখল ফার্গো হাওয়ার্ড। গ্র্যাট আছে আস্তাবলে, ওখান থেকে যতোটুকু দেখতে পাচ্ছে না সেটা দেখতে পাবে ফার্গো। অফিস ঘরের আরেকটা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে রেট। তার হাতে স্পেন্সার ৫৬।

কালেন চলে গেছে বাড়িটার পেছনে, সেখান থেকে যাবে হার্ডওয়্যার স্টোরের পেছনে। ওখানেই টিলাগুলোর দিকে যাওয়ার পথের মুখে নিজের ঘোড়া বেঁধে রেখেছে সে। সবার চেয়ে সরে পড়ার ব্যাপারে তার অবস্থানই ভাল। কিন্তু দোকানের পেছনের ময়লা আবর্জনার মাঝখানে তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

এখান থেকে সে সেলুন আর হার্ডওয়্যার স্টোরের মাঝখানে যেকারও অবস্থান নেয়া ঠেকিয়ে দিতে পারবে। রাস্তার সামান্য অংশও দেখা যাচ্ছে। অন্যদের সতর্কতার সঙ্গে শহরে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যাতে বেরোনোর কোন পথ না থাকে। রাস্তার মাঝখানে আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক ভাবেই লোকগুলো চাইবে বাড়িঘরের ফাঁকে আশ্রয় নিতে। কিন্তু এখন প্রত্যেকটা ফাঁকে একজন করে রাইফেলধারী অপেক্ষা করছে।

*

নিজের লোকদের কাকে কোথায় পাঠিয়েছে আবারও ভেবে দেখল লেনি আর্থার, কোন খুঁত বের করতে পারল না পরিকল্পনায়। রাস্তায় বের হওয়া মাত্র চারজন রাইফেলধারীর খপ্পরে পড়বে বেননরা। একই

সঙ্গে গুলি করতে শুরু করবে তার লোকরা। তাদের পক্ষে যদি উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব না হয় তাহলে অ্যাম্বুশে অংশ নেয়া অন্যান্য রাইফেলধারী পারবে। একবার বেনন, রাস্টি ফেরিস, হ্যানন আর নিলসেন খতম হয়ে গেলে তার এবং হাওয়ার্ডদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে সবাই। তারপরও যারা বাধা দিতে চেষ্টা করতে পারে যেমন বানি রেমন্ড, এদের সরিয়ে দেয়া কোন ব্যাপারই নয়।

হঠাৎ ভাল লেগে উঠল আর্থারের। মনটা এখন আর দমে নেই। এবার আর পার পাবে না রক বেনন। প্রতিটা দিক থেকে তার খুনিরা অপেক্ষা করছে। অন্যদেরও বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। যা ঘটবে তা ঘটবে হঠাৎ, দ্রুত, ভয়ঙ্কর ভাবে। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। রক বেনন, রাস্টি ফেরিস, জিম হ্যানন আর সুয়েড নিলসেনকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছে সে।

ধীর পায়ে রাস্তা ধরে সেলুনের দিকে চলল আর্থার। এখন আর অপেক্ষা করবার কোন দরকার নেই। ঘটনা শুরু করে দেয়া যায়। হামলার তীব্রতা দেখে বেননদের কেউ যদি আবারও সেলুনে ঢুকতে চায় তাহলে দরকারে সে নিজে তাদের চিরব্যবস্থা করবে। আধঘণ্টা পরে হাজির হবে বার্তাবাহক। তার পরপরই ঘটনা শেষ হয়ে যাবে। সেলুনে ঢুকে বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে এসে সেলুনের একটা টেবিলে বসেছে বেনন। সঙ্গে রাস্টি ফেরিসও আছে। লেনি আর্থারকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল। লোকটার প্রতিটা নড়াচড়ায় ঠিকরে বেরোচ্ছে আত্মবিশ্বাস আর অহঙ্কার। বেননের চোখ অনুসরণ করল রাস্টি।

'ব্যাপার কী?' ফিসফিস করল ও। 'দেখে মনে হচ্ছে ভাল ভাল মোটাতাজা মুরগি সেঁটে দেয়া হুলো বিড়াল হয়ে গেছে ও!'

উঠে দাঁড়াল বেনন। 'ঝামেলা হবে। গন্ধ পাচ্ছি আমি। কনুইয়ের ভাঁজে কোন কৌশল আছে আর্থারের।'

কৌতূহলী চোখে বেনন আর রাস্টিকে দেখল নিলসেন আর হ্যানন। 'কী হতে পারে? তোমাদের কী মনে হয়?'

'সবচেয়ে খুশি ও কিসে হবে?'

'সবচেয়ে খুশি? কেন, আমাদের চারজনকে খুন হতে দেখলে।' একটু থমকাল নিলসেন। 'হঠাৎ একথা কেন?'

জবাব দিল না বেনন, বলল, 'তাহলে আমাদের সতর্ক হতে হবে। ওকে খুব বেশি খুশি খুশি দেখাচ্ছে!'

বিশ

পরিবেশে টানটান উত্তেজনা থাকলেও রাত গভীর হচ্ছে বিনা ঝামেলাতে। সারাদিনের প্রশান্তি এখনও বিনষ্ট হয়নি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ি ফিরছে বিবাহিত লোকজন, অন্যরা সেলুনে আসছে, ড্রিঙ্ক করছে সামান্য, কথা বলছে, তারচেয়ে বেশি শুনছে। গুজব এখনও ভাসছে বাতাসে। লোকে খেয়াল করছে রক বেনন আর রাস্টি ফেরিস শহর ছেড়ে যাওয়ার কোন তাড়া দেখাচ্ছে না।

সন্ধেয় শহরে এলো বানি রেমন্ড। তার সঙ্গে এসেছে ছোটখাটো গড়নের এক বয়স্ক লোক। কানে লোম তার। কাঁচাপাকা পুরু গোঁফ নেমে এসেছে থুতনির দু'পাশে। উরুতে ঝোলানো সিক্সগান দুটোর বাঁট বহু ব্যবহারে মসৃণ। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলাল লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে।

'তাহলে তুমি বলছ বেনন মারা গেছে?'

শ্রাগ করল বানি রেমন্ড। 'গুজব শুনছি। এরকম খবর চাপা থাকে না। আমি শুনেছি বক্স ফোরের এক গানহ্যান্ডের কাছে। সে শুনেছে আরেকজনের কাছে। হেনরি ব্রডারিক নাকি রক বেননকে খুন করেছে। তারপর খুন হয়ে গেছে নিজের বস্ লেনি আর্থারের হাতে।'

'লেনি আর্থার কি বেননের বন্ধু?'

'না। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আর্থারই রাসলারদের নেতা। হেনরি ব্রডারিককে মেরেছে কারণ বেশি রাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিল লোকটা।'

আগন্তুকের দিকে আবার তাকাল রেমন্ড। ট্রেইলে দেখা হয়েছে লোকটার সঙ্গে। এখন বুঝতে পারছে কথা যা বলার ওকে দিয়েই

বলিয়ে ছেড়েছে লোকটা। অথচ লোকটা সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানা নেই তার। প্রথম পরিচয়ে নাম বলেনি সে, এখনও তার নাম জানা হলো না। তবে কী যেন আছে এর মধ্যে, প্রথম দেখাতেই মানুষটাকে পছন্দ হয়ে যায়। অস্ত্র ঝোলানোর কায়দা দেখে বোঝা যায় ওগুলো ব্যবহার করতে জানে সে।

সহজ সরল কথায় সংক্ষেপে টাসকোটালের আশেপাশের পরিস্থিতি খুলে বলল রেমন্ড। শেষ করল গরু ফিরে আসার ঘটনা দিয়ে। করডোযা আর রাঁধুনি ধরা পড়েছে জানাতেও ভুলল না। সবশেষে যোগ করল, 'সন্ধের আগে আমাদের রেঞ্জের কাছে টিলায় গিয়েছিলাম, দূরে দেখলাম একদল অশ্বারোহী। সঙ্গে বিনকিউলার ছিল না, তবে একটা ঘোড়া চিনতে পেরেছি। ওটা স্লিম হাওয়ার্ডের।'

'শহরের দিকে আসছিল?'

'হ্যাঁ। জানি নিলসেন আর হ্যানন শহরে এসেছে, জীবিত থাকলে রাস্টি ফেরিসও আসবে, তাই ভাবলাম মুখোমুখি লড়াই বাধতে আর দেরি নেই। সময় নষ্ট না করে রাইফেলটা নিয়েই রওনা হয়ে গেলাম।'

'ভাল করেছ। আমিও আছি তোমার পাশে। মানে পেছনে আরকী!'

'কেন?' তীক্ষ্ণ নজরে বয়স্ক লোকটাকে দেখল রেমন্ড। 'এসবের সঙ্গে তো তোমার কোন যোগাযোগ নেই। এটা তোমার লড়াই নয়।'

'আছে, আছে, যোগাযোগ আছে। রক বেনন এদিকে আসছে শুনে বউকে পাম্পপট্টি মেরে রওনা হয়েছি আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে। এখন শুনছি মরে ভূত হয়ে গেছে ও। ওর তো মরার কথা নয়। শয়তান লোক সহজে মরে না। কিন্তু যদি মরেই থাকে তাহলে যারা মেরেছে তাদের খবর আছে। বেনন আমার বন্ধু। আমি বেঁচে থাকতে খুনিগুলোর একটাও বাঁচবে না। হয়তো এই গরিবের নাম শুনেছ তুমি। ব্যাগলে। হিরাম ব্যাগলে।'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল রেমন্ড। ঢোক গিলল। এই লোক হিরাম ব্যাগলে! যার কথা বেননের পরপরই বারবার করে বলেছে রাস্টি ফেরিস? এই ভোঁদড়?

'আচ্ছা! তুমিই ব্যাগলে!' চট করে মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গেল রেমন্ডের। 'এদিকের কেউ তোমাকে চেনে না। আমি শহরটা ঘুরে আসি, তারপর এখানেই আস্তাবলে তোমার সঙ্গে দেখা করব। কিছু

ঘটলে তুমি সাহায্য করতে পারবে, ঠিক আছে?'

নড করল ব্যাগলে। 'চলে। রাসলারদের আস্তানাটা কোথায়?'

'ওই কোনা ঘুরলেই। জায়গাটার নাম পিকেট পিন। যদি ওখানে যাও তো সাবধানে থেকো।'

'তা থাকব। এক ঘণ্টা পর তাহলে এখানেই দেখা হচ্ছে।'

পিকেট পিনের দিকে পা বাড়াল ব্যাগলে। বেননকে সাহায্য করবার তুলনায় অনেক দেরিতে পৌঁছেছে ও, কিন্তু যারা বেননের করুণ পরিণতির জন্যে দায়ী তাদের শেষ করবার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি। রাস্টি যদি শহরে থাকে তো ভাল, ওরা দু'জন একসঙ্গে খতম করে দিতে পারবে রাসলারদের বাচ্চাদের। কোনা ঘুরে বেঞ্চে বসা এক লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। থামল না ব্যাগলে, লোকটা উঠে দাঁড়াল।

'কোথাও যাচ্ছ?' অলস গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। বাধা দেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

'ভেতরে,' জবাব দিল ব্যাগলে। 'গলা শুকিয়ে কাঠ। ড্রিঙ্ক আছে তো, কী বলো?'

'আছে। কিন্তু এখন সবাই ভেতরে ব্যস্ত।'

'দরজা তো খোলা দেখছি। তোমাদের শহরে কী সব সেলুনের সামনেই প্রহরী বসিয়ে রাখা হয়, নাকি এটা এ সেলুনে ঢোকার বিশেষ সম্মান?'

কালো হয়ে গেল আউট-লর চেহারা। অনুভব করল সামনে দাঁড়ানো লোকটা সুবিধের নয়। একে একটু শিক্ষা দেয়া অতি জরুরী।

'সম্মান না,' ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল সে। 'ফালতু লোক যাতে না ঢোকে সে-ব্যবস্থা। তুমিও তাদেরই একজন। খবরদার ভেতরে ঢুকবে না।'

অনেকদিনের অভিজ্ঞতা ব্যাগলের, ও ভাল করেই জানে একবার লড়াইয়ের মুখোমুখি হলে কথা বলা, আলোচনা বা তর্ক করা নিরর্থক। শ্রাগ করল ও, ঘুরে দাঁড়াল, ঝটকা খেল ওর ডানহাত, আউট-লর রাইফেলের মাঝখানে ধরে গায়ের জোরে পেছনে ঠেলা দিল। লোকটা টান খাবে ভেবেছিল, পেছনে ঠেলা খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। হাঁটুর পেছনে বেঞ্চটা বাড়ি খেল। চিত হয়ে দড়াম করে পড়ল লোকটা বেঞ্চ নিয়ে। কাঠের মেঝেতে সজোরে মাথা

ঠুকে গেল। জ্ঞান হারাল লোকটা সঙ্গে সঙ্গে।

রাইফেল তুলে নিয়ে গুলি বের করে নিল ব্যাগলে, তারপর ওগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুইং ডোর ঠেলে সেলুনের ভেতরে ঢুকল। ভেতরটা আবছা আঁধার। বার কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল ও।

চোখে তীব্র রাগ নিয়ে ওর দিকে তাকাল স্লিম হাওয়ার্ড। তার বেশিরভাগ লোকই জায়গামতো অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সেজন্যে কাজের মাঝে বাগড়া পছন্দ করবার কোন কারণ নেই। তবে লোকটা আগন্তুক। কোনদিকে না তাকিয়ে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'তিনজন ছ্যাঁচড়া নিচু গলায় আলাপ করছে ওখানে, কাজেই নতুন আসা লোকটাকে পাত্তা দিল না স্লিম।

কয়েক মিনিট কাউন্টারেই দাঁড়াল ব্যাগলে, কান পেতে শুনল লোকগুলোর আলাপ, তারপর ড্রিঙ্ক শেষ না করেই বেরিয়ে এলো বাইরে। মাত্র সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল প্রহরী, হাঁটার ওপরই ড্র করল ব্যাগলে, সিক্সগানের নলের মাঝারি এক বাড়িতে লোকটাকে আবারও ঘুম পাড়িয়ে দিল ও, হাঁটা থামায়নি মুহূর্তের জন্যও। সেলুনের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা শুনেছে ও। রক বেনন বেঁচে আছে। রাস্টি ফেরিসের সঙ্গে হোটেলের সেলুনে আছে এখন। কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

*

রক বেনন আর অন্যান্যদের দেখে তারপর নিজের পরিকল্পনা গুছিয়েছে লেনি আর্থার। সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল। বার্তাবাহকের কোন দরকার নেই, সকাল পর্যন্ত চলুক এভাবেই, তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। সকালের উজ্জ্বল আলোয় যখন মানুষ অন্ধকারের সতর্কতা হারাবে, ঠিক তখন আসবে বার্তাবাহক, বেননরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে অন্য কোথাও হামলা করেছে র‍্যাসলাররা। তারপর বেননরা বেরিয়ে এলেই খতম। এটাই ভাল হবে।

আর্থারের হিসেবের বাইরে রয়ে গেছে কিছু ব্যাপার। তার একটা হলো বয়স্ক একজন লোক ফার্গো হাওয়ার্ডকে ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙের ওপর তলা থেকে নামতে দেখেছে। সেই একই লোক কালেনকেও দেখেছে ময়লা আবর্জনার স্তূপের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বাদ দিয়ে চলে যেতে। গম্ভীর চেহারায় মাথা দুলিয়েছে লোকটা। বুঝতে তার দেরি হয়নি হামলার পরিকল্পনা আপাতত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

ব্যাগলে ঠিক করেছে বেননের সঙ্গে এখন দেখা করবে না। ভাল হয় নিজে একা বাইরে থেকে পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখলে।

নীরবে কেটে যাচ্ছে রাতের প্রহরগুলো।

পিকেট পিনে মাত্র কয়েকজন লোক আছে এখনও। অন্যান্যরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেছে। তবে মাঝে মধ্যে দু'একজন আসছে, বারটেন্ডার অথবা আর্থারের কাছ থেকে নির্দেশ বুঝে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আবার।

রাতে উল্লেখ করবার মতো মাত্র একটা ঘটনাই ঘটল। সেটাও সকাল হওয়ার আগে পর্যন্ত জানা গেল না। ব্যাপারটা আবিষ্কার করল টেলিগ্রাফ অপারেটর–এক লোক খুন হয়েছে।

বুড়ো ম্যাকেনলি শহরের টুকটাক নানা কাজ করে কোনরকমে দিন কাটাত। নির্বিরোধী লোকটা সাদাসিধে সহজ-সরল ছিল। রেইলরোড স্টেশনের মালামাল বহন করা ছিল তার রোজগারের অন্যতম উৎস। তাকে স্টোরেজ রূমে ঘুমানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই স্টোরেজ রূমের দরজায় তার লাশ পাওয়া গেল, বুকে ছুরির গভীর ক্ষত। ছুরিটা খুনি নিয়ে গেছে, আর কিছুই সরানো হয়নি লাশের কাছ থেকে।

*

মাঝরাতের পর আর্থার সিদ্ধান্ত নিল এবার জানা যেতে পারে রক বেননের পাঠানো বার্তায় কী লেখা ছিল। টাসকোটালের বেশিভাগটাই তখন অন্ধকারে ডুবে গেছে। নিজের ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে পেছনের গলি ধরে স্টেশনের দিকে চলল সে। হার্ডওয়্যার স্টোরের পেছনে এসে তার মনে হলো একটা ছায়া নড়তে দেখেছে। পনেরো মিনিট সেখানেই অপেক্ষা করল সে, কিছুই আর চোখে পড়ল না, কাজেই আবার পা বাড়াল আর্থার। ঠিক করেছে কাজে সফল হোক আর ব্যর্থ তাকে কেউ দেখে ফেলবে তা যেন না ঘটে। আর দেখে ফেললে সে-লোককে মরতে হবে।

কাছের বাড়িটার চেয়ে পঞ্চাশ গজ তফাতে স্টেশনটা। ট্র্যাকের ওপারে গরু পাঠানোর স্টকইয়ার্ড। রাস্তার শেষ বাড়িটা পার হয়ে দৌড়ে এগোল সে, পৌঁছে গেল একটা বোল্ডারের আড়ালে। এবার রেইলরোড গ্রেইডের নিচু ছায়ায় এগিয়ে চলল স্টেশনের দিকে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা অন্ধকারে ডুবে আছে। অফিস বন্ধ। কিন্তু

দীর্ঘ দিন বেআইনী কাজ করে অভ্যস্ত একজন লোকের জন্যে জানালা বাইরে থেকে খোলা কোন কঠিন কাজ নয়। ভেতরে ঢুকে দ্রুত হাতে মেসেজগুলো হাতড়ে দেখল আর্থার। বেশি মেসেজ নেই। যেটা দরকার সেটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না।

অস্থায়ী রেঞ্জার, রক বেনন।

টড রলিন্স নাকি ওয়াইয়োমিং আর নেভাডা থেকে গরু কিনছে বলে জানা গেছে। গুস লেকের কাছে গরুর পালের দেখা পেয়েছি। তোমার মেসেজ অনুযায়ী ব্র্যান্ড পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। গরু আটকে রাখা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে কাউহ্যান্ডদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

জর্জ কুপার
শেরিফ।

তাকিয়ে থাকল আর্থার মেসেজটার দিকে। মনে হলো আশা করছে চোখের সামনে অক্ষরগুলো বদলে যাবে। কিন্তু বদলাল না। ভয়ানক খারাপ দিকে মোড় নিয়েছে ঘটনা। যা ভেবেছিল তার চেয়ে পরিস্থিতি অনেক অনেক খারাপ! বিশাল এক পাল গরু নিশ্চিত ভাবেই হারাতে বসেছে সে। এখন আর কিছুই করবার নেই!

ম্যাচের কাঠি নিভে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ মেসেজটা হাতে নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর আরেকটা কাঠি জ্বালল। আরেকটা মেসেজে চোখ আটকে গেল তার।

অস্থায়ী রেঞ্জার রক বেনন।

তোমার বর্ণনা অনুযায়ী কথিত লেনি আর্থার আসলে লিওনার্ড আর্চি, এখানে তাকে খোঁজা হচ্ছে রাসলিং, খুন এবং স্টেজ ডাকাতির অভিযোগে। যেভাবে পারো পাকড়াও করো। বিপজ্জনক লোক। সাবধান।

জন হিউবার্ট
টেক্সাস রেঞ্জার।

হঠাৎ একটা নড়াচড়া লেনি আর্থারকে চমকে দিল। স্টোরেজ রূমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো ম্যাকেনলি। মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, চোখ ডলছে দু'হাতে। ম্যাচের কাঠি জ্বালল। 'ও, তুমি, মিস্টার আর্থার। আর আমি তো ভেবেছিলাম...মা!'

চটের বস্তার মতো এলিয়ে পড়ে গেল বুড়ো মানুষটা। তীব্র গতিতে

আঘাত করেছিল আর্থার, ছুরিটা বুকের গভীরে গেঁথে গেছে। তিক্ত চোখে লাশটা দেখল র‍্যাঞ্চার।

'শালা বুড়ো গাধা,' বিড়বিড় করে বলল। 'ঘুমিয়ে থাকতে পারলি না! আরও কয়েকটা দিন বাঁচতি!'

কবুতরের খোপের মতো গর্তে মেসেজগুলো ভরে রেখে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এলো সে, নিজের ঘরে ফিরে গেল। এখন, এই মুহূর্তে মাত্র একটা কাজই করবার আছে। খুন। খুন করতে হবে। রক বেননকে শেষ করে দিতে হবে, তারপর যতো দ্রুত সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে সরে পড়তে হবে। শেষ হয়ে গেছে সব।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সে। ওই মেসেজগুলো এখনও ডেলিভারি দেয়া হয়নি! তা যদি হতো তাহলে বেনন পেছনে লেগে যেত। তবে যে মেসেজগুলো সে দেখেছে সেগুলো কপি। তাহলে কী আসল মেসেজগুলো হোটেলে আছে, কোন কারণে এখনও রক বেননের হাতে পৌঁছেনি? মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, যায় সে, চেষ্টা করে দেখে মেসেজগুলোর দখল পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু আখেরে তাতে কোন লাভ হবে না। টেলিগ্রাফার ঠিকই চেক করবে, দরকারে আবারও মেসেজ আনাবে। কপিগুলোও ধ্বংস করে ফেলতে হবে। তবে কাজটা করেনি বলে ভাল লাগছে। কপি ধ্বংস করলে নতুন একটা খুনের সঙ্গে তাকে সহজেই জড়িয়ে পড়তে হতো।

ভোরেও টনটনে জ্ঞান নিয়ে সজাগ হয়ে বসে রইল লেনি আর্থার। ক্লান্ত বোধ করছে সে। একটু বিশ্রামও মেলেনি, না শরীরের, না মনের। রাস্তার দিকে তাকাল, বুকের ভেতরে তীব্র ঘৃণার স্রোত অনুভব করল। 'ঠিক আছে, কুত্তার বাচ্চা,' বিড়বিড় করল সে। 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তোর প্রাপ্য বুঝে পাবি। তোর লাশ দেখতে চাই আমি।'

দ্রুত পোশাক পরে নিল সে, চলে গেল পিকেট পিনে।

*

ঘুম ভাঙতেই দরজার নিচে মেসেজগুলো দেখতে পেল বেনন। গতরাতে এসেছে নিশ্চয়ই। টেলিগ্রাফার পৌঁছে দিয়ে গেছে। খবরগুলো পড়ল বেনন, তারপর রাস্টির ঘুম ভাঙাল।

'এই যে,' কাগজ দুটো দেখাল ও। 'যা চেয়েছিলাম তার সবই পাওয়া গেছে। লিওনার্ড আর্চি যদি শহরে থাকে তো তাকে আমরা গ্রেফতার করতে পারি। যদি না থাকে তো খুঁজে বের করতে হবে।'

ওদের কথার আওয়াজে হল হয়ে চলে এলো সুয়েড নিলসেন। মেসেজ দুটো পরে বলল, 'ঠিক জায়গা মতোই হাত দিয়েছ তোমরা। এখন আর কোন সন্দেহ নেই। আমিও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে।'

'গতরাতের কথা ভুলো না,' সাবধান করল রাস্টি। 'আর্থারকে খুব বেশি আনন্দিত আর আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে আমাদের। লড়াই না করে পালাবে না লোকটা।'

নীরবে মাথা দুলিয়ে সায় দিল বেনন। ঘুমানোর আগে পরিস্থিতিটা ভাল করে ভেবে দেখেছে ও। বুঝতে পারছে আজ ঘটবে যা ঘটার। নিজেকে লেনি আর্থার অর্থাৎ লিওনার্ড আর্চির জায়গায় কল্পনা করে দেখেছে, ভাবতে চেষ্টা করেছে লোকটা কী করতে পারে। এটাও ওর জানা আছে হাওয়ার্ডদের দলবল শহরে উপস্থিত আছে। গ্র্যাট, কালেন, রেটরাও হাজির। বক্স ফোরের কেউ বাদ নেই। ওরকম একদল কঠোর লোক হাজির হওয়া মানে বড় ধরনের লড়াই বেধে যাওয়া। উদ্দেশ্য ছাড়া লোক জড়ো করেনি আর্চি।

লোকটার জানা আছে বেনন কোথায়। জানে শোডাউন হতেই হবে। নিশ্চয়ই স্থির করেছে কীভাবে গোলাগুলি শুরু করবে। হয় অ্যাম্বুশ করবে নয়তো কোন ফাঁদে ফেলে খতম করে দিতে চাইবে লোকটা ওদের।

একুশ

'খালি পেটে কোথাও যাওয়ার কোন মানে হয় না,' বলল বেনন। 'আগে বরং ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। হোটেলের রাঁধুনি মুরগির ডিম ভাজে।'

'মুরগির ডিম?' আস্তে করে মাথা নাড়ল রাস্টি। 'একটা সময় ছিল যখন পেকোসের পশ্চিমে একটা ডিমও পাওয়া যেত না। তিনবেলা তখন গরুর মাংস খেত সবাই।'

'আমার মা তিনটে মুরগি আর একটা মোরগ এনেছিল মনে পড়ে,' বলল নিলসেন। 'আমি তখন হাঁটু সমান। খেতের সমস্ত ফসল জড়ো করে মুরগিগুলোকে খেতে দিতে হতো। পরে মুরগির দোকান দিই আমরা।'

আর সবাই টেবিলে বসার পরে কিচেনের পেছনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল বেনন, গলির দু'পাশে নজর বুলাল। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে সবকিছু। তাতে মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল না ওর। গলিটা মরণফাঁদ হতে পারে সেটাই বিবেচনা করে দেখল।

ময়লার স্তূপ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। ওগুলোর পেছনে কেউ অবস্থান নিলে শুধু হোটেলের পেছনটাই কাভার করতে পারবে না, কাভার করতে পারবে হার্ডওয়্যার স্টোর, হোটেল সংলগ্ন সেলুন আর ডাইনিং রুমও। সাবধানে দরজা খুলে বাইরে পা দিল বেনন। এক মিনিট লাগল ওর নিশ্চিত হতে যে কেউ ময়লার পেছনে নেই। তবে ওর চোখ এড়াল না বুটের ছাপ। হাঁটু মুড়ে কেউ বসেছিল রাতে এখানে। তার মানে লিওনার্ড আর্চির লোক অপেক্ষায় ছিল এখানে। গোলাগুলি শুরু হলে এখানে গানম্যানদের দেখা পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

ঘুরে দাঁড়ানোর আগে আরেকটা চিহ্ন চোখে পড়ল ওর। ছোট সাইজের বুট জুতো, একেবারে নতুন, তার ছাপ পড়েছে মাটিতে। মনের ভেতরে কিসের যেন ইঙ্গিত টের পেল বেনন, কিন্তু নতুন জুতোর ছাপ বলে কিছু বুঝতে পারল না। লোকটা যে-ই হোক, ওরই মতো জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখেছে। কিছুটা চিন্তিত হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল বেনন।

একটুর জন্যে কালেনকে দেখতে পেল না ও, কারণ কালেন তখনও হার্ডওয়্যার স্টোরের পেছনে, রাইফেল পরীক্ষা শেষ করেছে মাত্র, এবার আগের মতোই ময়লার স্তূপের পেছনে অবস্থান নেবে।

বেনন বসতেই ডিম সার্ভ করা হলো। হাসল রাস্টি। 'মনে আছে কতোবার আমি তোমার সঙ্গে ট্রেইল ড্রাইভে গেছি? মাঝে মধ্যে মনে হতো স্যাডল বিক্রি করে হলেও যদি একটা ডিম পেতাম! যদি গরুর মাংস আর বীনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত।'

বেননও হাসল। 'আবার এ-ও তো ঘটেছে যে মাংস আর বীনের বদলে নির্দ্বিধায় তোমার স্যাডল বিক্রি করে দিয়েছ তুমি। আমিও

কখনও কখনও একই কাজ করতে বাধ্য হয়েছি।'

'ওরা এখনও শহরে আছে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল হ্যানন।

'আছে,' জানাল বেনন। 'উদ্দেশ্য আছে ওদের থাকার। অনেক বেশি লোক জড়ো হয়েছে।'

'লরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রাস্টি। 'বাড়ি ফিরে গেছে?'

'হলে দেখলাম,' বলল নিলসেন। 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই নামবে। ভাল হতো যদি ও র‍্যাঞ্চে ফিরে যেত।'

রাস্তা ধরে গড়গড়িয়ে এগিয়ে গেল একটা বাকবোর্ড, তারপর হঠাৎই রাস্তার উজানে রেইল স্টেশন থেকে ভেসে এলো একটা চিৎকার। অফিস থেকে ছুটে বের হলো অপারেটর, দৌড়ে হোটেল ডাইনিং রুমে ঢুকে পড়ল, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। 'ম্যাকেনলি মারা গেছে!' ঘোষণা করল সে। 'কাল রাতে কেউ স্টেশনের অফিসে ঢুকেছিল, তখন ম্যাকেনলিকে খুন করেছে।'

স্টেশন এজেন্টকে ঘিরে ধরল সবাই। নিলসেন ভ্রূ কুঁচকাল। 'ওর মতো বুড়ো একজন নিরীহ মানুষকে খুন করবে কেন কেউ! স্টেশন অফিসেই বাব ঢুকবে কিসের জন্যে?'

বেননের দিকে তাকাল রাস্টি। বেনন মাথা ঝাঁকাল। 'হতে পারে যে কেউ জেনেছে আমি টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছি। কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল লোকটা। সে স্টেশ অফিসে ঢোকার পরে ম্যাকেনলির চোখে ধরা পড়ে যায়। লোকটা খুন করে তাকে।'

'খুন করে কী লাভ হলো! মেসেজে তো সব কথাই লেখা আছে!'

'ম্যাকেনলি হয়তো বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল,' মন্তব্য করল নিলসেন। 'অথবা খুনির মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।'

দ্রুত এসে হোটেলের সামনে রাস্তায় থামল একটা ঘোড়া। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল ওটার আরোহী। 'বেনন! রক বেনন! ফোর স্কয়ারে রাসলাররা হামলা করেছে! অন্তত বারোজন হবে। আসার পথে দেখলাম। গুলি করেছিল, লাগাতে পারেনি। বানি রেমন্ড তাদের আটকে রেখেছে এখনও, কিন্তু বেশিক্ষণ পারবে বলে মনে হয় না।'

কথা ক'টা ঝড়ের বেগে বলে তার চেয়ে দ্রুত গতিতে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। বেনন, রাস্টি, হ্যানন আর নিলসেন টেবিল ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। রাইফেল সঙ্গে আনতে ভুল করেনি কেউ। বেড়া টপকে আস্তাবলের দিকে ছুটল বেনন। ঠিক তখনই

শহরের প্রান্ত থেকে পাগলা টেক্সান চিৎকার ছাড়ল কে যেন! পরমুহূর্তে দুটো অস্ত্র একই সঙ্গে গর্জন ছাড়ল।

একটা বুলেট বেননের গাল ছুঁয়ে গেল। চরকির মতো পাক খেল বেনন। ওর সামনে এখন হোটেল আর হার্ডওয়্যার স্টোরের মাঝখানের গলি। পেছনের রাবিশের কাছে নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। বুঝতে দেরি হলো না কী ঘটছে। গোলাগুলি শুরু করবার ইঙ্গিত দিয়েছে কেউ চিৎকার করে। একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল চারপাশ। জিম হ্যাননকে দেখল ও, মুখ বিকৃত করে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল কাউবয়। এক লাফে ব্যাঙ্কের বাড়িটার কাছে চলে গেল বেনন, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

আবার তাকাল ময়লার স্তূপের দিকে, তারপর সাবধানে ব্যাঙ্কের কোনা ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোল। যে গুলিটা একটুর জন্যে ব্যর্থ হয়েছে ওটা এসেছে তৃতীয় তলা থেকে। দ্রুত উঠতে শুরু করল ও ধাপ বেয়ে। রাস্টি ফেরিস্কে দেখল একটা পানির চৌবাচ্চার পেছনে আড়াল নিতে। সুয়েড নিলসেন আহত, টলতে টলতে এগোচ্ছে এমপেরিয়ামের দিকে।

ব্যাঙ্কের দেয়ালে পিছলে বেননের মুখে পাথরের কুচি ছিটিয়ে চলে গেল সুদূরে। আরেকটা বুলেট অনুসরণ করল ওটাকে। তারপর আরেকটা। বেনন টের পেল ওর পায়ের নিচের ধাপে কী যেন আঘাত হেনেছে। থামল না ও, লাফ দিয়ে দু'ধাপ সিঁড়ি টপকে ঢুকে পড়ল তৃতীয়। ওর পেছনের এক পাশের জানালার চৌকাঠ ভাঙল একটা বুলেট। দেয়ালে গা সাঁটিয়ে দাঁড়াল ও। অন্তত একজন রাইফেলধারী আছে এখানে এই প্রায় খালি তৃতীয় তলায়। লোকটাকে বাগে আনতে হবে।

বাইরে রাস্তায় এখনও গোলাগুলি চলছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলে পরপর তিনটে গুলি পাঠিয়ে দিল ও আস্তাবলের ওপরের দরজা দিয়ে। এবার দরজার গায়ে রাইফেলটা হেলান দিয়ে রেখে সিক্সগান বের করে পা বাড়াল হলওয়ের দিকে।

ভেতরে কিছুই নড়ছে না। বাইরের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে আসছে। কাছের ঘরটা থেকে রাইফেলের কর্কশ হুঙ্কার শুনতে পেল ও। মেঝেতে জুতো ঘষা খাওয়ার আওয়াজ হলো। অচেনা আউট-ল কী জানে বেনন উঠে এসেছে ওপরে? সেজন্যে কী অপেক্ষা

করছে?

গাল বেয়ে সরসর করে ঘাম নামল বেননের। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল ও। একেকটা সেকেন্ড পার হচ্ছে যেন একেকটা ঘণ্টা। পা টিপে টিপে এগোল ও হলের দরজার দিকে। আলতো ঠেলাতে সামান্য একটু ফাঁক হলো দরজা, তারপরই ক্যাঁচ করে উঠল। থমকে গেল বেনন, এক হাত ডোর নবে, অন্য হাতে সিক্সগান।

আর কোন আওয়াজ নেই।

বদ্ধ বাতাসে পরিত্যক্ত থাকায় প্রাচীন একটা গন্ধ ঘরের ভেতরে। মেঝে ধুলোয় ভরা। পরের ঘরটা থেকে আবার গর্জন ছাড়ল রাইফেল। জবাবে আরেকটা গুলি জানালার কাঁচ ভেঙে দিল। হলওয়েতে ঢুকে অপেক্ষা করল বেনন, হাতে তৈরি সিক্সগান। বাইরের গোলাগুলি এখন অনিয়মিত হয়ে গেছে। যোদ্ধারা নিজেদের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেয়েছে, এখন দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হলটা বেশ দীর্ঘ, দু'পাশে চারটে করে খোলা দরজা। দু'মাথায় দুটো জানালা। সিঁড়ি মাত্র একটাই। যেটা দিয়ে বেনন এসেছে।

ওর পেছনের দরজাটা নাড়ল বাতাস। মেঝে মৃদু ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। সামনে বাড়ল বেনন। আবারও গর্জন ছাড়ল রাইফেলটা। দুটো দীর্ঘ পদক্ষেপে সামনে এগোল বেনন, তারপর শোনার জন্যে আবার থামল। আর এক পা সামনেই দরজাটা। চট করে হলওয়েতে নজর চালাল। ওর মনে হলো একটা ডোর নব ঘুরছে। তাকিয়ে থাকল। না, ভুল দেখেছিল বোধহয়। সামনের ঘরে নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে এবার ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল ও।

পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরল ফার্গো হাওয়ার্ড। রাইফেল ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে, কোল্টের দিকে হাত বাড়াল।

'ফেলে দাও,' শান্ত গলায় সাবধান করল বেনন।

রাগে দাঁত বেরিয়ে গেল ফার্গোর, সিক্সগানের বাঁটে চেপে বসল তার হাত। বেননের পেছনে দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। ড্র করল ফার্গো। গুলি করল বেনন। বুকের এক পাশে গুলি লাগায় পাক খেয়ে পড়ে গেল আউট-ল। দেরি না করে ঘুরে দাঁড়াল বেনন, ঝট করে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। কালো একটা আকৃতি ওর দিকে এগিয়ে আসছিল, দাড়িভরা মুখটা দেখে মনে হয় ভালুকের। লোকটার হাতে একটা বিরাট ওয়াকার কোল্ট। দুটো অস্ত্র একই সঙ্গে আগুন ওগরাল।

বুলেটের ধাক্কা অনুভব করল বেনন। দ্বিতীয় একটা গুলির আওয়াজ পেল। ও করেনি। গুলির ধাক্কায় পাশ ফিরে যাওয়ায় ওর গুলি দাড়িওয়ালাকে মিস করেছে। সামলে নিয়ে আবারও গুলি করল বেনন। হুমড়ি খেয়ে পড়তে শুরু করল দানব, মেঝেতে পড়ার আগে বিড়বিড় করে গাল বকল। তারপর মেঝেতে পড়ে একবার খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল। বুক ওঠানামা দেখে বোঝা গেল মরেনি।

নিচের দিকে তাকিয়ে বেনন দেখল ওর কার্ট্রিজ বেল্টে লেগেছে গুলি। ওর জমা করা একটা গুলি বিস্ফোরিত হয়েছে। জিন্সের প্যান্টে রক্ত লেগে আছে। মাংস চিরে দিয়ে বুলেটটা মেঝেতে গিয়ে গেঁথেছে। ফার্গো হাওয়ার্ড নিথর পড়ে আছে। লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল বেনন। ফুসফুস ফুলে উঠছে, কাজেই মারা যায়নি। দু'জনের সিক্সগান আর রাইফেল দুটো সংগ্রহ করল বেনন, তারপর জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। বাইরে এখনও গোলাগুলি চলছে। দরজার দিকে দ্রুত পায়ে এগোল ও, চলে এলো সিঁড়ির গোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ হলো। দরজা ফুটো করে ওর মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট।

আরেকটা বুলেট আরও ওপরে দরজা ফুটো করল। এদিক দিয়ে বের হওয়ার কোন পথ নেই। ঘুরে দাঁড়িয়ে এক দৌড়ে হলওয়ের পেছনের জানালার কাছে চলে এলো ও, বুঝতে পেরেছে সিঁড়ির দিকে অন্তত ছয়জন লোক পাহারা দিচ্ছে। পেছনের জানালাটা খুলতে দেখল একটা ঢালু ছাদের ওপর নামা যাবে। সামনে একবার চট করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। ·৪৫ হোলস্টারে গুঁজে রাইফেল হাতে নামল ছাদে। মাত্র এক ব্লক হবে দূরত্ব, ছাদের ওপর থেকে গুলি করল এক আউট-ল। রাইফেল কাঁধে তুলেও গুলি করল না বেনন। লোকটা রাস্তায় অন্য কোন টার্গেটে লক্ষ্যস্থির করেছে। কী যেন আছে তার মধ্যে, কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো।

লাফ দিয়ে ছাদ থেকে নামল বেনন, রাস্তার দিকে এগোল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের এক ইঞ্চি দূরে কাঠের কুচি ছিটাল একটা বুলেট। ঝটকা খেয়ে পিছাল ও, তারপর ব্যাঙ্কের কোনা ঘুরে সামনে বাড়ল। রাস্তা ফাঁকা, জিম হ্যাননের উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটা বাদে। রাস্টি বা সুয়েড নিলসেনকে দেখা যাচ্ছে না।

রাইফেলটা ফেলে দিয়ে রাস্তা পেরোনোর জন্যে দৌড় দিল ও।

ওর মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। আরেকটা পায়ের কাছে বালি ছিটাল। লাফ দিল বেনন, ছুঁড়ে দেয়া তীরের মতো বিদ্যুৎ গতিতে রাস্তার ওপরে পড়ে শরীরটা গড়িয়ে দিল, থামল বোর্ডওয়াকে দেহ ঠেকে যেতে। ওর মাথার ওপরে বোর্ডওয়াকে গাঁথল একটা বুলেট। বুঝতে পারল বাজে অবস্থানে আছে। কিন্তু এখন উঠে দাঁড়ানো মানেও নিশ্চিত মৃত্যু।

ঘাড় ফেরাল ও, খেয়াল করল বোর্ডওয়াক এখানে নয় ইঞ্চি উঁচু। তার ওপাশে দেখা যাচ্ছে পুরোনো বোতল আর সেলুনের আবর্জনা। শুয়ে পড়ল বেনন, বোর্ডওয়াকের সামান্য আড়ালটুকু ব্যবহার করে ক্রল শুরু করল, পৌঁছে গেল সেলুনের পেছনে। পরখ করে দেখল সিক্সগান হোলস্টারেই আছে। এবার ক্রল করে এগোল হোটেলের পেছন লক্ষ করে। বাড়িগুলোর পেছনে পৌঁছে সতর্ক চোখে চারপাশ জরিপ করে নিল, উঠে দাঁড়াল তারপর।

আবর্জনার স্তূপ আগের মতোই আছে। কিন্তু এখন ওসবের পেছনে পড়ে আছে কালেনের মৃতদেহ। কানের পাশে গুলি খেয়েছে লোকটা, গুলিটা গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। এটা ওই ছাদে দেখা লোকটার কীর্তি, বুঝতে পারল বেনন। সেলুনের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও।

সামনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সশস্ত্র লোক। বারটেন্ডারের মুখটা ফ্যাকাসে, কাঁপছে লোকটা বারের সামনে দাঁড়িয়ে। কাঁধ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

'সাবধান,' ফিসফিস করল সে। 'ওই লোক স্লিম হাওয়ার্ড!'

কথাগুলো কানে গেছে লোকগুলোর। ঘুরে দাঁড়াল তারা। তিনজন মুখোমুখি হলো। সরু ঠোঁটে হাসি ফুটল স্লিম হাওয়ার্ডের। বলল, 'তাহলে তুমিই সেই বিখ্যাত রক বেনন? অনেক খুঁজেছি তোমাকে, অ্যামিগো।'

'খুঁজে পেয়েছ এখন,' শুকনো স্বরে জানাল বেনন।

ঝটকা খেয়ে নিচে নামল স্লিমের হাত। বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করল বেনন, আগুন ঝরাল ওর অস্ত্র। স্লিমের হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল। এক পাশে কাত হয়ে গেল লোকটা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। পড়ার সময় পাশের লোকটার গায়ে ধাক্কা লাগল। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল লোকটার।

গুলি করল না বেনন। সতর্ক করল। 'সাবধান। চেষ্টা কোরো না। অস্ত্র ফেলে দাও।'

রাগী চোখে বেননকে দেখল স্লিমের সঙ্গী। 'তুমি আমার ভাইকে খুন করেছ!'

'প্রাপ্য বুঝে পেয়েছে ও। অস্ত্র ফেলে দাও।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ক্রিস হাওয়ার্ড, তারপর শ্রাগ করে গানবেল্ট খুলে মেঝেতে ফেলল। কালো চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও সরল না বেননের ওপর থেকে। অস্ত্রের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি? হয়তো মারা যায়নি ও।'

'দেখো। কিন্তু কোন রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না।'

রাস্তায় নীরবতা নেমেছে। তারপর বেশ খানিকটা দূরে একটা দরজা খোলার আওয়াজ হলো। মানুষের গুঞ্জন ভেসে এলো কানে। গোলাগুলি থেমে গেছে নিশ্চিত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে মানুষজন। সেলুনে আগে ঢুকল রাস্টি ফেরিস। ওর শার্ট ছিঁড়ে গেছে, এখানে ওখানে রক্তের ছোপ।

'আমি আহত হইনি,' বেননের দৃষ্টি দেখে আত্মপক্ষ সমর্থন করল ও। 'চামড়া ছড়ে গেছে বলে শার্টটা নষ্ট হয়ে গেল।'

সুইং ডোর খুলে যেতে সেদিকে তাকাল ওরা। দরজায় দাঁড়িয়ে সব কয়টা দাঁত বের করে হাসছে হিরাম ব্যাগলে!

'তুমি আবার কোত্থেকে, বাওয়া?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'শুনলাম তুমি এদিকে আসছ, দেখা করতে রওনা হলাম। তারপর যখন জানলাম গোলমাল চলছে, ঠিক করলাম তাতে অংশ না নেয়া অসম্মানের কাজ হয়ে যায়। কিন্তু দেখা দিলাম না। দিলাম?'

'দিলে তো পরে।' রাস্টির দিকে তাকাল বেনন। 'নিলসেন কোথায়, রাস্টি? আহত হয়েছে?'

'দুটো গুলি খেয়েছে, তবে বাঁচবে। শেষ যখন দেখলাম তখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যাননও মরেনি। পা ভেঙে গেছে ওর। কাঁধেও একটা গুলি খেয়েছে।'

'বিপক্ষের কী খবর?'

'জানি না। চলো দেখি গিয়ে।'

দরজার দিকে পা বাড়াল ওরা। কালেনের কথা তুলল ব্যাগলে। 'আমি দেখলাম ব্যাটা নিশ্চিন্তে গুলি করে চলেছে। যেখানে ছিল

সেখানে জীবিত থাকতে পারলে বেনন নামের এক উজবুক আজকে দুনিয়া থেকে সত্যি বিদায় নিত।'

কালেন মারা গেছে। ফার্গো হাওয়ার্ড আর দাড়িওয়ালা আউট-ল বেঁচে আছে। দাড়িওয়ালার অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। কড়া চোখে বেননকে দেখল ফার্গো। ব্যথা সামলে নিয়ে আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'একদিন, বেনন, একদিন আমি তোমাকে খুন করব।'

চার আউট-ল মারা গেছে। তিনজন মারাত্মক আহত। দু'জন সামান্য। ক্রিস হাওয়ার্ড আত্মসমর্পণ করেছে।

লেনি আর্থার আর গ্র্যান্টের কোন হদিশ নেই।

বাইশ

'সরে পড়েছে,' হতাশ, তিক্ত গলায় বলল রাস্টি। 'আর্থার ক্যালিফোর্নিয়াতেও যাবে না। জানে ওখানে গেলে শেরিফের হাতে ধরা পড়তে হবে।'

'মনে হচ্ছে বক্স ফোরে গিয়ে খুঁজে দেখাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' বলল বেনন। 'ওখানে হয়তো এমন কিছু পাওয়া যাবে যাতে করে আমরা বুঝতে পারব ওরা কোথায় যেতে পারে।'

'আরেকজন গেল কোথায়?' ভ্রূ কুঁচকাল ব্যাগলে। 'লম্বা-চওড়া, স্বাস্থ্যবান লোকটা? বলেছিল ফোর স্কয়ারে চাকরি করে।'

'মনে হচ্ছে বানি রেমন্ডের কথা বলছ তুমি?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রাস্টি। 'ওর সঙ্গে পরিচয় হলো কীভাবে?'

'একই সঙ্গে শহরে এসেছি আমরা। করালে ওর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, কিন্তু দেরি হয়ে যায় আমার। পরে গিয়ে দেখি ওখানে নেই ও। এখন তো মনে হচ্ছে নিজের নাম রেমন্ডই বলেছিল ও।'

'চলো খুঁজে দেখি,' সেলুন থেকে বের হয়ে এলো ওরা তিনজন। রাস্তায় জড়ো হয়েছে অনেকে। গুজব আর তর্ক চলছে। ওদের

তিনজনকে দেখে সবার চোখ অনুসরণ করল। বেশিরভাগের চোখেই প্রশংসার দৃষ্টি, তবে দু'একজনের চোখে যে ঘৃণা নেই তা নয়।

অনেককেই প্রশ্ন করল ওরা, কেউ বলতে পারল না বানি রেমন্ড কোথায়। লিভারি আস্তাবলে পাওয়া গেল খবর। বেননকে অ্যাপালুসা ঘোড়াটা ধার দিয়েছিল প্রেস্টন জোন্স। সে বলল, 'ওকে দেখেছি গতকাল রাতে। এখানেই ঘুমিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর সারারাত ঘুরে বেড়ায় আহত গ্রিজলির মতো। একটা কথা বলতে পারি, লেনি আর্থারের ব্যাপারে ওর কৌতূহলের শেষ ছিল না।'

দ্রুত চিন্তা করছে বেনন। মাথার পেছনে হ্যাট ঠেলে দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল মেঝেতে। একটা খড় চিবাতে শুরু করল আনমনে। সেটা দেখিয়ে চোখের ইশারায় ব্যাগলে বুঝিয়ে দিল এতোক্ষণে উপযুক্ত খাবার পেয়েছে ও।

পরিস্থিতিটা কিছুটা স্বচ্ছ হলো বেননের কাছে। লেনি আর্থারের পেছনে লাগবে, রেমন্ড, এটা স্বাভাবিক। প্রথম থেকেই আউট-ল র‍্যাঞ্চারকে সে পছন্দ করতে পারেনি। নিজের মনোভাব গোপনও করেনি। লোকটাকে ও তিলমাত্র বিশ্বাস করত না। গরুর পাল উদ্ধার করবার পরের দিনের কথা মনে পড়ল ওর। রেমন্ড নিশ্চিত ছিল লেনি আর্থারের ওপরে চোখ রাখলেই রাসলিং বন্ধ করা যাবে। রেমন্ড গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার লোক নয়, কিন্তু বিনা লড়াইয়ে শত্রুকে ছেড়েও কথা বলবে না।

'আমার মনে হচ্ছে,' বলল বেনন, 'বানি রেমন্ডকে খুঁজে পাওয়া গেলে লেনি আর্থারকে খুঁজে পেতেও দেরি হবে না। সম্ভবত শহর ছাড়ার সময় থেকেই আর্থার আর গ্র্যাটকে অনুসরণ করেছে রেমন্ড।'

'যাবে কোথায় লোকগুলো?' বিরক্তি ঝরল রাস্টির গলায়। 'বক্স ফোরে ফিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। তাছাড়া আর্থার জানে ওখানে তাকে আমরা খুঁজব। ফোর স্কয়ারেও যাবে না ধরা পড়তে হবে এই ভয়ে। তাছাড়া ওখানে গিয়ে কিছু পাবার নেই তার। ফোর এইচ নজর রাখবে তাকে ধরার জন্যে। থ্রী এফ‌ও তৈরি থাকবে। যেখানেই যাক, বিপদে পড়তে হবে লোকটাকে।'

'পশ্চিমটা ভাল চেনে আর্থার,' বলল বেনন।

'উত্তরও,' জানাল প্রেস্টন জোন্স। 'আমি জানি। আমার কাছ থেকে ঘোড়া ভাড়া করে প্রায়ই ওদিকে যেত সে।'

'কোথায় যেত বলেছে কখনও?'

'বলেনি। কিন্তু ওর বলার দরকারও ছিল না আমাকে। পাইন জঙ্গল বাদ দিলে এদিকের পশ্চিমে আর কোন গাছ নেই। আর পাইনের কাঁটা দিয়ে ঘোড়ার লেজ পরিষ্কার করি আমি। আর্থার গভীর বনের ভেতর দিয়ে যেত। উত্তর-পুবে সীমান্তের কাছে জঙ্গল আছে। যে-সময় ব্যয় করত তাতে ওখানে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না।'

'কাল কোন ঘোড়া ভাড়া করেছে সে?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'না। শেষ নিয়েছে প্রায় দু'মাস হতে চলল। তবে তার আগে প্রায়ই ওদিকে যেত ও। সপ্তাহে দু'বার তিনবার। সঙ্গে বোধহয় কিছু খাবারও নিত।'

ব্যাগলের দিকে তাকাল বেনন। 'যাবে নাকি এমপোরিয়ামে কয়েকটা প্রশ্ন করতে? রাস্টি যেতে পারো হার্ডওয়্যার স্টোরে। জিজ্ঞেস করবে গত কয়েক মাসের মধ্যে ওখান থেকে আর্থার কোনকিছু কিনেছে কিনা।'

ব্যাগলে আর রাস্টি চলে যাবার পরে প্রেস্টনের দিকে তাকাল বেনন। 'লেনি আর্থার কখনও প্যাকহর্স নিয়েছিল?'

'না। তবে ওর ঘোড়ার পেছনে প্রচুর রসদ দেখেছি।'

'উত্তরে গেলে একজন লোক কোথায় যেতে পারে?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে বেননের। 'ওদিকের এলাকাটা আমি চিনি না।'

শ্রাগ করল আস্তাবল মালিক। 'যাওয়ার কোন জায়গা তো দেখি না। রেঞ্জ, পাহাড় আর ছড়ানো ছিটানো কিছু জঙ্গল। র‍্যাঞ্চ তো নেই-ই প্রসপেক্টরের কোন কেবিনও নেই উত্তরে।'

কিছুক্ষণ তামাক চিবাল প্রেস্টন জোন্স, তারপর থুতু ফেলে বলল, 'তবে ওদিকে গেলে এগেট পাশ কাটাতে হবে। তোমার পথের সামান্য বাইরে পড়ে যায়, কিন্তু যদি যাও আর সারডোকে জিজ্ঞেস করো তাহলে ভাল হয়। সারডো ওদিকে প্রসপেক্টিং করত।'

রাস্টি দ্রুত পায়ে ফিরে আসছে। ফিরে আসছে ব্যাগলেও। হাসছে রাস্টি। 'জানো কি জেনেছি? ঠিক জায়গাতেই পাঠিয়েছিলে। তিনমাস আগে রসদ কিনতে শুরু করে লেনি আর্থার। র‍্যাঞ্চের জন্যে যা কিনত সেটা বাকবোর্ডে করে নিয়ে যেত তার লোক। কিন্তু নিজেও সে আলাদা ভাবে নিচ্ছিল। ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বস্তা ভরে রসদ নিত। একদিন

দু'দিনের জন্যে নয়, সম্ভবত খাবার গুদামজাত করছিল সে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ব্যাগলে। 'আমিও খালি হাতে ফিরিনি। তিন-চার মাস আগে আর্থার একটা হাতুড়ি আর বেশ কিছু পেরেক কেনে। দোকানদার অবাক হয়েছিল বলে মনে রেখেছে। আর্থার ওসব কেনার কয়েকদিন আগেই র‍্যাঞ্চের জন্যে প্রচুর পেরেক আর হাতুড়ি কেনা হয়েছিল। পরে এসে আর্থার একটা কুড়াল, কোদাল আর একটা শাবল কেনে। সেটা মার্চ মাসের শেষ দিনের কথা। দোকানদার মনে রেখেছে কারণ সেদিনই সে আরও কুড়াল কেনার জন্যে খাতায় অর্ডার লিখে রাখে।

'তিন সপ্তাহ পরে আর্থার কব্জা আর বল্টু কেনে। তারপর কেনে একটা ভারী তালা।'

'হয়তো র‍্যাঞ্চে ব্যবহার করেছে ওগুলো,' মন্তব্য করল রাস্টি।

'হয়তো,' সায় দিল প্রেস্টন। 'কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

'বাজি ধরতে পারি র‍্যাঞ্চে ওগুলো ব্যবহৃত হয়নি,' জোর দিয়ে বলল ব্যাগলে। 'আমার ধারণা আর্থার সাবধানী লোক বলে নিজের ব্যবস্থা করে রাখছিল। কোথাও একটা কেবিন করেছে সে, খাবার মজুদ করেছে সেখানে। তোমার কী মনে হয়, বেনন?'

নড করল বেনন। 'সাবধানী লোক লিওনার্ড আর্চি। রাস্টি যদি সন্দেহজনক কিছু ট্র্যাক না দেখত তাহলে আজকে এতোসব হতো না। আরামসে পার পেয়ে যাচ্ছিল লোকটা। সেজন্যেই আমারও মনে হয় নিজের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করেছে সে, প্রয়োজনে যাতে সমস্যা না হয়। এমন ভাবে কাজ সেরেছে যাতে তার নিজের লোকরাও না জানে।'

'হতে পারে,' মাথা দোলাল রাস্টি। 'কিন্তু সে-জায়গা আমরা খুঁজে পাব কীভাবে?'

'পানি দরকার হবে ওর,' নিজের মনে বলল ব্যাগলে। 'আমার ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে এমন কোথাও কেবিন করবে সে যেখান থেকে ফেলে আসা ট্রেইলে চোখ রাখা যায়।'

'পানি, জ্বালানী আর আশ্রয়। যে যন্ত্রপাতি সে নিয়ে গেছে তাতে করে আশ্রয় বানাতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কোথায় কেবিন বানিয়েছে?'

লিভারিম্যানের দিকে ফিরল বেনন। 'এবার একটা ঘোড়ার

ব্যাপারে জানা দরকার। তোমার কী মনে পড়ে লিওনার্ড আর্চির একটা বেশি ঘোড়া ছিল কখনও? অথবা তোমার কাছ থেকে সে কোন ঘোড়া কিনেছে? আমার ধারণা বুনো এলাকায় বাড়তি একটা ঘোড়া রাখতে চাইবে সে। পারলে বেশ কয়েকটা।'

'না।' এক কথায় জবাব দিল জোন্স। 'এশহর থেকে কোন ঘোড়া কেনেনি সে। অন্তত আমার কানে আসেনি। প্যারাডাইযের উত্তরে এক লোক বাস করে। বেশ কয়েকটা ঘোড়া আছে তার। লোকে বলে যে সব আগন্তুকের জরুরী ভিত্তিতে ঘোড়া দরকার তাদের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যবসা করে সে।'

'ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের,' বলল বেনন। উঠে দাঁড়াল।

'ওদিকে গেলে অস্ত্র খাপের ভেতরে ঢিলে করে রেখো,' পরামর্শ দিল জোন্স। 'বদমেজাজী বলে বদনাম আছে লোকটার।'

একঘণ্টা পরে, জিম হ্যানন বিশ্রাম নিচ্ছে আর সুয়েড নিলসেনের বিপদ কেটে গেছে খবরটা পেয়ে তারপর তিনজন ওরা রওনা হলো ফোর স্কয়ারের দিকে। এক মাইলও পেরোয়নি এমন সময়ে লরা ক্রুস ওদের ধরে ফেলল। বেননের দিকে লজ্জায় লাল চেহারায় তাকাল মেয়েটা।

'এখন বুঝতে পারছি লেনি আর্থারের ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছিলাম,' বলল নিচু গলায়। 'মেসেজগুলোয় কী লেখা আছে জেনেছি আমি।'

হাসল বেনন। 'ভুলে যাও। আমিও এরকম কতো ভুল যে করেছি!'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ করে মিথ্যেটা অপছন্দ করছে জানিয়ে দিল রাস্টি। ব্যাগলে হাসিমুখে রাস্টির দিকে তাকাল। বেনন বলে গেল, 'তবে এমন অনেকের চেয়ে অনেক কম ভুল করেছি যাদের বুদ্ধি আমার চেয়ে ঢের কম।' আড়চোখের ইশারায় দু'বন্ধুকে দেখাল ও।

'তুমি ভুল করেছিলে, যখন কাউবয় নামের ওই শকুন জনি কার্ভেলটাকে খুন করলে না,' বলল রাস্টি। 'আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম ওরকম ভুল করাটা ঠিক হচ্ছে না।' বেননের কথার জবাব দেয়ায় ঘনঘন মাথা দোলাল ব্যাগলে। এখন ওকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে।

*

পরদিন বিকেলে সারডো ওদের যতোটা সম্ভব জানাল উত্তরের এলাকা

সম্বন্ধে। শেষে বলল, 'শহরে ওদের কাউকে দেখিনি। তবে ক্রীকের ধারে থাকে হ্যানসন। ও গত রাতে একটা ঘোড়া হারিয়েছে। শুধু ঘোড়া নয়, গরুর একটা কাঁধ, কিছু বীনও চুরি গেছে। চব্বিশটা স্পেন্সার ৫৬ গুলিও গায়েব।'

'এটা রেটের কাজ হতে পারে,' বলল রাস্টি। 'মনে পড়ছে ওর কাছে স্পেন্সার কারবাইন দেখেছিলাম।'

উত্তরের ট্রেইল একটা চওড়া ক্যানিয়নের মেঝে ধরে এগিয়েছে। দু'পাশে জন্মেছে মোটা মোটা গাছ আর ঘন ঝোপ। দীর্ঘদিন কেউ এপথে গেছে বলে মনে হলো না। মাঝেমধ্যে হরিণ, খরগোশ দেখতে পেল ওরা। একবার দেখা গেল বিরাট একটা নেকড়ে। ওদের দেখে ওটা অলস দৌড় দিয়ে ঝোপের ভেতরে ঢুকল।

'উত্তরে যেতে যেতে ঝর্না আর ওয়াটার হোলগুলোতে নজর বোলাতে হবে,' বলল বেনন। 'হয়তো রেট আর ব্রীড কিছু জানে, কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় গ্র্যাটকেও নিজের গোপন আস্তানা সম্বন্ধে কিছু জানায়নি লিওনার্ড।'

'গোপন আস্তানা যদি সত্যি থেকে থাকে,' বলল রাস্টি। পাহাড়ী অঞ্চলে চোখ বুলাল ও, দেখল সামনের দিকে উপত্যকা সরু হয়ে গেছে। 'তুমি কী বলো, বেনন? আমাদের পাহাড়ে উঠে যাওয়া উচিত না? অনেক বেশিদূর দেখতে পাবো তাহলে।'

'ভাল হয়,' সায় দিল বেনন। একটা বোল্ডার ঘুরে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোল ও। অনুসরণ করল রাস্টি আর ব্যাগলে। ঘন হয়ে জন্মেছে ম্যাঞ্জানিটা আর তামাক ঝোপ। এক ঝাড় অ্যাসপেন সাদা আর সবুজ তীর চিহ্নের মতো সরু একটা পাহাড়ী পথ নির্দেশ করছে। ওই পথে এগিয়ে চলল তিনজন। প্রত্যেকে সতর্ক। সামান্যতম নড়াচড়াও নজর এড়াবে না।

আস্তে আস্তে ক্রমেই ওপরে উঠছে ওরা। ছড়ানো ছিটানো গাছগুলো আস্তে আস্তে ঘন হচ্ছে। অ্যালডার আর সাদা বাকলের পাইন দেখা যাচ্ছে এখন। একটা লাল ফার আর হেমলকের ছায়ায় থামল বেনন, সামনের এলাকায় চোখ বুলিয়ে বলল, 'আগুন! সামনে!'

একটা কথাও হলো না ওদের মাঝে, এগিয়ে চলল ওরা। আধমাইল যেতেই হাত তুলে দেখাল ব্যাগলে। 'ট্রেইল! দু'জন রাইডার গেছে।'

চিহ্নগুলো লক্ষ করল বেনন। পরিচিত ঠেকল না। তবে পরে আবার দেখলে চিনতে অসুবিধে হবে না। ধোঁয়া লক্ষ করে আবার এগোল ওরা, ট্র্যাকও ওই ওদিকেই গেছে।

'নিশ্চয়ই পুরোনো কোন ক্যাম্প,' বলল ব্যাগলে। 'এই ট্র্যাকগুলো গতরাতের।'

'লিওনার্ড আর্চির ট্র্যাক নয়,' ভ্রূ কুঁচকাল রাস্টি। 'ও চিহ্ন রেখে এগোবার তুলনায় অনেক বেশি চালাক।'

তেইশ

অতি সাবধানে এগোচ্ছে ওরা, ছড়িয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। গাছের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে নীল ধোঁয়া ওঠা জায়গাটার দিকে। সামনে গাছের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠছে ধোঁয়া, মিশে যাচ্ছে নীল আকাশের সঙ্গে। আর এগোনো ঠিক হবে না। ঘোড়া থেকে নামল ওরা। বনের ভেতরে ফাঁক, একটা জায়গায় কয়েকটা বোল্ডারের মাঝখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। ঘুরপথে এগোল রাস্টি আর ব্যাগলে, হাতে রাইফেল।

ট্র্যাক অনুসরণ করল বেনন। স্টিরাপে পা রেখে উঁচু হলো ঝোপের ভেতরে ক্যাম্পটা দেখার জন্যে। আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে। কাউকে আশেপাশে দেখা গেল না। সাবধানে এগোল বেনন, উইনচেস্টার তৈরি।

দু'জন লোক এখানে ক্যাম্প করেছিল। দু'জন লোক, যারা হয়তো এক ঘণ্টা আগেও এখানে ছিল। রান্না করে খেয়েছে এখানে। বেনন আগুনের কাছে পৌঁছোনোর দু'মিনিট পর দু'দিন থেকে দেখা দিল রাস্টি আর ব্যাগলে।

'চলে গেছে,' বলল হতাশ ব্যাগলে। 'ছিল এক ঘণ্টা বা তারও কম হবে।' আশেপাশে চোখ বুলাল। 'সঙ্গে বেশি খাবার ছিল না। কফিপট খালি করে গেছে।'

'হ্যাঁ, দু'জন,' সায় দিল রাস্টি। 'মনে হয় রেট আর ব্রীড।'

'তাড়াহুড়ো করে স্যাডল চাপিয়েছে,' যোগ করল ব্যাগলে। 'এমন ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে ভেগেছে যেন ওদের লেজে কামড় দিয়ে ধরেছিল খোদ শয়তান।'

'আমাদের বোধহয় আসতে দেখে ফেলেছিল,' বলল বেনন। 'তোমাকে দেখে শয়তান মনে করে। তাইতে দ্রুত পালিয়েছে।'

ওরাও আর দেরি করল না, ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল। পাইনের বনের ভেতর দিয়ে সোজা গেছে পথ, তারপর কোমর সমান উঁচু ম্যাঞ্জানিটার ভেতর দিয়ে উঠেছে একটা ঢালে। কয়েকটা বোল্ডার পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে তারপর। দু'বার ওরা ট্রেইল হারাল, কিন্তু আবার খুঁজে বের করল বেনন। হঠাৎ অনেকটা দূরে এক আরোহীকে দেখতে পেল ওরা।

'সাবধান,' সতর্ক করল বেনন। 'লোকটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ইচ্ছে করে দেখা দিয়েছে। অন্য লোকটা হয়তো ট্রেইলে সুবিধেজনক কোথাও অপেক্ষা করছে।'

এগিয়ে চলল ওরা। দিন যতো যুবক হচ্ছে আস্তে আস্তে ততো গরম বাড়ছে। মৃদু বাতাস দোল খাওয়াচ্ছে ঘাসের চাদরে। সুদূর পাহাড়গুলোর মাথায় মেঘ জমছে, তৈরি করছে অদ্ভুত আকৃতির সব দুর্গ। তাপ বাড়ল আরও, বাতাস থমকে গেল, ভ্যাপসা হয়ে উঠল পড়ন্ত দুপুর। একটানা পথ চলছে ওরা। হঠাৎ একটা রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। বেননের মাথার ওপর দিয়ে সামান্য আগে গুঞ্জন তুলে বেরিয়ে যাওয়া জিনিসটা যে ভোমরা নয় তা স্পষ্ট বোঝা গেল। একই সঙ্গে গুলি করল রাস্টি আর ব্যাগলে। পাথরের ওপরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হলো, দূরে চলে যাচ্ছে। এবার আরও সাবধানে সামনে বাড়ল ওরা। সময় নিচ্ছে। বুঝতে পারছে তাড়াহুড়োর মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

মেঘগুলো আরও ওপরে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়ছে, ঘনও হয়েছে অনেক। আকাশ ঢেকে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। দূরের ক্যানিয়নে বজ্রবিদ্যুতের গুরুগম্ভীর গুড়গুড় আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। ভেজা ভেজা দমকা বাতাস বয়ে গেল। আবার গর্জে উঠল একটা রাইফেল। লোকটা অনেক বেশি দূরে, তার গুলি সামনে কোথাও মাটিতে গেঁথেছে।

'গরম!' বলে উঠল রাস্টি। মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছল। 'ঝড় আসবে।'

'আসবেই,' সায় দিল ব্যাগলে।

'এলাকাটা চিনতে ভাল হতো,' বলল বেনন। 'ঝড়বৃষ্টিতে সব ট্র্যাক মুঝে যাবে।'

'এখন একটা কাজই করার আছে,' বলল ব্যাগলে। 'চলো ধাওয়া করি ওদের।'

'না।' ট্রেইল দেখাল বেনন। ট্র্যাকগুলো এখন আগের চেয়ে দূরে দূরে। 'ছুটতে দাও ওদের। শীঘ্রি না থামলে মারা পড়বে ওদের ঘোড়াগুলো।'

একটানা এগিয়ে চলেছে ওরা। ঘামে ভিজে কালচে হয়ে গেছে রাস্টি আর ব্যাগলের খয়েরী ঘোড়া। স্পীডির কাঁধও ঘর্মাক্ত। ওদের প্রত্যেকের শার্ট ভিজে গেছে। বারবার রাইফেল ধরা হাতের ঘাম মুছছে ওরা। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তারপর আরেক ঘণ্টা। যে পাহাড়ী এলাকা ধরে ওরা চলেছে সেটা একটা সবুজ উপত্যকায় শেষ হয়েছে। ট্রেইল পার হয়েছে একটা বিরাট ভালুক, চিহ্ন দেখল ওরা। বামে চোখে পড়ল একটা হরিণ। দু'বার দুটো জায়গা দেখাল বেনন, ওখানে হোঁচট খেয়েছে আউট-লদের ঘোড়া। শিকার কাছিয়ে আসছে। একবার একটা গুলি ওদের মাথার ওপরের গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে গেল।

ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে থামল ওরা। সবাই যে চিন্তাটা করছে সেটাই বলল বেনন, 'সমস্যা হচ্ছে এদের পিছু নিয়ে লিওনার্ড আর্চির কাছে যেতে পারছি না আমরা। কিন্তু আসলে তাকেই দরকার।'

'হয়তো কাছে যাচ্ছি,' একটু ভেবে দ্বিমত পোষণ করল রাস্টি। 'প্রথম যখন এলাম তখন এদিকে এসেছিলাম। উত্তরে একটা উপত্যকা আছে। পুব-পশ্চিমে গেছে। ওখানে পৌঁছে ধোঁয়া খুঁজতে পারি আমরা। এছাড়া আর কিছু তো করার নেই।'

'ধোঁয়া থাকবে না,' বলল ব্যাগলে। 'লিওনার্ড আর্চি সে-তুলনায় অনেক বেশি চালাক।'

চুপ করে গেল ওরা। বুঝতে পারছে ব্যাগলের কথাই ঠিক। এতো সহজে লিওনার্ড আর্চি অর্থাৎ টড রলিন্স ওরফে লেনি আর্থারকে খুঁজে

বের করা যাবে না।

পাহাড় আস্তে আস্তে আরও উঁচু হচ্ছে। ক্যানিয়নগুলো পাল্লা দিয়ে গভীর হয়েছে, সেই সঙ্গে সরু। পথের দু'ধারে গাছের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ক্যানিয়নের ভেতরে অস্বাভাবিক ভ্যাপসা গরম। স্পীডি বিরামহীন ভাবে হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ ওদের সামনে ক্যানিয়ন শেষ হয়ে গেল। সামনে একটা শুকনো জলপ্রপাত। ডানদিকে খানিক ওপরে একটা পথ আছে অবশ্য, সেটা গেছে পাহাড়ের ভেতরে। সাবধানে রিজে উঠল ওরা, সামনে পড়ল একটা নিচু ঢাল। টিলার মাঝ দিয়ে দেখা গেল চমৎকার একটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া উপত্যকা। বড়জোর চার মাইল হবে ওটা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে হবে আধমাইল।

উপত্যকার মাঝখানে লম্বাটে একটা কেবিন আছে। ওটার দু'পাশে কয়েকটা পোল করাল। দু'জন লোক ঘোড়া থেকে নামল করালের সামনে। বিনকিউলার তাক করল বেনন। বলল, 'তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের। করালে তাজা ঘোড়া আছে দেখছি।'

ঢাল বেয়ে দ্রুত নামতে শুরু করল ওরা। এক ঘোড়া সমান এগিয়ে আছে স্পীডি। কেবিন আর করাল এখনও বেশ নিচে। ওরা দেখতে পেল এক লোক কুঠার হাতে পেছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। গুলি করা হলো তাকে লক্ষ্য করে। লাগল না। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল লোকটা, তারপর ঝেড়ে দৌড় দিল কেবিনের দিকে।

ততোক্ষণে প্রায় আধ মাইল পেরিয়ে এসেছে বেননরা, র‍্যাঞ্চের কাছে চলে এসেছে। ছড়িয়ে পড়ল ওরা চলার ওপরেই। গুলি করা হলো কেবিনের ভেতর থেকে। তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করল একটা ঘোড়া, পরক্ষণেই কাতরে উঠল এক লোক। বেননরা এতো কাছে চলে এসেছে যে স্পষ্ট দেখতে করালের ভেতরে বিরাট একটা লাল স্ট্যালিয়ন তাড়া করেছে লোকটাকে। ঘুরে দাঁড়িয়েই তার টপকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল আউট-ল। এক পা তুলতে পারল শুধু সে, তারপরই অন্য পা-টা কামড়ে ধরল উন্মত্ত স্ট্যালিয়ন, এক টানে নামিয়ে নিল মাটিতে।

পড়ে গেল আউট-ল। লোকটা ব্রীড। লাফ দিয়ে উঠল আবার। কিছুই করা গেল না লোকটার জন্যে। বেচারা সরার আগেই সামনের দু'পা আকাশে তুলল স্ট্যালিয়ন তারপর তার বুকের ওপর নামিয়ে আনল। প্রচণ্ড আঘাতে মড়মড় করে পাঁজরের হাড়গুলো ভেঙে গেল

লোকটার, ছিটকে পড়ে গেল পেছনে। মুক্তি মিলল না তাতে। তেড়ে গেল ঘোড়াটা। বারবার খুরের আঘাতে নিথর দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। আধ মিনিটের মধ্যেই মনে হলো রক্ত মাখা ছেঁড়া একটা ন্যাকড়া পড়ে আছে।

ফ্যাকাসে চেহারায় করালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল বেনন। যতো কঠোর লোকই ও হোক, এরকম করুণ মৃত্যু এর আগে বেশি দেখেনি ও। দ্রুত অন্যদিকে তাকাল ব্যাগলে আর রাস্টি।

কেবিন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো লোকটা, গানবেল্ট পরা পুরোপুরি শেষ করতে পারেনি। বেননদের দেখে থামল সে।

করালের বাইরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে রেট। বুকে গুলি খেয়েছে সে, কিন্তু এখনও মরেনি।

'ভাল ঘোড়া ওই একটাই ছিল,' বিড়বিড় করল সে। 'ব্রীড যখন দেখল, আমাকে কোন সুযোগ না দিয়েই গুলি করল, তারপর ওটা দখল করতে করালে ঢুকে পড়ল।'

বিস্মিত চেহারায় সবার ওপরে নজর বোলাল র‍্যাঞ্চার। 'ব্যাপার কী? আমার ঘোড়ার জন্যে ওরা লড়াই করছিল কেন?'

'ওদের ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে মেরে ফেলেছিল প্রায়,' শান্ত গলায় বলল বেনন। 'ওদের ঠিক পেছনেই ছিলাম আমরা। এরা রাসলার। ব্রীড ঠিক করেছিল একে মেরে একাই পালাবে ঘোড়াটা নিয়ে।'

'পেয়েছে ওর ঘোড়া,' বলল ব্যাগলে।

'এরকম মৃত্যু দুঃখজনক,' থুতু ফেলল রাস্টি। 'কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না যে লোকটার এটাই প্রাপ্য ছিল।'

স্বস্তির ছাপ পড়ল র‍্যাঞ্চারের চেহারায়, বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তোমরাও ওদের দলের। ভেবেছিলাম বিরাট ঝামেলা হবে।' করালের দিকে তাকিয়ে চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। 'ওই স্ট্যালিয়নটা খুনে ঘোড়া। রেখেছি হাই ব্রীড ঘোড়া জন্ম দেবার জন্যে। নিয়মিত খাওয়া দিই ওকে আমি, ওর ধারেকাছে ধীরেসুস্থে নড়াচড়া করি, কাজেই আমাকে আক্রমণ করে না।'

রেটের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল বেনন। ক্ষতটা দেখে বুঝতে দেরি হলো না আর কিছু করবার নেই। মারা যাচ্ছে লোকটা। চোখ তুলে বেননকে দেখল আউট-ল। বিড়বিড় করে বলল, 'সাধ্যমতো খাটিয়েছি আমি তোমাদের ধরা পড়ার আগে। দুঃখ শুধু একটাই, মরার সময়

ব্রীডের মতো জঘন্য একটা লোকের হাতে মরতে হলো। ইন্ডিয়ানরাও দেখতে পারত না ওকে, মেক্সিকানরাও ঘৃণা করত। ভীষণ নীচ লোক ছিল ও। ভীষণ...'

চুপ হয়ে গেল রেট। কয়েক মিনিট অনিয়মিত শ্বাস নিল, তারপর আবার মুখ খুলল, কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারল না। ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। আর কখনও কথা বলবে না সে।

বেননের চোখে চোখ রাখল র‍্যাঞ্চার। 'আগে তোমাদের দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। কে তোমরা?'

'রক বেনন।' দুই বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দিল ও। 'এ রাস্টি ফেরিস। আর ও হিরাম ব্যাগলে। যারা মারা গেল এরা রাসলার ছিল। টাসকোটালের আশে পাশের র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরি করত।'

বড় বড় চোখে বেননকে দেখল র‍্যাঞ্চার, তারপর বলল, 'রক বেনন? তোমার কথা শুনেছি আমি। হিরাম ব্যাগলে আর রাস্টি ফেরিসের নামও জানি।'

*

দিনের বাকিটা সময় ঘোড়া দাবড়াল ওরা। এবড়োখেবড়ো জমির উপত্যকাগুলো পেরিয়ে এগিয়ে চলল পুবে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে চলতে হচ্ছে। সন্ধেয় আবহাওয়া শীতল হলো, তার পরপরই হঠাৎ করে নামল আঁধার। টিলার গোড়ায় ফার গাছের নিচে ক্যাম্প করল ওরা। সকালে আবার রওনা হয়ে গেল।

হঠাৎ সামনে দেখাল বেনন। 'ওদিকে কী যেন দেখলাম। চলো এক চক্কর ঘুরে দেখে নিই।'

ঘাসের মাঝ দিয়ে এগোল ওরা। সামনে ঘাস কমে গেছে। টিলার গোড়ায় পড়ে আছে পাথর খণ্ড। বেনন যা দেখেছে সেটা একটা মিউল হরিণ। বেশ আগে ওটাকে হত্যা করা হয়েছে।

ঘোড়া থেকে নেমে জন্তুটাকে পাশ ফেরাল রাস্টি। 'গুলি করা হয়েছে,' জানাল। 'গতকাল বা পরশু।'

ওরা জানে গুলিটা কে করেছে। বুঝতে পারছে যে-কোনখানে থাকতে পারে লিওনার্ড আর্চি। র‍্যাঞ্চার তার কথা কিছু বলতে পারেনি। আশেপাশে কেবিন তৈরি হয়েছে বলেও তার জানা নেই। তবে কয়েকদিন আগে পুবে শিকার করতে গিয়ে একটা রাইফেলের আওয়াজ শুনেছে। প্রসপেক্টর বা কোন ভবঘুরে হবে ভেবেছিল সে।

র‍্যাঞ্চারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর পুরোনো ট্রেইলগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে ওরা, নতুন কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি। মৃত হরিণটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষের কোন চিহ্ন দেখতে পায়নি ওরা। হরিণটার দিকে হিসেবী চোখে তাকাল রাস্টি। 'কী মনে হয়, বেনন? এই ক্ষত নিয়ে বেশিদূর আসতে পেরেছে হরিণটা?'

'না। বড়জোর মাইলখানেক।'

'তাহলে খোঁজার সেরা জায়গা রিজের ওপারটা,' বলল ব্যাগলে।

নড করল বেনন। সামনে তাকিয়ে ভাল লাগল না। 'ব্যাগলে ঠিকই বলেছে রাস্টি। তবে সাবধান। দেখতে পেলে বিনা দ্বিধায় গুলি করবে লিওনার্ড আর্চি। রিজটা পার হবার সময় ছড়িয়ে পড়ব আমরা, ট্রেইল খুঁজব।' রিজের ওপরের একটা বাজ পড়া বিরাট পাইন গাছ দেখাল ও। 'সন্ধের পরে ওই গাছটার নিচে দেখা করব আমরা। গোলাগুলি যদি শুরু হয় তো তোমরা জানো কী করতে হবে।'

চব্বিশ

একা হয়ে যাওয়ার পরে স্পীডির পিঠ থেকে নেমে সিঞ্চ শক্ত করে বাঁধল বেনন। ও ঠিক করেছে হরিণের পথ অনুসরণ করবে। হয়তো ঘর থেকে কয়েক মাইল দূরে হরিণটাকে গুলি করেছে শিকারী, কিন্তু এটা ঠিক যে এই এলাকায় হরিণের কোন অভাব নেই, অভাব আছে শিকারীর, কাজেই হরিণ শিকারের জন্যে বেশি দূরে যাবে না শিকারী, বোঝা বয়ে অনেক দূর নিতে চাইবে না। এদিকের পাহাড়ে কেউ কেবিন করলে সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি কেবিনের বাইরে আসে, তাহলে বড়জোর কয়েক মিনিট লাগবে তার এরকম একটা হরিণ শিকার করতে।

'আমাকে যদি আন্দাজ করতে হয়,' বিড়বিড় করল বেনন, 'তাহলে বলব এখান থেকে তিন মাইলের ভেতরে কোথাও আছে লিওনার্ড।'

পানি, জ্বালানী আর আশ্রয়।

রিজের ওপরে উঠে ওর প্রথম কাজ হবে পানির উৎস খোঁজা।

উৎসটা হবে গাছের আড়ালে। এমন কোথাও যেখানে সহজে কারও চোখ পড়বে না।

গাছ কাটার চিহ্ন দেখা যেতে পারে। তবে সামান্য কাঠেরই দরকার পড়বে। কেবিনটা হয় গভীর বনের ভেতরে হবে, নয়তো টিলার ভেতরে গোপন কোথাও। স্পীডির পিঠে চেপে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল বেনন। হরিণের ট্র্যাক অস্পষ্ট, তবে অভিজ্ঞ চোখের অনুসরণের জন্যে যথেষ্ট। আড়াআড়ি ভাবে রিজের চুড়োর দিকে গেছে ট্র্যাক।

রিজের ওপরটা ফারের ঘন জঙ্গলে ছাওয়া। পাথরের মাঝে জন্মেছে স্কোয়াও ম্যাট। এখন মাত্র কয়েকটা নীল ফুলই অবশিষ্ট আছে ওগুলোর। মাঝেমধ্যে গাম্ভীর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে সুগার পাইন। ওগুলো পার হওয়ার পরে শুরু হলো হেমলক আর লাল ফারের রাজ্য। ঢালে দু'বার পড়ে গিয়েছিল হরিণটা, দু'বারই উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়েছে আবার। দু'জায়গার নুড়ি পাথর আর স্কোয়াও ম্যাটেই লেগে আছে শুকনো রক্ত।

ট্রেইল থেকে সরে মাথা নিচু করে ঘন ফারের তলায় ঢুকল বেনন। এখানে বসে রিজের নিচের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোখ বুলাবার সুযোগ আছে। কিন্তু ধোঁয়ার দেখা মিলল না। শুধু দেখা যায় গাছের মাথার সবুজ আলোয়ান। পাহাড়ের ওপাশের উপত্যকা যথেষ্ট উঁচু আর ঘন গাছে ছাওয়া। হরিণের ট্র্যাকের কাছে ফিরে এসে আবার অনুসরণ করতে শুরু করল ও, এখন রিজের ওপরে আছে।

কয়েক মিনিট পরে হরিণটা যেখানে শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছিল সে-জায়গাটা খুঁজে পেল ও। চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে হরিণটা আশ্রয় হিসেবে অনেক ব্যবহার করেছে জায়গাটাকে। শিকারী হয় এজায়গা হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে, অথবা অনুসরণ করে বের করেছে। চারপাশে ভাল করে নজর বুলিয়ে কোন লাভ হলো না। হরিণের বাসা থেকে পঞ্চাশ গজ সরে এলো বেনন, তারপর ধীরে ধীরে জায়গাটা ঘিরে একটা বৃত্ত তৈরি করতে শুরু করল। বাসার ষাট গজ দূরে আবার ট্রেইল খুঁজে পেল। হাইহিল বুট পরা এক লোক ওখানে দাঁড়িয়েছিল, দু'বার গুলি করে সে। পাইনের কাঁটার ভেতরে দুটো গুলিরই খোসা খুঁজে পেল

বেনন। উইনচেস্টার .৪৪-৪০-র গুলি।

স্পীডির পিঠে উঠে গাছের ফাঁক দিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল বেনন। সামান্য কিছু দূর ট্রেইল ধরে এগোল, তারপর থামল হঠাৎ। থমথমে নীরবতায় স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে কুঠারের আওয়াজ। স্টিরাপে পা রেখে উঁচু হয়ে গাছের ফাঁকে কেবিনটা দেখতে পেল ও প্রথমবারের মতো।

টিলার মধ্যে একটা খোঁড়লে তৈরি করা হয়েছে কেবিনটা, গাছপালার ভেতরে, লোক চক্ষুর অন্তরালে। কেবিনের পেছন দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ঝর্না। ঝর্নাটা কয়েক মিনিট আগে দেখেছে বেনন। নীরব প্রতিক্ষায় থাকল ও। একটু পরেই দেখল এক লোক দু'হাতে কাঠ নিয়ে কেবিনের দিকে ফিরছে। এতোখানি দূর থেকেও লোকটাকে চিনতে দেরি হলো না। গ্র্যাট। দরজায় দাঁড়িয়ে ঘুরে চারপাশে দেখে নিল আউট-ল, তারপর ঢুকে পড়ল কেবিনে।

কী করবে ঠিক করে ফেলল বেনন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও, তারপর রাস্টি আর ব্যাগলেকে নিয়ে ফিরে আসবে এখানে। চিন্তাটা বাদ দিল মাথা থেকে। ব্যাগলে না থাকলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু ব্যাগলে আছে। মাথাটা ওর গরম, কেবিন দেখলেই হামলা করে বসতে চাইবে। তার চেয়ে একা এগোনোই ভাল। কপাল ভাল থাকলে অসতর্ক অবস্থায় দু'জনকেই আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবে ও। তবে বুঝতে পারল সে-সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

তিনশো গজ পর্যন্ত স্পীডিকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামল ও, তারপর গাছ আর ঝোপের ফাঁকে ওকে বেঁধে রেখে গাছের ফাঁক দিয়ে সামনে বাড়ল। উইনচেস্টারটা সঙ্গে নেয়নি ও, সিক্সগান দুটোই ভরসা।

টিলার গোড়ায় কেবিনটা। সামনে ছাড়া আর কোনদিক দিয়ে ওটার দিকে যাওয়ার পথ নেই। বামদিকে করাল, ডানদিকে ঝর্না। মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীরতা নিয়ে বইছে পানি, চওড়ায় চার-পাঁচ ফুট হবে।

সন্ধে নামতে আর বেশি দেরি নেই। বিকেলের সূর্য ইতিমধ্যেই পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। দীর্ঘ ছায়াগুলো আরও ঘন আর দীর্ঘতর হচ্ছে। আকাশ অবশ্য এখনও নীল, এখানে ওখানে মেঘের দল রংবেরঙের পশরা নিয়ে ভেসে যাচ্ছে। গত দু'দিন ধরে যে ঝড়টা আসি আসি করছে সেটা আবার নতুন উদ্যমে মেঘ জড়ো করতে শুরু করেছে। দূরে মেঘের গম্ভীর গর্জনও শুনতে পেল বেনন।

কেবিনের কাছে যাওয়ার ওই একটা মাত্রই পথ–সামনে থেকে। দ্বিধায় পড়ে গেল বেনন, পরিস্থিতিটা ঠিক পছন্দ করতে পারছে না। নড়চড়া চোখে পড়ল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো লিওনার্ড আর্চি। লোকটা নার্ভাস পায়ে ঘোড়াগুলোর দিকে চলেছে। উরুতে তার দুটো অস্ত্র ঝুলছে, তৃতীয়টা কোমরের বেল্টে গোঁজা। হাঁটতে হাঁটতে বারবার আশেপাশে তাকাচ্ছে।

বেননের চল্লিশ গজের মধ্যে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল লোকটা। চারপাশে চট করে একবার নজর বুলিয়ে নিল। সন্দেহজনক কিছু কী তার কানে গেছে? বেননের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কী তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে? ঘুরে তাকাল। বেনন যেখানে আছে সেজায়গাটা পাশ কাটাল তার দৃষ্টি। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো বেনন। দু'জনের চোখ আটকে গেল পরস্পরের চোখে। খোলা জমিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

'বেনন?' জিজ্ঞেস করল লিওনার্ড। 'তুমি বেনন?'

এক পা সামনে বাড়ল বেনন। 'হ্যাঁ, লিওনার্ড। আমাকে আশা করছিলে?'

চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে লোকটা বেননের দিকে। 'ঠিকই ধরেছ, জানতাম তুমি আসবে। তোমার জন্যেই আজকে আমার এ-অবস্থা। অযথা নাক গলিয়েছিলে তুমি। যদি তুমি না আসতে তাহলে এতোক্ষণে আমি ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যাঞ্চে মহা আরামে থাকতাম।'

'আর ভাল কিছু মানুষ গরু হারিয়ে ফতুর হয়ে যেত,' বলল গম্ভীর বেনন। 'আমার ধারণা যা হয়েছে ভালই হয়েছে।'

'একটু পরেই তোমার ধারণা বলে কিছু থাকবে না, বেনন,' প্রায় খুশি খুশি শোনাল গানম্যানের কণ্ঠ।

দু'জনই সামনে বাড়ল ধীর পায়ে। দূরত্ব কমিয়ে আনছে।

মুখটা কুঁচকে আছে লিওনার্ড আর্চির। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয় উন্মাদ। লোকটার না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ইস্ত্রি না-করা পোশাকের কারণে কেমন যেন রুক্ষ আর কঠোর লাগছে তাকে দেখতে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়ল লিওনার্ডের, যেন কোণঠাসা হিংস্র বুনো জন্তু। ডানদিকে পাশ ফিরল সে, কর্কশ স্বরে বলল, 'আমি জনি কার্ভেল নই, বেনন।'

জবাব দিল না বেনন, পূর্ণ সতর্ক। স্পষ্ট বুঝতে পারছে এর মতো

ঠাণ্ডা মাথার সাবধানী গানম্যানের মুখোমুখি আগে কখনও হয়নি ও। বামদিকে সরল ও হঠাৎ। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল লিওনার্ড, বেননের পাশে সরার উপযুক্ত কোন কারণ খুঁজে পেল না। আসলেই সরার আর কোন কারণ নেই বেননের, লোকটাকে দ্বিধায় ফেলে দেয়া ছাড়া। তবে সরে আসায় কেবিনের দরজায় কেউ দাঁড়ালে সে সরাসরি লাইন অভ ফায়ারে এখন আর ওকে পাবে না। এটা বাড়তি লাভ। থমকে দাঁড়াল বেনন। দুজনের দূরত্ব আর মাত্র তিরিশ গজ। কড়া চোখে বেননকে দেখছে আউট-ল।

'তুমি যদি ফিরে গিয়ে সবাইকে ঝামেলায় না ফেলতে তাহলে তোমার পেছনে আসতাম না আমি,' নিচু স্বরে বলল বেনন।

শুকনো হাসি হাসল লিওনার্ড। দূরে কোথায় যেন মেঘ ডাকল। 'ঠিকই ধরেছ, বেনন, কিছুদিনের ভেতরে ফিরছি আমি। এবার ওদের গরু তো নেবই, ওদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে এলাকা থেকে খেদিয়ে ছাড়ব। শীঘ্রি চলে আসবে স্লিম, তারপর...'

'স্লিম হাওয়ার্ড মারা গেছে।'

'ওর ভাই ব্রীড আছে। রেট...'

'রেট মারা গেছে ব্রীডের গুলিতে। হাওয়ার্ডদের খবর যদি জানতে চাও, ফার্গো মারাত্মক আহত, আর ক্রিস এখন জেলে।'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল লিওনার্ড, তারপর বলল, 'তাতে অসুবিধে হবে না। অন্যরা আছে।' চোখ আরও সরু হলো গানম্যানের। 'স্লিম হাওয়ার্ডকে তুমি খুন করেছ?'

'হ্যাঁ।'

শ্রাগ করল লিওনার্ড, কাঁধ উঁচু হয়ে গেল। পরক্ষণেই একই সঙ্গে দুটো অস্ত্র ড্র করল সে। ঝটকা দিয়ে বের হয়ে এলো দুটো সিক্সগান।

দু'পা সামনে বাড়ল বেনন, ওর হাতে লাফিয়ে উঠল .৪৫। গুলি খেয়ে থরথর করে কাঁপল লিওনার্ড, তারপর পাশ ফিরে বেননের দিকে সিক্সগান তাক করে গুলি করল।

কনুইয়ের কাছে শার্টে তিব্র টান অনুভব করল বেনন, পরপর আরও দুটো গুলি করল ও। দুটো গুলিতে দু'পা পিছাল লিওনার্ড। দু'পাশে টলছে এখন। চোখ থেকে এখনও ঝরছে নগ্ন ঘৃণা।

'সত্যি তুমি চালুহাত, বেনন,' খসখসে গলায় বলল, 'কিন্তু...' মুখটা হাঁ হয়ে গেল তার। কী যেন বলতে চেষ্টা করল। পারল না। মুখ

থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আবার মেঘ ডাকল। বৃষ্টি ঝরল কয়েক ফোঁটা। কেবিনের দিকে তাকাল বেনন। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যাট, হাত খালি ওর। পুরো এক মিনিট পরস্পরের চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'আমি এসবের মধ্যে নেই, বেনন,' নিচু গলায় বলল আউট-ল। 'ওরা আমাকে লিঞ্চ করবে সেটা যদি তুমি ঠেকাও তাহলে তোমার সঙ্গে আসতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে,' বলল বেনন। 'যাতে ন্যায় বিচার পাও সেটা আমি দেখব।'

স্পীডির দড়ি ধরে খোলা জায়গাটায় ঝড়ের গতিতে ঢুকল ব্যাগলে। ওর এক মুহূর্ত পরেই জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো রাস্টি। দু'জনই লিওনার্ড আর্চির লাশটা দেখল, তারপর তাকাল গ্র্যাট আর বেননের দিকে।

'গুলি লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল ব্যাগলে।

'না।' মৃত গানম্যানকে দেখল বেনন, ওর মুখটা একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'রাস্টি, লাশটা বার্নে রেখে আসবে? বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে যেকোন সময়।'

ওরা তিনজন যখন কেবিনের ভেতরে ঢুকল তখন টেবিলের ওপরে ধোঁয়া ওঠা কফির পট নামিয়ে রাখছে গ্র্যাট। চারটে প্লেটও রাখল সে চেয়ারগুলোর সামনে। 'খাওয়া তৈরি,' বলল শান্ত গলায়। 'বসে পড়ো।'

বসল ওরা। পরস্পরের মুখে তাকিয়ে দেখল কেউ গ্র্যাটকে অবিশ্বাস করছে কিনা। করছে না।

'আমার অস্ত্র আর গুলি বাঙ্কে,' জানাল গ্র্যাট। রাস্টি আর ব্যাগলের কাপ কফি দিয়ে ভরে দিল সে। রাস্টিকে বলল, 'পাহাড়ে তোমাকে আমরা ধাওয়া করেছিলাম, সেজন্যে আমি দুঃখিত। তবে দারুণ দেখিয়েছ তুমি।'

শ্রাগ করল রাস্টি। 'অতীত অতীতই। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

চুপ করে আছে বেনন, অনুভব করছে, এরা ওর মতোই একই ধাঁচের লোক। জিতুক বা হারুক, তা নিয়ে মাতামাতি নেই কোন।

মেঘের গর্জন ভেসে এলো বাইরে থেকে, তারপরই শুরু হয়ে গেল

বৃষ্টি। বেনন যেখানে বসে আছে সেখান থেকে খোলা দরজাটা দেখা যাচ্ছে। দরজা দিয়ে ভেসে আসছে দীর্ঘদিনের শুকনো মাটি বৃষ্টিতে ভেজার সোঁদা গন্ধ।

ঝড়টা কয়েকদিন চলতে পারে। হেলান দিয়ে বসল বেনন, টেবিলের নিচে পা ছড়িয়ে দিল। কফিটা কড়া, কালো এবং গরম। চমৎকার!

(সমাপ্ত)

ওয়েস্টান

লুণ্ঠন

কাজী মায়মুর হোসেন

ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাটল কান্ট্রিতে এলো রক বেনন।
বন্ধু রাস্টিকে পেল গুরুতর আহত অবস্থায়।
রাসলারদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করার
অপরাধে গুলি করা হয়েছে তাকে,
ফেলে যাওয়া হয়েছে মৃত্যুর মুখে।
লেনি আর্থার নামে দুর্ধর্ষ এক ঠাণ্ডা মাথার খুনী
কঠোর সব নীচ লোক জড়ো করেছে তার
উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে।
ওসবের তোয়াক্কা করল না বেনন,
লেনি আর্থারের সামনে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল।
ফলে নিজের সমস্ত লোক লাগিয়ে
দিল লেনি আর্থার। রক বেননকে শেষ করে দিতে
বেরিয়ে পড়ল হায়েনার দল।
কিন্তু লেনি আর্থার জানে না, রক বেননও
প্রতিজ্ঞা করেছে, ওর শেষ দেখে ছাড়বে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০


High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET